CONTENTS

Wednesday. the 30th January, 1991 — **Pages**

Thursday, the 31st January, 1991 — pages

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 30th January, 1991 Wednesday at 11-10 A.M.

PRESENT

Shri Joytirmay Nath, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, Seven Ministers, nine Ministers of State and 38 Members were Present.

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি নামে পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (রামপুর) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৬০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ৬০।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ৬০

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির রোধে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি।

২। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তাহা কি কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে—

ক) সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফতে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল, চিনি, ভোজ্য তৈল, কেরোসিন তৈল বন্টন করা হয়।

খ) কৃত্রিম সঙ্কট রোধে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

গ) পুলিশ বিভাগের এনফোর্সমেন্ট শাখা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে অতি মুনাফাকারী মজুতদার ও চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে ই, সি, অ্যাক্ট-এর অনুসারী ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘ) নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান অক্ষুন্ন রাখার জন্য এবং মূল্য বৃদ্ধি রোধে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের সময় সময় আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, রাজ্যের আইন দপ্তর থেকে এবং ফুড ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সমস্ত আইন সংক্রান্ত অর্ডার ইস্যু করা হয়েছে সেই ইস্যুকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দোকানে কি তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ? এ ব্যাপারে কোন এনফোর্সমেন্ট করা হয়েছে কিনা ? যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে কতজন দোকানদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ? স্যার, আমরা জানি, অতি মুনাফার লোভে ব্ল্যাক মার্কেটিং চলছে। নিজেদের খুশিমত যার যেমন খুশী দাম নিচ্ছে। এই সব ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। স্যার, এখানে যে সব বৃদ্ধি হয় এর কারণ, সোর্সে দাম বেড়েছে। অর্থাৎ সোর্সে দাম বাড়লে এখানেও বাড়ছে। এটা হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই, সোর্সে দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের করণীয় কিছুই নেই। তথাপি যাতে রাজ্যে ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বৃদ্ধি করতে না পারে সে জন্য গোটা সরকার সচেষ্ট রয়েছেন এবং খুবই কড়া দৃষ্টি রাখছেন। বিশেষ করে উপসাগরীয় যুদ্ধের বা এর আগে কুয়েত দখল নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল তা আপনারা সবাই জানেন। এরই কারণে, পেট্রোল, ডিজেলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। আপনারা এও জানেন, তদানিন্তন কেন্দ্রীয় সরকার সারচার্জ বৃদ্ধি করেছিলেন, টুয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট। বেশ কয়েকবার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যদিও এন ডি সি এর মিটিংয়ে বলা হয়েছিল যাতে দাম না বাড়ে সে দিকে নজর দেওয়া হবে। তথাপি, এই কমিটির রিপোর্ট কলকাতার ত্রিপুরা ভবনে পৌঁছানোর আগেই চার্জ হিসাবে ফিফটি পারসেন্ট বেড়ে গিয়েছিল। টি ভি তে আমরা দেখেছি যে পেট্রোলের ৫০ পার্সেন্ট সারচার্জ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে থেকেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। তাছাড়া কেন্দ্রে ভি পি সিং সরকার থাকাকালে এমন সব ব্যবস্থা নিয়েছে। যার ফলে বার বার জিনিষপত্রের দর বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফল আমরা পেতে বাধ্য। রেল ভাড়া বেড়েছে, বিভিন্ন ট্যাক্স বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে। সে সময় আমরা দেখেছি এখানকার ব্যবসায়ীগণ দাম বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন নি। তার জন্য ব্যবসায়ী দিগকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরাবাসীর সাথে সব সময়েই সহযোগিতা করে আসছেন। তা বলেও আমি বলব কিছু কিছু কালোবাজারী এবং মুনাফাবাজ নেই এটা ঠিক নয় এবং তাদের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। গত ১০ বৎসরে আমরা দেখেছি প্রকাশ্য কালোবাজারী হয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন সরকার কোন ব্যবস্থা নেন নি। কিন্তু এই সরকার কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এবং কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এর—

কোস'মেন্ট ডিপার্টমেন্ট বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে। এটা আপনারা পত্রপত্রিকায় নিশ্চয়ই দেখেছেন। যার ফলে কালোবাজারীদের এই উপলব্ধি এসেছে যে এখানে কালোবাজারী চলবে না, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা চলবে না। এই জোট সরকার কালোবাজারীদের এই সুযোগ দিতে চান না। স্যার, এ্যাকচুয়েল সংখ্যাটা আমার এখানে নাই, তবে আমার মনে হয় ৪০-৪৫ জন কালোবাজারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সংকটের সময় তাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমি এইটুকু বলতে পারি যে এখানে কোন জিনিষের অভাব নেই। সরবরাহ সব সময়েই অব্যাহত আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। কেউ যদি কালো-বাজারীর উদ্দেশ্যে সংকট সৃষ্টি করে তাহলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গ্রামাঞ্চলের কথা বাদই দিলাম, এই আগরতলা শহরে ডিসপ্লে অব স্টক এবং সেলস প্রাইস সরকারী ভাবে তার যে অর্ডার তা একটা দোকানেও পালন করা হয় না। সাপ্লাই ডিস্টিবিউশান প্রাইস কনট্রোল ১৯৭২ এই অর্ডার সরকার নিজে সম্পূর্ণ ভাবে ডিস্ট্রিবিউশান-টাকে অচল করে দিয়ে এই সমস্ত মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী যাদের সঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুম-দারের দহরম মহরম আছে তারা ৪০-৪৫ ভাগ দাম ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সরিষাতৈলের দাম বেড়েছে, লবনের দাম বেড়েছে, লাইফ ড্রাগের দাম বেড়েছে। কোন দোকানেই প্রাইজ লিস্ট শো করা হয় না। কেন এটা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, উনি যদি পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন সেখানে কেমন ভাবে জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে। সেই তুলনায় আমাদের ত্রিপুরা স্বর্গ রাজ্য। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ হল নরক। সেখানে কালোবাজারীদের স্বর্গ রাজ্য। স্যার, আমরা এখন পর্যন্ত ৭৫ জন কালোবাজারীকে এরেস্ট করেছি। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তারা ৭৫ জন কালোবাজারীকে এরেস্ট করতে দেখেছেন কি? আমরা মাত্র দুই দিনেই ৭৫ জনকে এরেস্ট করেছি।

স্যার, আমরা জানি যে, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৯১ইং যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছিল। তখন আমরা দেখেছি শুধু ত্রিপুরায় নয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা ভাব এসেছিল যে কোন জিনিষ পাওয়া যাবে না। তাই সাধারণ মানুষ জিনিষপত্র স্টক করার জন্য দোকানে ভীড় করতে থাকেন। কিন্তু সরকার থেকে যখন আমরা ঘোষণা করলাম যে জিনিষের অভাব হবে না এবং সরবরাহ নিয়মিত আছে। জনসাধারণ তখন বুঝতে পেরে দোকানে ভীড় বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি জানি না উনি কি ভাবে এই সমস্ত কথা বলছেন। আমি এইটুকু বলতে পারি যে, সমস্ত কালোবাজারীদের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে সেটা আমি জানতাম। কিন্তু বর্তমানের সরকার তাদের সঙ্গে কোন রকমের মিতালী করবেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারী হয়ে গেছে আর নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী : স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি স্যার মাত্র একটা গ্রামের চেহারার কথা বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি স্পেসিফিক পয়েন্টে আপনার সাপ্লিমেন্টারী সীমাবদ্ধ রাখবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি শুধুমাত্র একটা গ্রামের চেহারা বর্ণনা করছি। ধর্মনগর মহকুমার দামছড়া গ্রামে যেখানে আমি গত ২৭-১১-৯০ইং তারিখে নিজে দেখেছি সরষের তেল ৪০ টাকা, পেঁয়াজ ১২ টাকা, শুকনা মরিচ ২৫ টাকা, মসুরী ডাল ১৪ টাকা এবং লবণ দুই টাকা এবং তার ১০ দিন পর আমি আবার খবর নিয়ে দেখেছি দামছড়া গ্রামে সরষের তেল ৪৮ টাকা, পেঁয়াজ ১৮ টাকা, শুকনা মরিচ ৩০ টাকা, মসুরী ডাল ১৮ টাকা এই ভাবে দিনের পর দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে একটা গ্রামের চেহারা আমি শুধু দেখিয়েছি কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের একই রকম চেহারা। শুধু গ্রামে নয় আগরতলা শহরে জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রেশনের চাউল থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিষ কালোবাজারে বিক্রী হচ্ছে।

In 1990, 23rd June. Tripura Gezette notification was made ... ... The Pievention or Presentation of Black Markstining and Maintenance of Supplies of Essential Commedities Act. 1980. Act. No—7 of 1980—

স্টেট গভর্ণমেন্ট একটা এডভাইসারী বোর্ড গঠন করেছিলেন। এবং তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন Hon'ble Mr Justice S. N Phuker, I.M. Srivastava & W.A Shishok. এই এডভাইসারী কমিটি কি মন্তব্য করেছিলেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনি যেগুলি বলেছেন, এগুলি ঠিক নয়। আমি আগেই বলেছি দাম যদি দেশে বাড়ে এখানেও বাড়বে। এটার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। আমরা গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াকে বলেছি, এটা নিশ্চয়ই জানেন চীফ মিনিস্টারদের মিটিং হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে ব্যবস্থা নেবেন এই দাম বৃদ্ধির জন্য যারা চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে এই সরকার বলে এসেছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাবে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও ব্যবস্থা নিচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমার প্রশ্ন হল স্যার, অ্যাডভাইসারী বোর্ডের মন্তব্য কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আলাদা প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন :

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন। ৪টা সাপ্লিমেন্টারী দিয়েছি। প্রত্যেকটা প্রশ্নই ইমপর্ট্যান্ট ইমপরটেন্ট।

QUESTION AND ANSWERS

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, তবুও আমি আবার বলছি মাননীয় সদস্যদের, সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে বলছি আপনারা যদি কোথায়ও কোন কালোবাজারীর দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কোন সংবাদ দেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আমরা ব্যবস্থা নেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন। অনারেবল মেম্বার ফয়জুর রহমান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, উনারা ত কোন সহযোগিতা করেন না, বরঞ্চ উল্টা কালো বাজারীদের পেছনে দাঁড়ান, তাদের প্রশ্রয় দেন, আর এখানে এসে হৈ চৈ করেন কোন কাজ করেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান (কুর্তি) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৬

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৬

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার বিভিন্ন রেশন দোকানে মাসের পর মাস চিনি ও কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত মহকুমার রেশন দোকানগুলিতে নিয়মিত চিনি ও কেরোসিন সরবরাহ না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীফয়জুর রহমান :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে, এই প্রশ্নটা সত্য নহে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি ধর্মনগর বিভাগের মধ্যে যতগুলি রেশন দোকান আছে, অধিকাংশ দোকানগুলিতেই কেরোসিন পাওয়া যায়না, কিন্তু খোলা বাজারে ১৫—২০ টাকা লিটার বিক্রী করা হচ্ছে। এই ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলছি সেই রকম কোন ঘটনা ঘটেনি তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন আমরা তদন্ত করে দেখব। পাশাপাশি মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব তিনি একজন পাবলিক রিপ্রেজেনটেটিভ নিশ্চয়ই ওনারও দায়িত্ব আছে যদি কোন রেশন সপ সঠিক ভাবে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ না করে তাহলে নিশ্চয়ই রেশন সপের মালিককে বলার অধিকার ওনারও আছে। তাই আমি ওনাকে অনুরোধ করব আমরা সরকারের তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করব, পাশাপাশি আপনারাও এই ব্যাপারে একটু সক্রিয় হলে রেশন সপ থেকে সব সামগ্রী সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা যাবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, বলতে গেলে খুন হতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ;— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, এই চিনি, চাউল কেরোসিন সহ যেগুলি রেশন সপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় রাজ্যে বর্তমানে তার স্টক কত আছে। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন এখানে যে, আপনারা যাঁরা সভার সদস্যরা আছেন তারা এই কাজে সাহায্য করবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জাবেন কি না যে, এই ধরণের কোন আইনগত অধিকার যারা নির্বাচিত সদস্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অভিযোগ করার দায়িত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক মানুষেরই আছে এবং পাবলিক রিপ্রেজেনটেটিভরাও নিশ্চয়ই আমাদের কাছে কোন অভিযোগ করেন নিশ্চয়ই সেটা আমরা তদন্ত করে দেখি এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি। আর রাজ্যে বর্তমানে রেশনে সরবরাহ দ্রব্য সামগ্রীর স্টক যেটা আছে সেটা আমি বলছি। বর্তমানে চাউলের মজুত আছে ৩৫ হাজার মেট্রিকটন, যা দিয়ে তিন মাসের রেশনের ব্যবস্থা হবে। চিনির মজুত আছে ১.৮২৫ মেট্রিক টন, যা দিয়ে এক মাসের উপর যাবে। আর পেট্রোল স্টক যা আছে তাতে ৩৮ দিন যাবে। কেরোসিন আছে ৬৩৪ কিলো লিটার এবং ডিজেল স্টকে আছে ৯০ কিলো লিটার। লবণের স্টক হচ্ছে ৩৭১ মেঃ টন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা (পেচারথল) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮।

QUESTION AND ANSWERS

প্রশ্ন

১। মহাকরণে চাকমা, মগ, রিয়াং কর্মচারী আছে কি ?

২। থাকিলে কোন সম্প্রদায়ের কত জন ও কোন কোন পদে বহাল আছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। লোয়ার ডিভিসন্ এ্যাসিসটেন্ট কাম টাইপিস্ট পদে চাকমা সম্প্রদায়ের ১ জন এবং মগ সম্প্রদায়ের ১ জন। ক্লাস—৪ পদে রিয়াং সম্প্রদায়ের ১ জন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, মহাকরণে টোট্যাল ৩ জন সবচাইতে পিছিয়ে পড়া এথনিক কমিউনিটির কর্মচারী আছেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পিছিয়ে পড়া দুর্বলতর সম্প্রদায়ের মানুষের রিপ্রেজেনটেশন সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যথাযথ কোটা অনুযায়ী নেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে প্রশ্নটা করা হয়েছে মহাকরণে চাকমা-মগ-রিয়াং কর্মচারী আছেন কিনা ? পারসেনটেজের কথা এখানে বলা হয় নাই। উত্তর আমি দিয়েছি হ্যাঁ। থাকলে কতজন আছে ? ১জন এল, ডি, ক্লার্ক চাকমা সম্প্রদায়ের, আর একজন আছেন মগ সম্প্রদায়ের। স্যার ১০০ পয়েন্ট রোস্টার অনুসারে নিয়োগ করা হয়েছে। ১০০ পয়েন্ট রোস্টার আছে, এস, টি কোটা পুরাপুরি পূরণ করা হয়। এখানে তফশীলি উপজাতির কর্মচারী আছেন ১৫২ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড আছেন, ১ জন, পাঁচ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড্। ত্রিপুরী আছেন ৭ জন, জমাতিয়া ১ জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্টাফ রয়েছেন, তাদেরকে বাদ দিলে—ত্রিপুরী আছেন ৬৭ জন, জমাতিয়া আছেন ৪ জন, হালাম আছেন ১ জন, গারো আছেন ১ জন।

মিঃ স্পীকার :— নাউ আই এ্যাম গোয়িং টু দি নেকস্ট কোয়েশ্চান।

শ্রীবিমল সিন্হা :— স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, তিনি বলেছেন যে, তিন জন কর্মচারী আছেন, আমি সেটা এডমিট করেছি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল পপুলেশান অনুসারে দ্বিতীয় লারজেস্ট পপুলেশান হচ্ছে রিয়াং। ফাইলটা এখানে থেকে ওখানে নিতে বি, এ পাশের দরকার হয় না। তিন জন রিয়াং ছেলেকে সেখানে নিয়োগ করা যায় না সেটা হতে পারেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : প্লীজ সাইলেন্স প্লীজসাইলেন্স।

শ্রীবিমল সিনহা :— সুশীল বাবু বলতে পারবেননা সেকথা। কারণ চাকমাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি আটকে যান।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শান্ত হউন। আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা ঐ দৃষ্টি ভংগীতে দেখিনা। আমরা দেখি ট্রাইবেল-ট্রাইবেল। ১০০ পয়েন্ট রোস্টার অনুযায়ে সব এস, টিদের ইন্টারেস্ট দেখা হয়। এবং আগামী দিনেও দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :— ওয়ান থিংক লেট হিম ক্লিয়ার ফর ক্লিয়ারবেন্স। আই এ্যাম পুটিং দিস কোয়েশ্চান ফর ক্লিয়ারেন্স। হোয়াট ইউ হেভ গিভেন রিপ্লাই? ইজ ইট ফর থ্রী ইয়ারস্ অর ফর টেন ইয়ারস্ অর থারটি ইয়ারস। আপনি যে উত্তরটা দিয়েছেন সেটা কি কংগ্রেস আমলের নাকি বাম আমল সহ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— উনার প্রশ্নটা মতাকরণে কতজন আছে? সে হিসাব দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— সেটা কি আগে থেকে?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— প্রশ্নটা এখানে সেভাবে করা হয় নাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানাতে চাই সাম্প্রদায়িকতার আগুন নিয়ে যেন খেলা না হয়। এই আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। একবার ভি, পি: সিং এই দেশটাকে শেষ করেছে। আপনারা আর শেষ করবেন না। আগুন লাগাবেন না। কারণ সেই আগুন থেকে কেউ বাদ যাবেন না।

শ্রীবিমল সিন্হা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, একটা মানবগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে কিছু বলাটা কি সাম্প্রদায়িকতা? এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— নাউ আই অ্যাম গোয়িং টু দি নেকস্ট কোয়েশ্চান। অনারেবল মেম্বার শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর):— স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী): মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১০।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জল সরবরাহ, বৈদ্যুতিকরণ ও লেট্রিন তৈরী করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কি,

২। যদি নিয়ে থাকেন কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়,

৩। আর যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১ ও ২, মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও লেট্রিন আছে। এইগুলির মেরামত উন্নতিকরণের জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পূর্ত দপ্তরকে বলা হয়েছে। আজকে দুই বছর যাবৎ পূর্ত দপ্তরের কাছে অনুরোধ করছি কিন্তু এখন পর্যান্ত কোন কার্যকরীর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই হাসপাতালের যে অবস্থা সেখানে লেট্রিন নেই, জলের কোন সুবিধা নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই। সেখানে ডেলিভারী হতে গেলে মোমবাতি দিয়ে ডেলিভারী করাতে হয়। বর্তমানে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে পূর্ত দপ্তরের কাছে বলার পর উনারা বলছে যে এটা ইলেকট্রিক ডিপার্ট-মেন্টের, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলে যে এটা, এম,আই, এফ,সি, ডিপার্টমেন্টের। এম, আই, এফ, সি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বলে যে এটা অন্য দপ্তরের কাজ। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ যে কতদিনের মধ্যে এই কাজটা সম্প্রসারণ করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যেটা বলা হয়েছে যে এখানে লেট্রিন এবং বৈদ্যুতিকরণ এবং জলের ব্যবস্থার এবং অন্যান্য ব্যবস্থা, সব ব্যবস্থাই আছে। তবে এগুলি উন্নতি করার দরকার আছে, সংস্কারের দরকার আছে। সেটা সেইভাবে পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রিসিটির জন্য একটা ইস্টিমেট পাওয়া গেছে এবং এটা সত্বর প্রশাসনিক আর্থিক মঞ্জুরীর অনুমোদন দেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ যে প্রশ্ন করেছেন তিনি হাসপাতালের একটি কোয়াটার জবরদখল করে আছেন এবং উনি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলে ধরেছেন যে হাসপাতালটা এইরকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্রীসুকুমার বর্মন, শ্রী খগেন্দ্র জামাতিয়া।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

শ্রীঅরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট বেকারের সংখ্যা কত ?

২। বিগত ১৯৮৮,৮৯,৯০ ইং সনে তিন বৎসরে কত বেকারের চাকুরী দেওয়া হয়েছে,

৩। যে সব বেকারের চাকুরী হয়নি তাদের কর্ম সংস্থান সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করেছেন,

৪। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার ভাতা চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৫। থাকলে কবে নাগাদ তা চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হল ১, ৭৫, ৪৫২ জন।

২। বিগত ১৯৮৮,৮৯,৯০ ইং সনে মোট ১৭,৪৭২ জন বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

৩। যে সব বেকারের চাকুরী হয়নি তাদের কর্ম সংস্থানের জন্য পরিকল্পনাধীন বিভিন্ন পরিকল্পনা স্বনির্ভর কর্মসূচী, সুসংহত গ্রামীণ কর্মসূচী ইত্যাদি স্কীম এর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য সরকার বিবেচনা করছেন।

৪। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার ভাতা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আপাততঃ নেই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের উপর বেকার আছে। এর মধ্যে কত জন পাশ করা, আর কত জন পাশ করা না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার এই অতিরিক্ত তথ্যের জন্য আলাদা করে প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর জানাবেন কি।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (বলছড়) :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৪ সালের এই পর্যন্ত মোট ১৭,৪৭২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তাই, আমি জানতে চাইছি, এই যে চাকুরী দেওয়া হল, এই চাকুরী দেওয়ার নিয়মটা কি ? এবং যাদের চাকুরী দেওয়া হল, তাদের মধ্যে এ, সি, এবং এস টির সংখ্যা কত, দয়া করে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, যে ১৭, ৪৭২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তা নিয়মনীতি মেনেই দেওয়া হয়েছে। আর, মাননীয় সদস্য অন্যান্য যেসব তথ্য চেয়েছেন, সেগুলির জন্য আলাদা করে প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর দেব।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১৭, ৪৭২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে কতজন নিয়মিত, কতজন অ-নিয়মিত এবং কতজন ফিক্সড পে-তে আর কতজন ডিকেটিমাইজড দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এক্ষুণি এই সবের সঠিক ফিগার দিতে পারছি না, তবে সর্বমোট ১৭, ৪৭২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ওভার এইজ বেকারদের যে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের সংখ্যাটাও কি এই ১৭,৪৭২ জনের মধ্যে আছে কি? এবং আমরা জানি যে আরও অনেক ওভারএইজ বেকার রয়েছে যাদের এখনও কোন চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাদের কবে নাগাদ চাকুরী দেওয়া সম্ভব জানাবেন কি? এবং ১৭, ৪৭২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ক্লাশ থ্রি এবং ক্লাশ ফোর কত জন দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— স্যার, ওভার এইজ সম্পর্কে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে একটা ক্যাবিনেট সাব-কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যত জন ওভার এইজ বেকারকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব আমরা তা দিয়েছি। তার পরেও যদি ওভার এইজ কোন বেকার থেকে থাকে, তাহলে তাদের বিষয়েও এই সাব-কমিটি সিদ্ধান্ত নেবেন। আর ক্লাশ ওয়াইজ যে সংখ্যাটি চেয়েছেন, সেটা সংগ্রহ করে আমাকে দিতে হবে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ১৭, ৪৭২ জনকে চাকুরী দিয়েছেন বলে বলছেন, তার মধ্যে এস, সি এবং এস, টির জন্য স্পেশাল ড্রাইভ হিসাবে যে কেবিনেট সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তার সিলেকশান অনুযায়ী চাকুরী দেওয়ার কথা, এই এস, সি এবং এস, টির সংখ্যাটাও এর মধ্যে ইনক্লুডেড কিনা? এবং এস, টি এবং এস, সির মধ্যে যদি আরও দরকার থেকে থাকে, তাহলে তাদের কবে নাগাদ চাকুরী দেওয়া হবে, মাননীয় মন্ত্রী দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— এই সম্পর্কে কেবিনেট সাব-কমিটি যে রিকমেণ্ডেশান করেছেন, তার অধিকাংশই পূরণ করা হয়েছে। যদি কিছু বাকী থেকে থাকে, কেবিনেট সাব-কমিটির রিকমেণ্ডেশান পাওয়ার পর, তা কার্য্যকরী করা হবে।

শ্রীবিমল সিন্হা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ১৭, ৪৭২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে সারেণ্ডার্ড টি, এন, ভি কতজন আছে দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী):— স্যাম সারেনডার্ড টি এন ভিও এর মধ্যে ইনক্লুডেড, তবে তার ফিগারটা দেওয়া এক্ষুণি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীবিমল সিংহ:— সাপ্লামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই যে সংখ্যাটা দিয়েছেন এর মধ্যে কত জন টি. এন. ভি আছে সাব ডিভিশন ওয়াইজ হিসাব দিবেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সারেন্ডার টি, এন, ভি আছে কিন্তু হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৭, হেলথ, ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৩৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) শান্তির বাজার পি এইচ, সি কে রুরাল হসপিটাল করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	১) বর্তমানে নাই।
২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?	২) প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীগৌরিশংকর রিয়াং :— সাপ্লামেন্টারী স্যার মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে নেই। উনি যখন শান্তির বাজার গিয়েছিলেন তখন সেখানকার জনসাধারণকে তারবেলী কথা দিয়েছিলেন যে পি, এইচ, সি হসপিটালকে রুরাল হসপিটালে পরিণত করা হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসীর স্বাক্ষর সহ একটা রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছিলাম তখনও স্বাস্থ্যমন্ত্রী অ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন। এখন এলাকাবাসী আমার কাছে দাবী করছে। দ্বিতীয়তঃ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে বহু রোগী এই হাসপাতালে রেফার করা হয়। যার ফলে স্থান সংকুলান হয় না বেডের সংখ্যা কম। এই জন্য আমি জানতে চাইছি এটা সত্বর করা হবে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—মাননীয় স্পীকার স্যার, পরিকল্পনা বাবদ যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তাতে এটা ধরা হয়নি। তবে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হলে আগামী দিনে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মহু) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নং ১৫৪।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত ঘোড়াকাপ্পায় কোন হেলথ সেন্টার খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	১) সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত ঘোড়াকাপ্পায় একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু আছে।
২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?	প্রশ্ন আসেনা।
৩) আর না হয়ে থাকলে তাহার কারণ ?	

শ্রীঅঞ্জু মগ :— সাপ্লামেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ঘোড়াকাপ্পাতে যে হাসপাতালটা রয়েছে সেটা কি পর্যায়ে আছে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক ফার্মাসিস্ট আছে।

শ্রীঅঞ্জু মগ :— সাপলামেন্টারী স্যার, এই এলাকা একটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এখন কি পর্যায়ে আছে ? সেখানে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেটা আমিও জানি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই সেখানে ঘর আছে কিনা ? কিংবা স্টাফ আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ১৯৮৯—৯০ আর্থিক বছরে ঘোরাকাপ্পা উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জায়গাটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার জন্য যথেষ্ট নয়। এই কারণে আরো পাঁচ (৫) একর জমি (খাস) দেওয়ার জন্য সাব্রুমের মহকুমা শাসকের কাছে লেখা হয়েছে। কিন্তু আজ অবধি সে চিঠির জবাব আসেনি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৫।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৫।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা জুট মিলটিকে মালিকানার হাতে অর্পণ অথবা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়ার

জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,

২। যদি সত্য হয় তবে কারণ কি ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এখন জুট মিলে কি ধরণের উৎপাদন হচ্ছে ? আমি যতটুকু জানি জে, সি, আই যে পাট সরবরাহ করত তারা এখন সেই পাট ফেরৎ নিয়ে নিচ্ছে। কারণ টাকা পাচ্ছে না। জুট মিলে বর্তমানে সম্পূর্ণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত তিন বছরে নিয়মিত কর্মচারী এবং ট্রেইড ওয়ার্কাররা প্রচুর ছাঁটাই হয়েছেন। জোট সরকার জুট মিলটিকে সর্বনাশ করে প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এই কথাগুলি কি অসত্য।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, উনি জানতে চেয়েছেন, জুট মিলটিকে প্রাইভেট মালিকানার হাতে অর্পণ করছি কিনা ? আমি এখানে স্পষ্টই বলেছি, না।। আর এখন যে প্রশ্ন করছেন, জুট মিলে কত উৎপাদন হচ্ছে, কত শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে তা আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— কেন ? এটার সঙ্গে রিলেটেড)

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জুট মিলে বর্তমানে যে কর্মচারী আছে তারা শুধু এক মাস নয়, তার পরের মাসও চলে যায় তারা বেতন পান না। এই অবস্থা দিনের পর দিন চলছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এই মাসের বেতন পরের মাসে দেওয়া হয় এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে না। তবে একটু দেরী হয়, তাদের বেতন পেতে কখনও কখনও ৪-৫ দিন দেরী হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭ স্যার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমায় কদমতলা হাসপাতালে এম্বুলেন্সটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

২, ইহা কি সত্য যে উক্ত হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে অনেক রোগী বারান্দায় মাটিতে পড়ে থাকেন। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত হাসপাতালে কমপক্ষে ২০টি সিট মঞ্জুর করা হবে কি ?

৩) গত ১ বৎসরে উক্ত হাসপাতালে কতটি শিশু সন্তানকে পোলিও ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত হাসপাতালে রোগীদের পথ্য গত জানুয়ারী হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কি কি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা নাই। সেজন্য কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এম্বুলেন্স দেওয়া হয় নাই।

২) কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ১০। কখনও কখনও শয্যায় অতিরিক্ত রোগী ভর্তি থাকিলে যেকোন শয্যায় রাখিতে হয়। বর্তমানে উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শয্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নাই।

৩) পোলিও প্রতিরোধ শিশুদের মুখে খাওয়ানো হয়। ইনজেকশনে দেওয়া হয় না। বিগত এপ্রিল, ১৯৮৯ইং হইতে মার্চ, ১৯৯০ইং পোলিও মোট কত শিশুকে খাওয়ানো হয়েছে তার হিসেব নীচে দেওয়া হইল।

প্রথম ডোজ—	৬৪৩
দ্বিতীয় ডোজ—	৩৯৮
তৃতীয় ডোজ—	২০৬
বুস্টার ডোজ—	১৬১

জানুয়ারী,১৯৯০ইং হইতে আগষ্ট মাস পর্যন্ত উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের আমিষ খাদ্য দেওয়া হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর হইতে নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হইতেছে।

শ্রীজয়নুল রহমান :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, কদমতলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এম্বুলেন্স ছিল না বা দেওয়া হয় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে একটা এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং এম্বুলেন্স ড্রাইভার নিখিল দেবনাথ বর্তমানে সেখানে একটি ভাড়া বাড়ীতে আছে। কিন্তু বর্তমানে এম্বুলেন্সটির কোন হদিশ নেই। ফলে রোগীদেরকে কদমতলা থেকে ধর্মনগর শহরে এম্বুলেন্স-এর অভাবে আনা যাচ্ছে না। এর ফলে অনেক রোগী সেখানে থেকে মারা যাচ্ছে। এছাড়া সিটের অভাবের জন্য অনেক রোগী বারান্দায় মাটিতে পড়ে থাকেন। এম্বুলেন্সের অভাবের জন্য রোগী-দেরকে ধর্মনগর বা কৈলাশহরে আনার কোন ব্যবস্থা নাই। এছাড়া অন্যান্য জায়গায় তো নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হয়। কিন্তু কদমতলায় নিরামিষ খাদ্যও দেওয়া হয় না। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কি উদ্যোগ নেবেন জানাবেন কি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— টি. আর. জি ২৪ নম্বর গাড়ীটি জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজের জন্য কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেওয়া হইয়াছিল যাহা অকেজো বিবেচিত হওয়ায় নিলামে ১৬, ১২৮ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। আর একটি গাড়ী টি. আর. জি ৩১৭ ম্যালেরিয়া নিমূর্লীকরণ

প্রকল্পের কাজে ছিল। সেই গাড়ীটি সাময়িক ব্যবহারের জন্য কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সেই গাড়ীটি অকেজো অবস্থায় বিগত ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ইং হইতে কৈলাশহরে মেরামতির জন্য আছে। দ্রুত মেরামতির কাজের চেষ্টা চলিতেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ী অভাবহেতু এবং অর্থ দপ্তরের প্রতিবন্ধকতা যাহা ইকনমি মেজারের একটি ব্যবস্থা। এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও অকেজো গাড়ীর পরিবর্তন ও নূতন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে গাড়ীর প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য। তৎসত্বেও টি. আর. জি—৩৫৭ গাড়ীটি মেরামতি সাপেক্ষে অন্য কোন গাড়ী কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ অভার।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES—"A"&"B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সটি উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিশালগড়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলোঃ— "গত ১৪, ১১, ৯০ইং বিলোনীয়া মহকুমার দক্ষিণ তাকমার অনিল মিত্রকে বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে বাড়ীর কাছে সি, পি, এমরা গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই রেফারেন্সটির জবাব আমি ৬-২-৯১ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যকে উনার নোটিশটি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো —"গত ২৯শে জানুয়ারী "স্যন্দন" পত্রিকার কর্মচারী নেতা শিশিরেন্দ্র সাহাকে মারধোর : আহত হয়ে হাসপাতালে" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

REFERENCC PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখন তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই রেফারেন্সটির জবাব আমি ১-২-৯১ইং তারিখ দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পাইয়াছি। নোটিশটি পরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভুষন মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হল "গত ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং কৈলাশহর বিভাগের কংগ্রেস নেতা দেবাশীষ সেনের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষী প্রদীপ সিংহকে মারধর করে তার পিস্তল ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই ব্যাপারে আগামী ৮/২/৯১ ইং আমার বক্তব্য রাখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "গত ২৭ ১০-৯০ ইং বীরচন্দ্র মনুতে রাত প্রায় ১০টা সময় যুব কংগ্রেস কর্মী তপন দেবনাথকে তার নিজস্ব বাড়ীতে সি, পি, এমরা গুলি করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি আজ তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ৬/২/৯১ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১০ই অক্টোবর, ১৯৯০ ইং গণ্ডাছড়া বিভাগের দলপতি পাড়ার শশীমোহন ত্রিপুরাকে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক নিহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১১/২/৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়ের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং নলছড় নিবাসী রবীন্দ্র মজুমদার, মানিক হালদার ও দয়াল শর্মা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ও পরবর্তী সময়ে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়াছি।

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ৭/২/৯১ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTIONS ON THE TABLE

ANNEXTURE—C

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "লেয়িং অব দি রিপ্লাইস টু পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্।" লেইড অন দি টেবিল। গত বিধানসভার অধিবেশনে পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮১ এবং পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বারস্ ৬, ৩১, ৩৩ এবং ২২ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

LAYING OF REPLIES TO POSTPOND QUESTION ON THE TABLE

এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬ এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—Mr. Speaker Sir, I beg to lay a copy of the reply of the postponed unstarred question No.6 on the table of the house.

মিঃ স্পীকার : এখন আমি তপশিল উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে পোষ্টপণ্ড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১৮১, পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বারস্ ৩৪ ও ৪৩ এর উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী):—Mr. Speaker Sir. I beg to lay the copy of the replies of the postponed sterred Question No. 181 and postponed unstarred questions Nos.34 & 43 on the table of the house.

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— Mr. Speaker Sir, I beg to lay the copy of the reply of the postponed unstarred question No.22 on the table of the house.

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তার উপর আলোচনা।" গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ইং তারিখ-এ মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় এবং সমর্থন করেছে মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায় মহোদয় এবং মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়।

প্রস্তাবটি হলো :— " নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সভার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হউক যে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ইং সোমবার মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং রাজ্যপাল মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।"

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর আনীত মূল ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এবং মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কর্তৃক ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা একই সাথে শুরু হবে।

আলোচনা শুরু হবার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনার

তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমার দেবার জন্য।

মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার আলোচনা শুরু করুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (কাকড়াবন):— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল আমি ভারতবর্ষের আজকের যে সমস্যা দুইটা সৃষ্টি হয়েছে তারমধ্যে একটা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা যা থেকে ঐক্যের সংকট সৃষ্টি হয়েছে, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি আজকে যে সম্প্রীতির সংকট সৃষ্টি হয়েছে আমি সেইসম্পর্কে বলছিলাম। প্রাসঙ্গিকভাবে আমি আজকে তার কিছু উল্লেখ করছি, গতকাল মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন এই যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়েছে এইগুলি ভি, পি, সিংহের আমলে সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের এই ধরণের ব্যবস্থা উনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনাটা কি? আসামের সমস্যা আজকে একটা জাতীয় সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই আসামের সমস্যাটা সৃষ্টি হল কিভাবে শরৎ সিংহের মন্ত্রীসভাকে খারিজ করার জন্য। শ্রীমতি গান্ধী তখন তার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে পাঠিয়ে আসামের যে ছাত্র আন্দোলনটা হয়েছিল তার মেমোরেন্ডামটা পর্যন্ত তৈরী করে দিয়েছিলেন এটাওতো কারও অজানা নয়। স্যার ত্রিপুরার প্রসঙ্গে কথায় কথায় বলেন আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা ও উপনেতা যাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাদেরকে শ্রদ্ধা করে তাদের সম্পর্কে এইসব বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন। আর এই বিধানসভায় যেগুলি বলার বিষয় ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা যেটা বার বার উল্লেখ করা হয়েছিল টি, এন, ভি'র সমস্যা নিয়ে, এই সমস্যা কাদের সৃষ্টি। টি, এন, ভি'র যিনি সর্বাধিনায়ক বিজয় রাংখল তার বক্তব্যটা কি সেটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কেন গোটা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের কাছে কি বলেছেন। উনি বলেছেন যে এটাতে "সবচেয়ে বেশী তার সহযোগী বন্ধু ছিল উপজাতি যুব সমিতি। এখানে তো রবীন্দ্রবাবুরা আছেন তাদের গায়েতো এখনও লেগে আছে গন্ধ। এটা কি অস্বীকার করতে পারেন? এই বিজয় রাংখলের চিঠি রাজীব গান্ধীর কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে হবে, এই রকম ৫, ৬টা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ তা জানে। আর ট্রেইজারী ব্যাঞ্চে যারা আছেন তারা জানেন না। এই সব সমস্যা তারা কেন সৃষ্টি করেছে। ত্রিপুরার কংগ্রেস (ই) দেখেছে যে, এখানে আশা আর সম্ভব না মানুষ তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে। কাজেই জোর করে ঐ রাজীব গান্ধীর মদতে সৈন্য পাঠিয়ে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে নির্বাচনকে ব্যাপক রিগিং করে ওখানে কাউন্টিং টেবিলে আজকে যারা মন্ত্রী তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে হাঙ্গামা করে এই রাজ্যের ক্ষমতায় আসেন। মানুষ তাদেরকে বসায়নি বলেইতো মানুষের জন্য তাদের কোন দরদ নাই এবং রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যেও তা এল না। সাম্প্রদায়িকতার কথা বলছেন, বিশ্বহিন্দু পরিষদের খুঁজতে চান, বিশ্বহিন্দু পরিষদকে আপনার মন্ত্রীসভার ভিতরেই খুঁজতে হবে।

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ যেটা আজকে ভারতবর্ষের জ্বলন্ত সমস্যা। আমরা দেখেছি ইট পূজা সেটাতো করবে ওখানে যারা রামশীলার পূজা করছে, তারা রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। গোটা ভারতবর্ষ থেকে ইট পূজা করে ইট মাথায় নিয়ে গিয়ে সেখানে রামমন্দির তৈরী করবে, এইটাতো বিশ্বহিন্দু পরিষদের শ্লোগান এবং তাদের কর্মসূচী, যাকে বি, জে, পি, সমর্থন করেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম ত্রিপুরাবাসী ও উদয়পুরবাসী দেখেছে এই মন্ত্রীসভার মাননীয় মন্ত্রী, হোম মিনিস্টার ও বিভুকুমারী দেবী তিনি মাতার বাড়ীতে যোগ দিলেন, ইট পূজা করলেন, সমস্ত কিছু করালেন। আমরা দেখলাম কংগ্রেসের লোকরা উদয়পুরের মহাদেব বাড়ীতে ইটপূজা করলেন, আমরা দেখলাম তাদের ব্লক এডভাইসারী কমিটির চেয়ারম্যান জামজুরীতে ইটপূজা করলেন। এই কংগ্রেসরা তাদের ৪০ বছরের অপশাসনে আজকে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, মানুষের কাছে আজকে আর তারা দাঁড়ানোর কোন ক্ষমতা নাই। এই কারণেই আজকে তারা এক বগলে সাম্প্রদায়িকতা আর অন্য বগলে বিছিন্নতার শক্তিকে ভর করে কংগ্রেসকে আজকে চলতে হচ্ছে এবং গোটা ভারতবর্ষেই তার জন্য আজকে সংকট সৃষ্টি করছে। এইটাই ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিনষ্ট করছে। এটাই ভারতবর্ষের সম্প্রীতিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। ভারতবর্ষকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর এরা এখানে গলাবাজি করছে। ভারতবর্ষের মানুষের এই যে সমস্যা সে সম্পর্কে একটি কথাও মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে নেই।

তারপর এইটুকু ছেলেমেয়ে যারা স্কুলে পড়াশুনা করছে, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার জন্য মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য যে মিড-ডে-মিল চালু করা হয়েছিল সেটা এখন বন্ধ করে দিয়েছে। আর এখানে বলছে—আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা করেছি—ঐটা করেছি—এটাকে শিক্ষার সম্প্রসারণ বলে?

তারপর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? সেখানে ওরা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ হাসপাতালে যায় কেন? মানুষ হাসপাতালে যায় সেখানে তার চিকিৎসা করাতে। সেখানে চিকিৎসা করতে গেলে ডাক্তারবাবুরা বিভিন্ন রকমের খাবার বা পথ্য ব্যবস্থা করে দেন। তাদের রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনে। কিন্তু সেখানে এই খুনী মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে হাসপাতালগুলিতে নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করেছে। শাস্ত্রে ওরা পেয়েছে যে রোগীদের নিরামিষ খাবার খেতে হবে। সেখানে শুধু মূলা এই সব টক যা মানুষের খাদ্য না, তাই হাসপাতালগুলিতে দিচ্ছে। এই কি চিকিৎসা? একটু কেটে গেলে ঔষধ লাগানোর জন্য সেখানে তুলা নাই বাইরে থেকে কিনে নিয়ে যেতে হয় ইনজেকশন দিতে হলে ডাক্তাররা বলেন এখানে নিডেল নেই, সেলাইন বাজার থেকে কিনে নিয়ে যেতে হয়। এরা মানুষ না কসাই! এরা কি এই সভ্যজগতে বাস করে? ওরা মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ওরা সব অপকর্ম করতে পারে। আর এখানে গলাবাজি করছে।

তারপর আমি বুঝলাম না এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং উনার বক্তব্যে ইনার লাইন

পারমিট সম্পর্কে উনি পক্ষে বললেন না বিপক্ষে বললেন। আমার তো মনে হয় কেউ বুঝতে পারেননি উনার কথা। উনি বললেন যে, অনুপ্রবেশ যেখানে ঘটবে সেখানে মানুষ গিয়ে সে অনুপ্রবেশে বাঁধা দেবে। তাহলে এই গভার্ণমেণ্ট থেকেই বা কি লাভ ? নেমে আসুন আপনারা গভার্ণমেন্ট থেকে। মানুষ তার রক্ত ক্ষয় করে ট্যাক্সের টাকা দিচ্ছেন। তারজন্য ঐাব গাড়ী চড়ার জন্য নয়, স্ফুর্ত্তি করার জন্য নয়। স্ফুর্ত্তি করার জন্য মানুষ আমাদের পাঠায়নি এখানে। মানুষ যদি এই অনুপ্রবেশ ঠেকাবে তবে আপনাদের গভার্ণমেন্টে থেকে কি হবে ?

মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা উনি তো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু বাইরে যেতে হবে কেন তিনি তো তাঁর পাশেই সেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে দেখতে পারেন। এরা তাঁর এপাশে আছে ওপাশেও আছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীতাঁর ঘরেই তো আছে সে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তারজন্য বাইরে যেতে হবে কেন ? কাজেই স্যার, এই সব ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না।

আজকে আমরা কি দেখছি ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল সে সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে দিয়ে এমন একটা জায়গায় তাদের নিয়ে যাচ্ছে যে, ত্রিপুরাতে আরেকটা দাঙ্গার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টা না করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে ফোর্স এনে এখানে উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছেন। এই সব ফোর্সকে গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে সেখানে কম্ভিং অপারেশন করতে হলে সেখানে যেতে হবে কেন ? আপনাদের ঘরেই দেখুন না কেন ? ওরাই তো সাদের তৈরী করছেন। কাজেই স্যার, ওরা যে সমস্যা তৈরী করছেন সে সমস্যার সমাধান ওরা করতে পারবেন না। স্যার, যে সমস্যা তৈরী করা হচ্ছে সেই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে না। কোথায় সমস্যা নেই।

আজকে টি. এস. এফ. এই কংগ্রেস-টি ইউ জে এস সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছেন। অনেক আশা ছিল তাদের মনে। সেই টি. এস. এফ. আজকে আন্দোলনে যাচ্ছে। অনশন করছে তারা। কেন এসব হচ্ছে ? কোথায় গলদটা ? আজকে টি-এস-এফ ইনার লাইনের এবং অনুপ্রবেশ সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে।

স্যার, আজকে তারা উপজাতিদের কাছে যেতে পারেন না। যেতে ভয় পান। সেই জন্যই তারা পুলিশ নামিয়ে পাহাড়ের নিরীহ উপজাতিদের হত্যা করছে। পাহাড়ে পুলিশ পাঠিয়ে নির্যাতন করানো হচ্ছে। কি অপরাধ তাদের ?

আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে এসেছেন সেটা রাজ্যের প্রতিটি মানুষই ভাল করে জানেন। কিভাবে আপনারা ক্ষমতা দখল করেছেন সেটাও অজানা নয়। কিভাবে বুথ দখল করেছেন আপনারা, কিভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছিলেন আপনারা সেটাও রাজ্যের মানুষের কাছে অজানা নয়।

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার পুরাতন কংগ্রেস (ই) নেতারা পর্যন্ত আজকে এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে। বলছে ৪৬ জনের সমর্থনে এটা চলছে। তড়িৎমোহন দাশগুপ্তের মত প্রবীন কংগ্রেসীরা আজকে এই কথা প্রকাশ্যে বলে যাচ্ছেন। এ রাজ্যের মানুষ আপনাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।

এই সমস্ত কারণে আমি স্যার রাজ্যপালের ভাষণটিকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি মনে করি আমরা রাজ্যপালের ভাষনের উপর যে সমস্ত সংশোধনীগুলি এনেছি সেগুলি অত্যন্ত বাস্তব-সম্মত এবং এগুলি আপনারাও সমর্থন করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনার জন্য সময় ধার্য্য করা হয়েছে। ট্রেজারী বেঞ্চের জন্য ২ ঘন্টা এবং বিরোধী পক্ষের জন্য ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয়কে উনার বক্তব্য শুরু করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৮ তারিখ মহামান্য রাজ্যপাল যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন এবং পাশাপাশি বিরোধীদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই রাজ্য-পালের ভাষণের মধ্যে মাত্র গোটা কয়েক লাইন লেখা আছে। অথচ আমরা জানি যে, সারা ত্রিপুরার চার ভাগের তিন ভাগ এলাকা এ, ডি, সির। এই, এ, ডি, সিকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরায় কত আন্দোলন হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা ষষ্ঠ তপশিল পেয়েছি। কিন্তু এখানে আমরা যেভাবে দেখতে পেলাম যে, রাজ্যপালের ভাষণে তা ভালোভাবে উল্লেখ নেই। এবং আমাদের যে এ, ডি, সি সেটা আদৌ থাকবে কিনা, ভবিষ্যতে কি হবে এখানে তা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। তাই এটা সমর্থন করা যায় না। আমরা দেখেছি যে, এই কংগ্রেস গত ৩০ বছর ধরে ট্রাইবেলদের কিভাবে নিঃশেষ করা যায়, এবং এই নিঃশেষ এর বাকি অংশটুকু এখন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি হচ্ছেন ট্রাইবেল বিদ্বেষী, ট্রাইবেল বিরোধী। তিনি এখন অসম্পূর্ণ কাজটি চালিয়ে যেতে চাইছেন। আমরা কি দেখেছি স্যার, আমরাও এই যে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ, যে পরিষদের আসল উদ্দেশ্য হল জেলা পরিষদের ভিতরে জাতি উপজাতি যে অংশ ১৯৭১ সনের পর থেকে এখানে আছেন। লোকসভার ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে এবং কিভাবে আমাদের ট্রাইবেলদের রক্ষা করা যায় তার জন্য এই ষষ্ঠ তপশিল। কিন্তু না, আমরা কি দেখছি, এই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে পরিকল্পনা মাফিক অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে। এবং বিভিন্নভাবে রাজনীতি বলুন, অর্থনীতির দিক বলুন এই ট্রাইবেলদের কিভাবে নিঃশেষ করা যায়, এবং আমরা বলতে পারি যে, এই জোট সরকার যদি এইভাবে চলে, এবং এইভাবে কাজ চালিয়ে যায় তাহলে আগামী পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় এ ডি সির অস্তিত্ব থাকবে কিনা, এটা আমাদের সন্দেহ আছে। বলা যায় যে এই মুখ্যমন্ত্রী

কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী না। উনি হচ্ছেন আমরা বাঙ্গালীর মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল বিদ্বেষী, ট্রাইবেল দেখতে পারে না। গত ৩০ বছরের কংগ্রেসের অসমাপ্ত কাজকে তিনি সমাপ্ত করতে চাইছেন উনার শাসনকালে। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে আমরা দেখেছি এবং কিছুদিন আগে এ ডি সির অধিবেশন হয়েছে। তখন আমরা লক্ষ্য করলাম যে, এই অধিবেশনের মধ্যে যখন ইনার লাইন পারমিটের ব্যাপারে. ভিলেজ কমিটির ব্যাপারে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ডি সি এলাকায় যেভাবে খাদ্য অভাব দেখা দিয়েছে। তার আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু এগুলির ব্যাপারে অনেক কিছু এখানে অনুমোদন হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিকট বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখি কি, এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার ১৯৮৮ইং সন থেকে এ ডি সি রাজ্য সরকারের কাছে মোট ৯টি বিল পাঠিয়েছে। ৯টি বিলের মধ্যে একটি বিলও এখন পর্যন্ত উনারা অনুমোদন করেন নি। কারণটা কি, তারমধ্যে আমরা দেখছি যে বিশেষ করে ল্যাণ্ড এলটমেন্ট, ভিলেজ কমিটি, সার্ভিস রুল এবং ট্রেডিং লাইসেন্স ৯টি বিল। যদি এই বিলের মধ্যে এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি ছাড়া এ, ডি, সি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু জোট সরকার তালবাহানা করে এইগুলি এখনও অনুমোদন দেন নি।

আমরা জানি যে, সংবিধান অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে কোন পঞ্চায়েতের কাজ চলতে পারে না। তবু সেখানে পঞ্চায়েত আছে. উন্নয়ন কমিটি আছে। কিন্তু সেই সব উন্নয়ন কমিটিগুলিতে আজকে কোন ট্রাইবেল চেয়ারম্যান বা সদস্য নেই। অনেক ক্ষেত্রেই সেই সব উন্নয়ন কমিটিতে আগে সেখানে উপজাতিরা ছিল। তাদের জায়গাতে অ-উপজাতিদের বসানো হয়েছে এবং সেই উন্নয়ন কমিটিগুলিতে একজনও উপজাতি চেয়ারম্যান নেই, সবাই অ-উপজাতি চেয়ারম্যান। আর, এসব চেয়ারম্যানদের জন্য আমাদের ট্রাইবেলরা আরও বেশী করে অসুবিধায় পড়েছে। প্রতি ৩/৪ মাসের মধ্যে উন্নয়ন কমিটি বদলানো হয় বা তার চেয়ারম্যানদের বদলানো হয় তার ফলে নানা ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আবার মধ্যে মধ্যে রেশন সপও বদলানো হয় এবং এই রেশন সপ বদলানোর জন্য চেয়ারম্যানকে অগ্রিম টাকা দিতে হয়। চেয়ারম্যান হলে রেশন সপ বদল হলে আমি তোমাকে সেটা দিয়ে দেব কাজেই অগ্রিম টাকা দাও। এভাবে তো একজন চেয়ারম্যান অগ্রিম টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই. আমাকে বলতে হচ্ছে যে, এই রাজ্যে ট্রাইবেলদের ধ্বংস করার জন্য এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নানা পরিকল্পনা করছেন এবং এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে ইতিমধ্যে অনেক অ-উপজাতিদের ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে এ, ডি সি টারলোপ পায় বামফ্রন্টের আমলে এই ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে যে একটা ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সেটা যেন বিনষ্ট হয়, এটাই হচ্ছে জোট সরকারের উদ্দেশ্য। সে জন্য আমি জানতে চাই যে, এই সরকার সত্যিই ট্রাইবেলদের জন্য কিছু করছেন কিনা এবং কি করবেন, সেটাই যেন এই হাউসে জানিয়ে দেন। তা নাহলে আমরা রাজ্যপাল মহোদয় এই সভাতে যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটাকে কোনমতেই সমর্থন করতে পারব না, বরং আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

শ্রীসুকুমার বর্মণ (নলছড়) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই হাউসে যে ভাষণ রেখেছেন, তার উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে, তার সঙ্গে আমরা এক মত হতে পারছি না এবং তার সাথে সাথে আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা ঐ ভাষণের উপর যে সব সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন, সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি দুই একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত তিন বছরে এই রাজ্যের জোট সরকারের যে সব অপকীর্তি এবং দুর্নীতি সেগুলিকে আড়াল করার জন্যই রাজ্যপাল মহোদয় তার ভাষণে ৬৫টি পয়েন্ট এর উপর গুণকীর্তন করেছেন। স্যার রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের ১৫ নং আইটেমে এই রাজ্যের তফশীলি জাতির উন্নয়নের জন্য অনেকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা বাস্তবে আগেও দেখেছি এবং অদূর ভবিষ্যতেও দেখতে পাব যে, এই রাজ্যের তফশীলি জাতির নাম করে ফ্রন্টের আমলে তাদের উন্নয়নের জন্য গঠিত এস, সি, করপোরেশান বা এস, টি করপোরেশানের যে সমস্ত টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল বা আমানত ছিল, সেগুলি উঠিয়ে কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেওয়া হয়েছে। কারণ এই সরকার নাকি আর্থিক ভাবে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এই ধরণের কোন ঘটনা বামফ্রন্টের আমলে এই রাজ্যে কখনও ঘটে নি। এস, সি বা এস, টির উন্নয়ণের জন্য বামফ্রন্ট যে দুটি করপোরেশান গঠন করেছিল, তার মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল সেটা আমরা তখনকার সময়ে গ্রামেগঞ্জে গেলে লক্ষ্য করতাম।

গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মানুষদের অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হতে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়। আজকে তিন বছর হয়েছে এরা ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কর্পোরেশনের টাকা তো দূরের কথা আই, আর, ডি, পি থেকে আরম্ভ করে কোন কিছু দেওয়া হচ্ছে না। এখানে তপশীলি জাতি ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র হলো রাজ্যের বিভিন্ন বোর্ডিং হাউসে যে সমস্ত তফশীলি ছাত্র-ছাত্রীগণ আছে সেখানে দুরাবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা আবাসিক তারা স্টাইপেণ্ড পায় না, সেখানে তারা বাড়ী থেকে চাউল এনে খেতে হয়। গত বছর এস, টি কমিটির একটা ট্যুরে গিয়েছিলাম। তেলিয়ামুড়া কিরিলং স্কুলে বোর্ডিং ছাড়া। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ও গিয়েছিলেন। আমাদের কাছে অনেক ছাত্র অভিযোগ করলো যে, তাদেরকে চাউল দেওয়া হয় না এবং বাড়ী থেকে তাদেরকে চাউল এনে খেতে হয়। তখন হোস্টেলের সুপারিনটেণ্ডেন্টকে ডেকে বলা হয়েছিল যে, অবিলম্বে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভাল চাউলের ব্যবস্থা করতে, স্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য। বোর্ডিং হাউসে ছাত্র-ছাত্রীদের আসবাব পত্র, নিয়ম শৃংখলা বলতে কিছু নেই। একটা আবর্জনাময় পরিবেশ সেখানে বিরাজ করছে। হোস্টেলের বাহিরে যারা থাকে তাদেরকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না। বামফ্রন্টের আমলে ওয়াকফ বোর্ড থেকে যেখানে স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করা হতো আজকে সেখানে মুসলিম

আইনারিটি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এই তিন বৎসর যাবত কোন স্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে না। তারপরে রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে যে তফশীলি জাতিদেরকে সামাজিক দিক থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত করার জন্য অনেক কিছু এই সরকার করেছে। তার প্রকৃত চিত্র হলো বোর্ডিং হাউসগুলিতে একটা আবর্জনাময় পরিবেশ। স্যার, ওরা বলছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সারা ত্রিপুরাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য পরিবেশ দেখছি। সেখানে বিভিন্ন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে না। কলেজে যারা ভর্তি হতে যায় তাদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া হয় তারা এস, এফ, ইউ, আই অথবা এস, এফ, আই করে কি না। যদি এস, এফ, আই করে তা হলে তাদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার করা হয়। এমন কি খুন করার জন্য একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যার জন্য তারা কলেজগুলিতে ভর্তি হতে পারছেনা। সোনামুড়া কলেজে গত বছর ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল কিন্তু এই বৎসর মাত্র ৪০ জন ভর্তি হয়েছে। কলেজগুলিতে আসবাবপত্র এবং জিনিস পত্রের কোন চিন্তা ভাবনা এই সরকার করছে না। একটা গা ছাড়া অবস্থা।

আর গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল আছে, অন্যান্য স্কুল আছে তার কথা বলে আর লাভ নেই। কোন কোন স্কুলের ঘরে ছাউনি নেই, বসবার জায়গা নেই, আসবাবপত্র নেই। ছাত্ররা বাড়ী থেকে জায়গা নিয়ে আসে। সিনিয়র বেসিক স্কুলে ২০০/২৫০ জন ছাত্রের জন্য মাস্টার আছেন দুইজন। আর শহরের স্কুলগুলিতে মাস্টার মশাইদের বসারই জায়গা নেই। স্যার, গ্রামের গরীব মানুষের ছেলে মেয়েরা, উপজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া থেকে এই জোট সরকার বঞ্চিত করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছেন এই জোট সরকারের তিন বছরের শাসনে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন এই রাজ্যে গ্রামের গরীব অংশের মানুষের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই জোট আমলে, মিড-ডে-মিল থেকে গ্রামের গরীব অংশের ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধু মিড-ডে-মিল কেন, গ্রামের যে সমস্ত সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে যে ফিডিং সেন্টার ছিল, যেখানে গরীব ছাত্রছাত্রীদের খিঁচুড়ি খাওয়ানো হত তাও আজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই খিঁচুড়ির চাল, ডাল চলে যাচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন কমিটির মেম্বার এবং চেয়ারম্যানের বাড়ীতে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রীসুকুমার বর্মণ :— স্যার, এইভাবে তিন বছরে কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি অন্যান্য ক্ষেত্রে সব কিছুর মধ্যেই একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর আশ্চর্যের কথা, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় উনার ভাষণে তা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে জোট সরকারের কাজের গতি বর্ণনা করেছেন। কাজেই আমি সে কারণে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর এখানে যে সমর্থনসূচক প্রস্তাব এসেছে সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই কারণে এর বিরোধিতা করে এবং বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে তার সবগুলির সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীবঙ্কুলাল ঘোষ।

DISCUSSION ONTHE MO TIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল এই বিধানসভায় গত ২৮-১-৯১ইং তারিখে যে ভাষণ দিয়েছেন আমি এই ভাষণের সমস্ত বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা সমস্ত কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কংগ্রেস-টি. ইউ, জে. এস সরকার এই রাজ্যের তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্যন্ত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। যখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ একটা জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সরকারের তিন বছর বয়স হয়েছে। স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল ঠিক সময়োচিত ভাষণ রেখেছেন ১০ বছরের অপশাসনে যখন সামাজিক ঐক্য ছিল অত্যন্ত বিধ্বস্ত এবং শান্তি সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পারেননি জনগণের সর্বাধিক প্রয়াসে। এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে ভাষণ রেখেছেন আমি তার মধ্য থেকে ২/৩টি ভাষণের জবাব দেব। এর আগে বলতে চাই, গত তিন বছরে আমরা লক্ষ্য করছি কি বিধানসভার কি বিধানসভার বাইরে বার বার সাম্প্রদায়িক জিগির বারার চেষ্টা হয়েছে। রাজ্যে যখন পারেননি, তখন রাজ্যের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করেছেন।

কখনও কখনও পশ্চিমবঙ্গে, কখনও ত্রিবান্দ্রমে, কখনও বা হায়দ্রাবাদে গিয়ে ত্রিপুরা দিবস পালন করেছেন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যে মিথ্যা বেশিবারীজ রয়েছে এ রাজ্যে, সে বেশিবারীজ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই সরকারকে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে। ভি, পি. সিং সরকার যখন ক্ষমতায় এলেন কাদের সাপোর্ট-এ ক্ষমতায় এসেছিলেন। একদিকে বি, জে, পি, অন্যদিকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এখানে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কথা বলেন। আবার একই সাথে পশ্চিমবাংলায় বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন জ্যোতি বাবু এল. কে আদবানীর হাতে হাত মিলিয়ে যে আমরা এক। উনাদের পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে পরবর্তী সময়ে ভি, পি সিং সরকারের সময়ে উত্তর ভারতে যখন ব্যাপক দাঙ্গা দেখা দিল তখন পশ্চিমবঙ্গে চীৎকার শুরু করলেন সম্প্রীতি রক্ষা করুন, সম্প্রীতি রক্ষা করুন। এটাই হল কমিউনিস্টদের চরিত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমি দুটো পয়েন্ট দিতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন সমাজতান্ত্রিক ব্লক যেগুলি ছিল, একটার পর একটা সাইনবোর্ড খুলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত সংগ্রামী জনগণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যে আজকে লেলিন গ্রাড-এর মত জায়গায় মার্কসবাদের নাম করতে সামনে পেছনে ৩—৪ বার তাকিয়ে দেখতে হয়। ত্রিপুরায় আপনারা চিংড়ির মত লাফাচ্ছেন। রাজ্য সরকার যে কাজগুলি দক্ষতার সাথে করার চেষ্টা করছেন সেগুলি আপনাদের চোখে পড়ছে না। কমিউনিস্ট ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে আজকে যুদ্ধ চলছে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক ব্লকে। কমিউনিস্টের নামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, লড়াই করছে জাতীয়তাবাদী মানুষ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি রিসেসের পরে আপনার বক্তব্য রাখবেন। এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT-2-00 P. M

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্যাবল মেম্বার শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন যখন এই অবস্থায় ঠিক তখনই আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের কংগ্রেস সরকারকে হটিয়ে দিয়ে কট্টর সাম্প্রদায়িক শক্তি বি, জে, পির সাথে হাত মিলিয়ে উনাদের সরকার তৈরী করলেন এবং এই সরকার তৈরী করার পরই সমস্ত উত্তর ভারতে দাঙ্গার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী এক সাথে মিটিং করেছিলেন এবং অন্য দিকে কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু রাজ্যের জনগণ সেটা প্রত্যাখান করেছেন। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম আছে সেখানে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। এমন কি কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী নেতা পত্রিকায় অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁরাই ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গায় সৃষ্টি করেছিলেন এবং আবার ১৯৯০ সালেও আর একটা নূতন করে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করেছিলেন, এই রাজ্যের মধ্যে কিন্তু সেটা কার্য্যে পরিণত হতে বাধাপ্রাপ্ত হলো। আমরা দেখছি মাননীয় বিরোধী সদস্যরা নতুন করে বিভেদের সৃষ্টি করা যায় কিনা তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কারণ বিগত দুদিন ধরে আমরা দেখছি উনাদের বক্তব্যের প্রতিটি জায়গায় সুড়সুড়ি রয়েছে। উনারা কমপেয়ার করতে চেষ্টা করেন না গত ১০ বছর ধরে উনারা কি করেছেন? পশ্চিমবঙ্গে ১৩ বছরে ১৩ শত খুন হয়েছে পাখির বাচ্চার মতো গুলি করা হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে মমতা ব্যানার্জিকে মারধোর করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা হাউসে এখন উপস্থিত নেই উনি উনার জীবিত অবস্থাতেই কমিউনিস্ট পার্টির দুর্দশা দেখে যাবেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি যে, একের পর এক শ্লোগান দিয়ে জোট সরকারকে হটাবার চেষ্টা করছেন। অবশ্য উনাদের দুটি দল আছে একটা হল দশরথ বাবুর দল আর একটা হলো বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবুর দল এই দু দলের দু রকম বক্তব্য। এক নৃপেনের বক্তব্য দিল্লী আছে রাষ্ট্রপতির শাসন দিয়ে দাও, আমরা কি করব। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের, তখন উনারা বলেছেন কি করব গণতান্ত্রিকভাবে এই রাজ্যের প্রশাসন চলছে তাই রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করার চেষ্টা হয়েছিল। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ দেখছেন উনাদের আমলের সেই সমস্ত ভয়াবহ দিনগুলি কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ গণতান্ত্রিক পথে ফিরে এসেছে। আমাদের মাননীয় চীপ হুইপ বলেছেন এ ডি সি ইলেকশনের সময় ১৫ জন লোক খুন হয়েছেন। এই ১৫ জন লোক হলেন কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে এসের লোক কারণ ইলেকশানের দিন সি, পি, এম সমর্থিত গুণ্ডাদের রণ দামামা বন্ধ করতে। তার হিসাব উনারা রাখেন কিনা জানি না, উনারা না রাখলেও কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রীরা রাখেন তাই আমি উনাদের

অনুরোধ করব এই হিসাবটা রাখার জন্য।

ও, বি, সির বিরাট অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল ও, বি, সি ভুক্ত মানুষের জন্য। বিগত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ও, বি, সি ভুক্ত জাতিগোষ্ঠী যখন বিভিন্ন দাবী নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে যেত তাদের বক্তব্য কি থাকত? তারা বলত এইটা ত গুণ্ডার আন্দোলন, এইটা ত সাম্প্রদায়িক আন্দোলন। এটাকে রুখতে হবে। আমার জানা আছে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তীর সংগে যখন ডেপুটেশান দিতে গেলেন ও, বি, সির কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেখানে তিনি বললেন আপনাদেরকে ধাক্কা দিয়ে বের করা উচিত। আজকে আপনাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমাদের এই রাজ্য সরকারকে। আজকে রাজ্য সরকার এই ও, বি, সি, ভুক্ত জাতিগোষ্ঠীর জন্য কমসে কম একটা কমিটি করেছে। এখন মায়াকান্না কাঁদলে লাভ হবে না। শুধু কমিটি করেই ক্ষান্ত হয়নি। আইডেনটিফিকেশানের কাজও শেষের পথে। আমরা কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকার আগামীদিনেও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করবেন তার রূপরেখা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে রয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে বিরোধী আসনে যারা বসেছেন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই একটা সময়ে উনারা রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য রেল চাই, শিল্প চাই বলে বিরাট আন্দোলন করেছেন। কোথায় শিল্প। গত ১০ বৎসরের এমন নজীর দেখাতে পারবেন কিনা আমি জানিনা। আজকে শিল্পের একটা রূপরেখা তৈরী হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় উনাদের সাপোর্টে ভি, পি, সিংয়ের সরকার যখন কেন্দ্রে বসলেন তখন মিথানল কারখানার উপর আঘাত হানলেন, বনস্পতি কারখানার উপর আঘাত আনা হল। ৫ শত মেগাওয়াট বিদ্যুতের যে রূপরেখা দাবী আমাদের ছিল রাজ্যের পক্ষ থেকে, তার উপর আঘাত দেওয়া হল, ৭৫ মেগাওয়াট গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর আঘাত দেওয়া হল। বিগত ৩ বৎসরে রেল লাইনের জন্য একটি কথাও বলেননি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গোয়েবেলসকে হার মানার জন্য যথেষ্ট। পশ্চিম বাংলায় কোন কোন জায়গায় দেখেছি সেখানে মানুষ বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি মারাত্মক সন্ত্রাস। আমি বললাম পত্রিকা পড়ে দেখুন। উনারা ত্রিপুরায় পারলেননা, পশ্চিম বাংলায় গিয়ে ত্রিপুরা দিবস পালন করলেন, অন্যান্য জায়গায় করলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, রেল লাইনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার সহানুভূতির সংগে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন তার রূপারেখা রয়েছে। আমার মনে হয় বিরোধী দলে যারা রয়েছেন তাদের নজরে আসেনি বা নজরে এলেও চোখ বুজে রয়েছেন। গ্যাস ভিত্তিক শিল্প তার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ রয়েছে। বিদ্যুতের

ক্ষেত্রে গত ৩ বৎসরে উল্লেখযোগ্য অবদান যার স্বীকৃতি রাজ্যপালের ভাষণে রয়েছে। আমরা আশা করি আগামী দিনগুলিতে যেসমস্ত অন্ধকার পরিবেশ গত ১০ বৎসরে তৈরী হয়েছে, যেখানের মানুষ বিদ্যুৎ চেয়েও পায়নি, বিদ্যুৎ চাইলে কেরোসিনও পাওয়া যেতনা, সেখানে দিনে দিনে বিদ্যুৎ যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি আগামীদিনে আমাদের রাজ্যের বিদ্যুৎ বাহিরাজ্যেও যাবে তার উল্লেখ রয়েছে। রাজ্যে শান্তি শৃংখলার স্থাপনের জন্য রাজ্যে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে এস জোট সরকার কাজ করছেন তার রূপরেখা রয়ে গেছে। গত ১০ বৎসরের যেকোন ৩ বৎসরের সংগে বর্তমান ৩ বৎসরের তুলনা করলেই দেখা যাবে কত পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিম বাংলার মত এখানে বানতলা হয়না, বিরাটি হয়না। এটাই বিরোধী দলের ঈর্ষার কারণ, এটাই বিরোধী দলের দুঃখের কারণ হতে পারে। তার জন্য করার কিছু নাই। যদি উনারা বার বার মহিলাদের টেনে এনে অ্যাসেম্বলির ভিতরে বিভিন্ন রকম কুৎসা তৈরী করেছেন। আমরা জানি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ধর্ষণের ইতিহাস, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস প্রবঞ্চনার ইতিহাস এই ইতিহাস রাজ্যকে নতুন করে বলতে হবে না। এই ইতিহাস নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। উপজাতি দরদের কথা ওনারা বলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি সেদিন উপজাতিরা কেন বন্দুক হাতে নিয়েছিলেন তাতে ওনাদেরই উস্কানী ছিল। কারণ ডিভাইডেড রুলস পলিসি করে যে টি এন ভি তৈরী করেছিলেন তাদের সবারই পুনর্বাসন পেয়েছে এবং সেটা এখানে রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি নতুন করে কিছু বলতে চাই না। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। আমি শুধু এইটুকু বলব সারা দুনিয়ার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিস্ট পার্টির এই সন্ত্রাসের অন্তিমকাল হয়ে গেছে। মানুষ নতুন করে জেগেছে, নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করছে, যুদ্ধের পরিবেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে এখানে কথা উঠেছিল, এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। বিগত দিনগুলিতে দেখা গেছে চোর এবং তৎকালীন মার্কসবাদীরা একজোট্টা হয়ে রাজ্যের মানুষের উপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল, আর আজকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপর অনুপ্রবেশের ব্যাপারে ওনারা বলেছেন, অনুপ্রবেশ কাদের সময় বেশী হয়েছিল। এখানে মাননীয় সদস্য বিমল বাবু বলেছেন আমরা ভুল করেছি বলে কি আপনারাও ভুল করবেন, না, আপনারা খুন করেছেন বলে আমরা খুন করব না, আপনারা সন্ত্রাস করেছেন বলে আমরা সন্ত্রাস করব না, কিন্তু অনুপ্রবেশ রোধে সমস্ত জনগণের সার্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। আপনারা তো আপনাদের আমলে ভোটার লিস্টের মধ্যেও নাম ঢুকিয়েছেন হাজার হাজার। আবার এখানে তৎকালীন বিধানসভার নির্বাচনের কথা টেনে আনা হয়েছে, এত সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের ভিতরে জনগণ ভোট দিয়েছে। তখনকার রেডিও রেকর্ড শুনলেই দেখতে পাবেন যেদিন নির্বাচন হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়াতে আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা ভুলে যাবেন না। কাজেই আজকে এই রাজ্যপালের ভাষণের সমর্থনে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এইটুকু বলব যে, আপনাদের এমেণ্ডমেন্ট আপনারা

প্রত্যাহার করে নিন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাজ্যের মানুষ যাতে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে হিন্দু মুসলমান জাতি উপজাতির মানুষ, সেজন্য পূর্ণ সহযোগিতা করুন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯১ইং এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের আনা সংশোধনীগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমরা এখানে একটা জিনিষ দেখছি যে, আজকে যারা বিরোধীদের আসনে বসে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করছেন, তাদের বক্তব্য গত বিধানসভায় যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে পরে দেখি এই বিধানসভায় সেদিন তাদের বক্তব্য ছিল বেশীর ভাগ আইন শৃংখলা ও ধর্ষণ নিয়ে। আর এই বিধানসভায় ওনারা বাংলা দেশ অনুপ্রবেশকারী, ইনার লাইন পারমিট, ও বি সি এবং বিশেষ করে উপজাতি অংশের ভাইদের উপর নানা নির্যাতন, লাঞ্চনা ও বঞ্চনার করুণ কাহিনী নিজেরাই বানিয়ে তুলেছেন। স্যার, এতে আমরা একটা জিনিষ বুঝতে পারি যে, ওনারা রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণ করেননি, ওনারা ত্রিপুরা রাজ্যের জোট সরকার কি করছে, তার ব্যর্থতা কোথায়, আর সফলতা কোথায় এটা নিয়ে চিন্তা না করে তাদের নিজস্ব পার্টি লাইনে যে জিনিসটা ঠিক করেন সেটাই এই হাউসের মধ্যে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা ধ্যান ধারণা একটা রাজনৈতিক ফায়দা লুটের জন্য ওনারা সেটা তৈরী করেন। আর একটা জিনিষ আমরা দেখেছি যে, এখন এমন একটা সময় যখন খরার মৌসুম কিছু পানীয় জলের সংকট চারিদিকে এবং সেই সঙ্গে মানুষের অভাব চলছে ওনারা সেই সুযোগই পেয়েছেন এবং বলেছেন খাদ্যের অভাব, পানীয় জলের সংকট। তা তাদের সময় এই সময় কি রকম ছিল পানীয় জলের সংকট, তবু আমাদের বর্তমান সরকার এই তিন বছরে কি রকমভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছে সেটা না দেখে ওনারা বলছেন বাংলা দেশের অনুপ্রবেশকারী, ইনার লাইন পারমিট, ও বি সি এবং বিশেষ করে ট্রাইবেল ভাইদের কথা না কি রাজ্যপালের ভাষণে নাই। আর এই কারনেই ওনারা রাজ্যপালের ভাষণকে বিরোধিতা করছেন। অথচ আমরা দেখতে পাই রাজ্যপালের ভাষণের ৯ থেকে ১৬ নাম্বার পর্যন্ত বলা আছে সুনির্দিষ্টভাবে এই সমস্ত জনগোষ্ঠির কথা। এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা। আর ওরা এই সমস্ত জিনিষগুলি নিয়ে আজকে ফায়দা লুটের চেষ্টা করছেন। স্যার, ওনারা বলেছেন বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে। স্যার, আমি সীমান্তবর্তী এলাকায় বাস করি। যদি বিগত দিনগুলিতে দেখেছি এবং বর্তমানেও দেখেছি ওনাদের ভোটার লিস্টে, ওনাদের পার্টির লিস্টের মধ্যে বিরাট একটা অংশ বাংলা দেশ অনুপ্রবেশকারী। যদি হিসাব চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে এমন অনেক লোককে ওদের দলে আশ্রয়

দিয়েছেন এবং ওনারা আবার তাদেরকে নিয়ে মিটিং করে বলছেন যে ওনাদের অধিকার দিতে হবে, পুনর্বাসন দিতে হবে। আর এইখানে এসে বলছেন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ঢুকাচ্ছেন এই ফ্রোট সরকার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, উনাদের জানা আছে যে, সরকারের একটা দপ্তর আছে—পুলিশ বিভাগ। যখন কোন লোক যদি বাংলাদেশী বলে একটা দরখাস্ত করে তাহলে সেটাকে ভেরিফিকেসন না করেই পুশ ব্যাক করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু উনারা সেই ব্যবস্থার মধ্যে না গিয়ে আজকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এইখানে চিৎকার করছেন বাংলাদেশী বাংলাদেশী বলে।

ইনার লাইন পারমিট সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরেকটা বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চাই—যে বিষয়ের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার, শ্রী সমর চৌধুরী, শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা, শ্রী নকুল দাস এবং শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া বক্তব্য রেখেছেন। সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ আন্দোলন। এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন এবং শ্রী গোপাল দাস মহোদয়ও আলোচনা করেছেন। এই কো-অপারেটিভ আন্দোলন সম্পর্কে উনারা বলেছেন যে, এই আন্দোলন ত্রিপুরা থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছে। কিন্তু উনাদের দশ বছরের শাসনে কো-অপারেটিভ আন্দোলন প্রায় শূন্যের কোটায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ আমাদের ফ্রোট সরকার কোথাও কনজিউমার্স খোলে, কোথাও কোথাও ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দিয়ে ধুক ধুক করছে এমন সব কো-অপারেটিভকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছেন।

আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মুহুরীপুরের ইটভাটা উনারা বলছেন সুন্দর সুন্দর ইটভাটা খোলা হয়েছিল। সেই সুন্দরের একটা সুন্দর ইট ভাটা হলো মুহুরীপুরের লেনিন ইটভাটা। যার কাগজপত্র নাই, লক্ষ লক্ষ টাকা হাজিল কে করে দিয়েছে উনাদের দলের ক্যাডাররা। তখন উনারা কেউ কিছু বলেননি এইভাবে উত্তর সোনাইছড়িতে আরেকটা ল্যাম্পস-এর মাধ্যমে ইটভাটা খোলা হয়েছিল। সেখানেও লক্ষ লক্ষ টাকা গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। দুই তিনটা বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছিল আমার মহকুমার। সেগুলির কোন খবর নাই—আজকে তারা মায়াকান্না করছেন। আমি জানি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৭ সালে মতাই প্যাক্স বলে একটা প্যাক্স আছে। সেই মতাই প্যাক্স-এর মূলধন ছিল তিন লক্ষ টাকা। আর বামফ্রন্টের রাজত্বের শেষদিকে দেখা গেল সেই প্যাক্স লসে রাণ করছে—প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ টাকা। আর আজকে তাঁরা এখানে বলছেন কো-অপারেটিভ আন্দোলন মার খাচ্ছে আমাদের হাতে। এর থেকে ধাপ্পাবাজি আর কি হতে পারে—অসত্য ভাষণ আর কি হতে পারে,

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বেকার সমস্যার জন্য উনারা মায়াকান্না করছেন। বেকারের নামে আজকে আমার সরকার নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ করছেন তাতে কোন দলবাজী করছেন না। আজকে

দেখা যাচ্ছে যারা কমিউনিস্ট পার্টি করে তারাও চাকুরী পাচ্ছে, তাদের নেতারাও চাকুরী পাচ্ছে। আর গরীব যারা তারা চাকুরী পাচ্ছে। কিন্তু উনাদের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটির সীল ছাপ্পা না থাকলে কোন চাকুরী হতো না। কিন্তু এই জোট সরকারের আমলে এমন অনেক ছেলের চাকুরী হয়েছে যারা এখনো কমিউনিস্ট পার্টি করে এবং কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতাও রয়েছেন—সেটাও আমরা জানি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা বলছেন যে, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে নাকি বেকারের কোন কথা বলা হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের (৩) নং প্যারাগ্রাফে পরিস্কারভাবে বলেছেন—বেকারত্ব ক্ষুধা এইসব কারণে এই সরকারও চিন্তিত। সরকার চিন্তা করছেন কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। এই বিষয়ে সরকার যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সেখানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে এইসব সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি আশা করি আপনারাও এগিয়ে আসবেন। তারজন্য আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

বিদ্যুতের কথা উনারা বলেছেন। বিদ্যুতের কথা নাকি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নাই। তারজন্য উনারা এইটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই ২৭ নং অনুচ্ছেদে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকার কি করতে চায়। কিন্তু উনাদের রাগ হলো—উনারা যে বে-নিয়ম করেছিলেন সেগুলির জন্য কোন তদন্তের নির্দেশ নাই। কেননা আমরা দেখেছি—বাইখোরা মৌজাতে রেভিনিউ ভিলেজে সেখানকার সেনসাস ভিলেজ—সেখানে ইলেকট্রিফাইড করা হয়েছে বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের খাতায় লেখা রয়েছে। সর্বধন রিয়াং পাড়া, মানগ্রাস ভিলেজ—ইলেকট্রিফাইড। আমরা বার বার বলার পরে সেখানে গিয়ে দেখা গেল একটাও খুঁটি নাই এক ইঞ্চি তারও নাই—'ইলেকট্রিফাইড'। কোথায় গেল সব—কি টাকাগুলি তারা খেয়ে ফেললো বা টাকাগুলি অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেল, না এইখানকার লাইন অন্য কোথাওনিয়ে গেল। সেটাও একটা ট্রাইবেল ভিলেজ অঞ্চল। সেটাও একটা এ, ডি, সি, ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা।

এইভাবে বিগত দিনে—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার নিজের বিধানসভা এলাকা—সেই এলাকার কথাই বলছি। এইভাবে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে আরো শয়ে শয়ে গ্রামে এই উপজাতি অংশের এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ পেঁৗছে দেবার নাম করে সেই টাকাটা হয় উনারা আত্মসাৎ করেছেন না হয় কোথাও সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা উপজাতিদের কথা খুব বলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উনারা উপজাতিদের কথা বলে বেড়ান। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখা যেত মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক ট্রাইবেল কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। এখন কিন্তু অন্যরকম অবস্থা। ফলে উনাদের অসুবিধা হচ্ছে। আমরা দেখেছি ট্রাইবেলদের নিয়ে উনারা সারাদিন মিছিল-মিটিং করিয়েছেন, ইনক্লাব-ইনক্লাব

করেছেন। এতে ট্রাইবেলদের কি উপকার হয়েছে ?

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আজকে সরকার কাজ করে দেখাচ্ছেন। কার্য করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী নিচ্ছেন। কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মহাকরণে বসে কাজ করছেন। শুধুমাত্র বসে আছেন না। জনমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছেন। এই সরকার মিছিল-মিটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন না। ট্রাইবেলদের পাহাড়-গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে আসছেন মিটিং মিছিল করার জন্য এটা আপনারা বলতে পারবেননা। অন্ততঃ আপনাদের মত নয়। এই সরকার ট্রাইবেল ভাই-বোনদের জন্য যথেষ্ট চিন্তা করছেন। কাজও করছেন তাদের জন্য। এটা কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন ? জানি পারবেন না। সব্জী চাষ, বাগিচা চাষ, সহ জুমিয়া পুনর্বাসন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা এই সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমরবাবু সিটিজেনসিপের কথা বলেছেন। কিন্তু এটা উনি কিসের ইঙ্গিত দিয়েছেন ? দুটি জনগোষ্ঠিকে আলাদা করার জন্য ? এটা সেই কর্মসূচী নয়। উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় করা হয়েছে। উনি উপজাতি এলাকায় মহাজনদের কথা বলছেন, ইনার লাইন পারমিটের কথা বলেছেন, অনুপ্রবেশের কথা বলছেন। এগুলি কেন বলছেন ? হিংসা ছড়াতে সাহায্য হবে। আজকে মোহনভোগে কি হল ? যেমন আমরা দেখেছি গত ১৮ তারিখে মোহনভোগে সি, পি, এমের নেতা তাপস দে কে আগরতলা থেকে সেখানে বুদ্ধি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনার নেতৃত্বে সেখানে মানিক হালদার, দয়াল শর্মা ও রবীন্দ্র মজুমদারকে গায়েব সেখানে উপজাতি অঞ্চলের মধ্যে একটা দাংগা করার চেষ্টা করেছিল। এবং তার আগে সেখানে গিয়ে বিরোধী সদস্যরা মিটিং করে এসেছেন। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে পিপড়াতে গত ২৭.১.৯১ ইং তারিখে। সেখানেও সি, পি, এম-এর দুলাল দাসের নেতৃত্বে রঞ্জিত মজুমদার ১১ বছরের বালক এবং নির্মল দাস ১০ বছরের বালককে অপহরণ করে আর একটা চক্রান্ত করতে চেয়েছিল। চেষ্টা করেছিলেন ভুল বুঝা-বুঝির মাধ্যমে জাতি উপজাতির মধ্যে আর একটা দাঙ্গা লাগানোর জন্য। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে উনারা এ, টি, টি, এফ তৈরী করেছেন। সিমনা-খোয়াই প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের অত্যাচার দেখা যাচ্ছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই যে সিমনা অঞ্চলে, খোয়াই অঞ্চলে, চামনু অঞ্চলে এ, টি, টি, এফ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে আবার সেখানে উত্তেজনা ছড়াতে চাইছেন। আবার বিলোনীয়া অঞ্চলে, বীরচন্দ্র অঞ্চলে জগদীশ দাস, তপন দেবনাথ, অনিল মিত্র, তাদের খুন করে এবং জগদীশ মজুমদার, বাবুল মজুমদার, খোকন দেবনাথ তাদেরকে গুলি করেছে। এই সমস্ত ঘটনা তারা করছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পুলিশ গিয়ে বন্দুক উদ্ধার করছে সেই সি, পি, এমের বিধায়ক ব্রজমোহন ত্রিপুরার ছেলের কাছ থেকে। আজকে পুলিশ তাদের এরেস্ট করছে। আজকে তারা বলছেন

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVORNORS ADDRESS

আমরা জাতি-উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি চাই। আমরা জাতি-উপজাতির মধ্যে গণ্ডগোল চাই না। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য উনারা সচেষ্ট। স্যার, আজকে উনারা বলছেন সারা ভারতবর্ষে বিশৃংখল অবস্থা। সেই বিশৃংখল অবস্থার জন্য দায়ী কে? সেই ১৯৭৭-৭৮ সালের জনতার কোয়ালিশনে উনারা দায়ী ছিলেন। তারপর থেকে পাঞ্জাব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আসাম সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আগে কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের পিতৃভূমি কোথায় জিজ্ঞাস করা হলে বলত যে চীনে, তারপরে বলত রাশিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে আছি। তারপরে শ্লোগান দিত আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম। তারপরে যদি বলা হত আপনাদের জায়গা কোথায়? বলত ইউরোপে। আর এখন বলে ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টি। আগামী দিনে বলবে আমরা ভারতের নয় আমরা ত্রিপুরার কমিউনিস্ট পার্টি। তারপরে যদি জিজ্ঞাস করা হয় আপনারা কোথাকার কমিউনিস্ট পার্টি? বলবে যে আমরা বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের কমিউনিস্ট। তারপরে যাবে উনারা গাঁওসভায়। এইভাবে উনারা দিনের পর দিন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যের কোটায় গিয়ে পৌঁছবে। কাজেই আমি উনাদের কাছে আবেদন জানাব যে, দৃষ্টিভঙ্গী আরো প্রগতিশীল করুন, আরো সচ্ছল করুন, আমরা গণতান্ত্রিক করুন মানুষের পাশে দাঁড়ান। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যপালের ভাষনের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে কোন অবস্থায় এটাকে সমর্থন করতে পারছিনা। বিরোধীরা যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। আমার প্রথমেই বক্তব্য হচ্ছে, এই সরকারের হয়ে রাজ্যপাল এখানে ভাষন রেখেছেন। সেই সরকারটা এখন ক্ষমতায় থাকা উচিত কিনা আর যাকে দিয়ে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন মাননীয় সদস্য বীরেন্দ্র দেবনাথ। আমি প্রথমেই উনার কথা বলতে চাই। এখানে ধর্মনগরের বন্ধুরা নিশ্চয় আছেন, বিধুভূষন ঘোষকে নিশ্চয়ই চেনেন। উত্তরখালি গাঁওসভার প্রাক্তন কংগ্রেস (আই) প্রধান, এখনও উন্নয়ন কমিটির সদস্য। এই রেভিনিউ মৌজার দুইটি খতিয়ান নাম্বার একটি হচ্ছে ২৪৪৯ আর একটি হচ্ছে ১৩৫৫ এবং ১৪৪৯ এই মৌজার এখানে জমি হচ্ছে, ৪০ একর। মালিক হচ্ছেন শ্রীমতি মঞ্জু গুপ্তা, স্বামী রমেন্দ্র নারায়ন গুপ্ত, তার সঙ্গে মালিক হচ্ছেন হচ্ছেন অঞ্জলী গুপ্তা স্বামী কল্যান গুপ্ত। এর খতিয়ান নাম্বার ১৩৫৫ তার মালিক হচ্ছেন সুরেশ চন্দ্র ঘোষ, কয়েক মাস আগে তিনি মারা যান। তার দুই ছেলে এখনও জীবিত। মঞ্জু গুপ্তা তারা আসামের হাইলাকান্দী থাকেন। এই সুরেশ ঘোষের ছেলে তারাও আসামে থাকেন। মাননীয় বিধায়ক বীরেন্দ্র দেবনাথ একটি সার্টিফিকেট দিলেন। সেখানে যখন রিভিশনাল সার্ভে বলছে এই মোহনপুর থেকে যে ওরা মারা গেছে। মঞ্জু গুপ্তা এবং অঞ্জলী গুপ্তা এবং সুরেশ ঘোষ তাদের

উত্তরাধিকারী হলেন বিধুভূষন ঘোষ। সেই সার্টিফিকেট বলে সেখানকার কানুনগো সেই উত্তরাধিকার বিধুভূষন ঘোষকে মালিক করে দিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। স্যার, এমন কোন সার্টিফিকেট আমি দেই নি। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, সেটা এ্যাক্সপাঞ্জড্ করা হউক।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, যা সত্যি, আমি বলছি। আমি সব কাগজ আপনার কাছে দিচ্ছি, আপনি নিজে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তিনি ২৩/৮/৮৮ইং তারিখে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে, বিধুভূষণ ঘোষ মারা গিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দল নেতা নৃপেন চক্রবর্তী এজন্য রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টকে একটা চিঠি লিখেছেন, উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসকের হয়ে এল, এ, জজ হিসাবে একটা উত্তর দিলেন, সেই চিঠিতে এল, এ, জজ কি বলছেন, সেটা শুনুন—উনি বলছেন The Kanango initially while passing this mutation order and letter on issuing the modification seems to have act in a manner which is unbecoming for the government servant and thus, the explanation should be called from him and necessary disciplinary action can be taken against him. তিনি বলছেন যে অফিসার অন্যায় করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা নিশ্চয় শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পারি। তারপর, ঐ চিঠির অন্য জায়গায় বলেছেন Shri Dhirendra Debnatn. M.L.A., Mohanpur issued the Certificate indicating that Shri Bidhu Bhushan Ghosh, S.O. Shri Aswini Kr. Ghosh is the legale heirer of Smt. Manju Gupta and Smt. Anjali Gupta and Shri Suresh Ch. Ghosh. These two certificates were submitted to the Kanango which are not correct. We have no comment to offer any submission of false certificate by an M.L.A., Shri Dhirendra Deb Nath. উনি বলছেন, একজন এম, এল, এ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাকে তো আমরা শাস্তি দিতে পারি না। অথচ, ওরা জীবিত রয়েছেন— আসামের হাইলাকান্দিতে। হাইলাকান্দি মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং সেখানকার এ্যাক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সেটা আমি এই হাউসে আপনার কাছে দিচ্ছি। এই ধরণের একজন জালিয়াত যে এই ধরণের সার্টিফিকেট দিতে পারেন? স্যার, আমরা জানতাম যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর এই রকম একজন ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী ছিলেন, আর, এখন দেখছি এখানে সুধীর মজুমদারের একজন ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী আছেন। এটা আগে আমাদের কাছে জানা ছিল না। তারপর এখানে মাননীয়া মন্ত্রী বিভু দেবী আছেন, আমরা সবাই তাঁকে সম্মান করি তিনি নিজেকে রাজমাতার দাবীদার বলে প্রচার করেন। উনি যখন তাঁর বক্তব্য রাখবেন, তখন নিশ্চয় তার জবাব দেবেন—"গত ৩১ শে আগস্ট তারিখে তাঁর চেম্বারে কি ঘটনা ঘটেছিল। আমরা যতটুকু খবরের কাগজ পড়ে জেনেছি, তাতে দেখছি সেই ঘটনাটা ছিল বটতলা সুপার মার্কেটের স্টল বিলি বণ্টন করার ব্যাপারে। তিনি নিজে একজন মন্ত্রী হিসাবে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তফশীলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য ৫০টি, মহিলাদের

জন্য ২৫টি, আর যারা উচ্ছেদ হয়েছেন, তাদের জন্য ২৫টি। কিন্তু রাষ্ট্র মন্ত্রী সুরজিত দত্ত বললেন যে, এটা হবে না, তাকে বেশী পরিমাণে স্টল দিতে হবে, কারণ এটা হল তাঁর বিধানসভার এলাকা। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর ৩০টি, বিভু দেবী যিনি মন্ত্রী তাঁর ৩৫ টি, আগরতলা শহরের আর একজন মন্ত্রী – রতন চক্রবর্তীর ৩০ টি। আমরা মনে করি বিভু দেবীর প্রস্তাবটা অনেক ভাল. কেন না, তফশীলি জাতি এবং উপজাতি অথবা মহিলাদের তো এই রকম সুযোগ পান না। এই রকম একটা ভাল প্রস্তাব দেওয়ার পরেও তারই চেম্বারে লাঞ্ছিত হয়ে, তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। এই সম্পর্কে বিভুদেবী নিজেও বলবেন, আমরা জানি যে তার সেই সাহস আছে, কেন না, তিনি এই ব্যাপারে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য আমরা তখনই তাঁকে বলেছিলাম যে আপনাকে পদত্যাগ পত্র তুলে নিতে হবে—কারণ অন্তত: আপনাকে বাঁচতে হলে অথবা নিজকে ঐ সুধীর বাবুর গুণ্ডাদের হাত থেকে। সেই ক্ষেত্রে আপনার অন্য কোন পথই থাকবে না। আমরা জানি সুধীর বাবুর চেম্বার একটা কসাইখানা. এটা অত্যাচারের একটা কেন্দ্র, সেই চেম্বারে মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারী অমল রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই একজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। এই রাষ্ট্রমন্ত্রী একজন ভদ্রমহিলাকে চাকুরী দিতে বলেছিলেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর জায়া তাতে আপত্তি করেছিলেন, তাই ঐ ভদ্রমহিলাকে আর চাকুরী দেওয়া গেল না। এই যে অমল রায়, উনাকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের মধ্যে মারা হয়েছে। সমীর বর্মণ পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী. উমাকান্ত একাডেমীর শত বার্ষিকী উদযাপন হবে, প্রচুর টাকা খরচ করা হলো লক্ষ লক্ষ টাকা। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত, উনি বললেন যে এটা আমার এলাকা সেখানে আমার ক্ষমতা থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারের মধ্যে তিনি পূর্ত মন্ত্রী সমীর বর্মনকে আক্রমণ করলেন। এটা কোন সরকার? এরা হচ্ছে ওদের চেহারা? এগুলির তারা জবাব দেবেন? আই, এ, এস অফিসার মার খায়। আজকে তারা কোন জবাব দেবেন? এরাই সরকার চালাচ্ছেন। আমাদের কথা ছেড়ে দেন। আজকে ওদের প্রবীণ নেতা, এ রাজ্যে কংগ্রেসের যারা জন্ম দিয়েছিল সেই তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, মোহন লাল রায়, অমর চক্রবর্তী প্রমুখ নেতারা সাংবাদিক ডেকে বলছেন যে ওরা কংগ্রেসকে ধ্বংস করছে। শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার ওদের বলছেন যে ওরা সি, পি, আই (এম) এর লোক। দুই জন কংগ্রেসের মহিলা। তার মধ্যে একজন কুমুদিনী যোশী উনার কীর্তিকলাপ সকলেরই জানা। আমাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তেমুর এখানে এসে কংগ্রেস মহিলা সম্মেলন করলেন। এখানে মা বোনদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটা তাদের কানে যায় না। তার কোন জবাব আছে? এখানে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জীর কথা বলা হয়, বাণতলার কথা বলা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এগুলির বিচার হয়। মুখ্যমন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন যে ১৩১ জন মহিলা উপর [illegible] হয়েছে। কিন্তু এক জন আই, এ, এস অফিসার, একজন বিচারপতি দিয়ে তদন্ত করার ক্ষমতা আছে? মা বোনদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আছে? এখানে কংগ্রেস দলের অবস্থাটা দেখুন।

এই মাসের প্রথমে কৈলাসহর গিয়েছিলাম। সেখানে মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহার সমর্থকরা সাত তারিখে মিছিল করেছেন এবং বলেছেন যে কেউ যদি ৮ তারিখের সম্মেলনে যোগ দেয় তা হলে তাকে খুন করা হবে। পা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। একথা মন্ত্রী বীরজিৎ সিনহা স্বয়ং বলেছেন।

শ্রীবীরজিৎ সিনহা (মন্ত্রী) :— উনি যে কথা বলেছেন এটা সম্পূর্ণ অসত্য। এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি। আমি নিজে সভা করেছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— উত্তর ত্রিপুরা জেলার কংগ্রেস সভাপতি এখানে উপস্থিত নেই। সেই সুনীল বাবু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেন সম্মেলনে না যান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী, সদস্য রতনলাল ঘোষ কিন্তু তারপরে কেন হল? আপনাদের বন্ধু উপজাতি যুব সমিতি আপত্তি জানিয়েছেন পঞ্চায়েতের চাকুরীর জন্য। সবাই ঘুরেছে, যে-সব অফার ছাড়া হয়েছে তা ফেরৎ নিয়ে আসার জন্য। বলছে, না দিলে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে। এক একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাখ, লাখ, কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনি আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সবাইয়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। যদি সাহস থাকে, আসুন, আমরা আপনারা সবাই আমাদের সম্পত্তির হিসাব দিই। চ্যালেঞ্জ করছি। সেই চ্যালেঞ্জ সাহস থাকলে গ্রহণ করুন। স্যার, আমি এই কারণে এখানে যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন জালিয়াতের মাধ্যমে তাকে সমর্থন করতে পারছি না। বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ দিয়েছেন এবং তার উপরে যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে তার সঙ্গে একমত হতে পারিনি। স্যার, সমস্ত দিক তো আলোচনা করা যাবে না, তাহলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমি শুধু মাত্র একটি বিষয়ে আলোচনা করছি। প্রথমতঃ সারাদেশের কাছে যা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে এসেছে এটা হচ্ছে, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী নিয়ে। কিন্তু মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এই রিপোর্ট কার্যকরী করার যে সদিচ্ছা তা কতটুকু পালন করবেন তা কিছুই লেখা নেই। শুধু মাত্র লেখা আছে, ১৬ নং ধারায় 'অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষ এ রাজ্যের জনসংখ্যার এক বড় অংশ। তাদের আশা আকাংখা সম্পর্কেও আমার সরকার সম্পূর্ণ সচেতন ..... ।' কিন্তু আসল কথা এখানে কিছুই আসেনি আসলে রিপোর্টে কি ছিল তা জানেন না। ১৯৫৩ সালে কালেককার কমিটি গঠন হয়। সেই কমিটি ১৯৫৫ সালে রিপোর্ট সাবমিট করেন। সে রিপোর্টে লেখা ছিল '৫২ ভাগ মানুষ পশ্চাদপদ'। তার মধ্যে ৩৩ ভাগের জন্য রিজার্ভেশনের কথা ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পরেও তা কার্যকরী হল না। স্যার, ১৯৫৩ সালে কে ছিল? আমরা ছিলাম না

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS.

কংগ্রেস ছিল ? স্যার, ১৯৭৮ সালে এসে জনতা গভর্ণমেন্ট মণ্ডল কমিশন করেন। সেই মণ্ডল কমিশন ১৯৮০ সালে রিপোর্ট সাবমিট করে। তারপর আবার কেন্দ্রে কংগ্রেস। প্রায় ৪০ বছর পেরিয়ে গেল তবু আমরা তা কার্যকরী হতে দেখলাম না। আমরা দেখলাম, জনতা গভর্ণমেন্টের সময় ভি পি সিং এই রিপোর্ট কার্যকরী করতে চাইছিলেন। কি জিনিস তিনি কার্যকরী করতে চাইছিলেন। মণ্ডল কমিশনে ছিল, ৫২ ভাগ মানুষের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, ৫০ ভাগের বেশী সংরক্ষণ করা যাবে না। তাহলে কত করা যাবে না ২৭ ভাগ করা হবে, সেডিউল কাস্ট এবং সিডুয়েল ট্রাইবসদের বাদ দিয়ে। ২৭ ভাগের জন্য এটা করব কিন্তু সংবিধান সংশোধন করব না, এটা তো হতে পারেনা। এটা যখন তিনি উথাপন করলেন তখন সারাদেশের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। সেখানে তাদের ভূমিকাটা কি—ভি, পি, সিং খুব খারাপ কাজ করেছেন। সারাদেশে জাতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়েছেন কিন্তু একটা অংশের মানুষ এই সরকারের শেয়ার পাবে না, আরেকটা অংশের মানুষ সমস্ত শেয়ার নেবে এটা কতদিন চলবে। যার জন্য সারা দেশের মধ্যে আজকে পাঞ্জাব সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, আসাম সমস্যা। মূল সমস্যা অন্তরালে না গিয়ে একদিকে রাজীব গান্ধী এবং অন্যদিকে এল, কে, আদবানী উস্কানী দিচ্ছেন। যার জন্য ৮০/৯০টি উজ্জ্বল প্রাণ যারা মণ্ডল কমিশন সম্পর্কে কিছুই জানেন না তারা আত্মাহুতি দিলেন। সারা দেশের মধ্যে এই অবস্থা তৈরী করলেন। আর এখানে বসে একই গভর্ণমেন্ট ওরা বলছেন মণ্ডল কমিশন কার্যকরী করবেন বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। প্রথম কথা হচ্ছে জব রিজারভেশান করতে হবে। অপরদিকে এডুকেশান রিজারভেশান করতে হবে। এডুকেশান যদি না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে জব রিজারভেশান করবেন। সেখানে কমিশনে রিকমণ্ডেশান সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসদের মত তাদের ক্ষেত্রেও সেগুলি কার্যকরী করবেন কিনা ? আজকে এই সভা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে আমি বক্তব্য শুনতে চাই যে, উনারা জব রিজারভেশান করবেন কিনা, এডুকেশান রিজারভেশন করবেন কিনা। উনারা এখানে বলছেন যে উনারা একটাই পাওয়ার কমিটি করেছেন। সেতো অনেক দিন হয়ে গেছে প্রায় তিন বৎসর হয়ে গেছে। তাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি এখনও বিভিন্ন জায়গায় সেমিনার করছেন। আসলে সে সমস্ত সেমিনারের নামে কংগ্রেসের মিছিল করছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজ করা হচ্ছে না। ও, বি, সি দের জন্য মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করতে হয় তাহলে সংবিধান সংশোধন করতেই হবে। আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার যে সংবিধান সংশোধন করেই এটা কার্যকরী করতে হবে। যদি আপনারা সংবিধান সংশোধন করেন, তাহলে জব রিজারভেশান করবেন কিনা, এডুকেশান রিজারভেশান করবেন কিনা তা কত-দিনের মধ্যে করবেন এবং সেখানে বেনিফিসিয়ারীজ হিসাবে কাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এই সমস্ত সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এখানে আপনারা উপস্থিত করুন। তাহলে জনগণের নিকট তা পরিষ্কার হবে। এটা গেল মোটা মুটি মণ্ডল কমিশন সম্পর্কে। অন্যদিকে অনেক কথা টি, ইউ, জে, এস বন্ধুরা এখানে বলবার চেষ্টা করেছেন। শরণার্থী সমস্যা, বাংলাদেশের সমস্যা, ইনারলাইন পারমিট সমস্যা। উনারা

এখানে বলেছেন যে নৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয় রিফিউজীদের পুনর্বাসন দেবার জন্য অনশন করেছিলেন। হ্যাঁ, করেছিলেন ঠিকই। করবেন না কেন। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবিক মূল্যবোধের মর্যাদা দেবার জন্য তিনি তা করেছেন। সেই রাজার আমল থেকে গণমুক্তি পরিষদ রাজতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে করে এসেছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যও গণমুক্তি পরিষদ লড়াই করে এসেছেন। উপজাতি যুব সমিতির জন্ম হয়েছে রাজবাড়ীতে, আর গণমুক্তি পরিষদের জন্ম হয়েছে জমিদারদের নিয়ে। উপজাতি যুব সমিতি একদিকে বলছে গণতন্ত্র অন্য দিকে আরেকটা অংশ বলছে হাতে অস্ত্র নিতে। বিজয় রাংখল যিনি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে ছিলেন, আজকে তিনি সার্ভিসে এসেছেন তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সাথে ইন্টারভিউ দিয়েছেন, কিন্তু একটা জায়গায়ও বলেন নি সি, পি, আই (এম) আমাকে সাহায্য করেছে।

তারপর টি, এন, ভি, উপজাতি যুব সমিতি এবং গণমুক্তি পরিষদ কেন আন্দোলন করেছিলেন? উপজাতিদের জন্য লড়াই মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি করেছিলেন এবং উপজাতিরাও করেছিলেন। প্রতিটি লড়াই, প্রতিটি সংগ্রামে উনারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপজাতিদের জন্য যখন ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী করা হয়েছিল তখন কংগ্রেসরাই তার বিরোধিতা করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে এই ৬ষ্ঠ তপশীল উনারা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এই বিধানসভার প্রশ্ন-উত্তরের সময় আমরা জানতে পারলাম ১৯৮৯-৯০ সাল এ, ডি, সর জন্য ৫৪ কোটি টাকার বরাদ্দ ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে মাত্র ১৮ কোটি টাকা, বছরের আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে। আমাদের সময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এ, ডি, সি ১২/১৩টি বিল জমা আছে, একটি বিলও পাশ করে দিচ্ছেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন।

শুধু তাই নয়, ইনার লাইন পারমিটের কথা বললেও উনারা বলেন এটার প্রয়োজন নেই। তাহলে উনারা উপজাতির জন্য কি কাজ করছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমস্ত জায়গাতেই বর্ত্তমান সরকার বিরোধিতা করছেন। কাজেই এই সমস্ত কারণে গত ২৮/১/৯১ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এই হাউসে রেখেছেন, এবং এই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এসেছে তার সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারছি না এই জন্য এই ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী সাব্রুম) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮/১/৯১ইং তারিখ মাননীয় রাজ্যপালের জন্য ঢাকে ঢাকে যে বাজনা বাজল এটা হচ্ছে নির্বাচনী ঢাক, এটা আর কিছু নয়।

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

রাজ্যপালের ভাষণে অনেক কিছু করা হবে বলা আছে। কিন্তু রাজ্যের জনগণ এত বোকা নয়। রাজীবের জায়গা কোথায় এটা আপনারা জানেন। রাজ্যপাল দিয়ে ঢাক বাজিয়ে এই করব সেই করব বলা হচ্ছে কিন্তু রাজ্যের বর্তমান যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কথা একটাও নেই, রাজ্যে খাদ্য নেই, গরীব জনসাধারণের জন্য কোন কাজ নেই সমস্ত কিছুই পঙ্গু অবস্থায়। এই অবস্থায় কি করবেন এটা কি বিশ্বাস করবে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এত বোকা নয়। কাজেই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এসেছে এটা তো আপনাদের নির্বাচনী প্রচার। তাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা যায় না। এটা আজকে এই বিধানসভায় পরিস্কার হয়ে গেছে। কারণ মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মোহনপুর ব্লকের একটা ডিসপেনসারীর প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নের সাপ্লিমেন্টারীর সময় উনি বলেছেন ওখানে একটি ডিসপেনসারী ছিল কিন্তু সেই ডিসপেনসারী ডাক্তার নেই, কিছুই নেই শুধু নাইট গার্ড আছে।

আবার ধন্যবাদ। কিসের ধন্যবাদ? এইবার নগেন্দ্রবাবুকে ধরতে হবে। ত্রিপুরায় বিস্তৃত টিলা-ভূমিকে বাগান করে উন্নয়ন করার জন্য একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এইখানে একটা কর্পোরেশন করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার এইখানে টি, এইচ, ডি, সি কর্পোরেশান তৈরী করেছেন। উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য ছিল কলোনাইজ করে এখানকার মানুষের অর্থনীতিকে পরিবর্তন ঘটানো। সেই পরিকল্পনা করে ওখানে ওরা একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করল। ১০ হাজার হেক্টর জমিতে কাজু বাদামের চাষ। নাবার্ডকে দিয়ে করানো হল। কর্পোরেশনের অপদার্থতার ফলে সেখানে আজ পর্যন্ত ১ পয়সাও আনতে পারেনি। (নগেন্দ্র জমাতিয়াকে উদ্দেশ্য করে) আপনার অপদার্থতা, আপনি আনতে পারলেন না। তারপর ১৯৮৮-৮৯ এবং ৮৯-৯০ আর্থিক বৎসরে রাজ্য সরকার কর্তৃক মঞ্জুরী করা হল ১০০ হেক্টর টিলা ভূমিতে কাজু বাদামের চাষ হবে আর তেবাড়ীয়াতে ১০০ হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ হবে আর ৩০ হেক্টর জমিতে কমলালেবুর চাষ করা হবে। পরিকল্পনা করা হল। বেশ ভাল কথা কিন্তু বাগান করতে গিয়ে কি হল? আপনাদেরও মনে আছে, আমাদেরও মনে আছে। কিসব কেলেংকারী। ১ হাজার হেক্টর এখন যেটা বাগান করা হয়েছে ৩০০ হেক্টর জমিতে কাজুবাদাম, আর ১০০ হেক্টর জমিতে নারিকেল চাষ দূরের কথা সেখানে গেলে একটা নারিকেল গাছও দেখতে পাবেন না। আর জম্পুইতে কমলালেবুর চাষ যদি যান দেখতে পাবেন, যান কিনা জানিনা এইটা কি আবাদ হয়েছে? আবাদই হয়নি, কমলালেবুর গাছ কোথায় লাগিয়েছেন? কমলালেবুর গাছই লাগানো হয়নি। এইভাবে যদি উন্নতি করা হয় তাহলে কিছুই করার নাই। আবার তার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে যেখানে বাগানই নাই সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য। কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এইটা বুঝতে হবে। নারিকেল বীজ নিয়ে কর্পোরেশান থেকে ঠিক করা হল দক্ষিণ ভারত থেকে বীজ নিয়ে আসবে। বরাবর রেলপথে আসে। তারপর নিকটবর্তী পরিবহন দিয়ে আনা হয়। সেখানে কনট্রাক্ট দেওয়া হল। কনট্রাক্ট দেওয়া হল কাকে? কনট্রাক্ট দেওয়া হল দুলাল ঘোষ, শ্যামল চৌধুরীকে। ওরা এই রাজ্যের বাসিন্দা না। ওরা গৌহাটির বাসিন্দা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনাকে বলব, জেনেশুনে কথা বললেই হয় কোকোনাট সীড আনা হয় কোকোনাট সীড কোম্পানী থেকে। প্রাইভেট কিছু থেকে আনা হয় না। যেটা আপনি বলছেন সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট। ট্রান্সপোর্টের জন্য টেণ্ডার কল করা হয়। লয়েষ্ট যারা তারাই পেয়ে থাকেন। কোকোনাট আনা হয় না সীডটা আনা হয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সেখানে যে কন্ট্রাকটার দেওয়া হল কে দিল, কর্পোরেশানের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা দিলেন কন্ট্রাক্ট নিজের পেডে লিখে, কোন রকম নিয়মনীতি কিছুই মানা হয় না। নিজের পেডের মধ্যে লিখে কনট্রাক্ট দিলেন এই দুই জনকে দুলাল ঘোষ ও শ্যামল চৌধুরী নামে তারপর মালটা এল, দেখা গেল মালটা এত নিম্ন মানের যে কেউ রিসিভ করতে চায় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—সীডটা আনা হয় কোকোনাট সীড় করপোরেশান থেকে ভারতবর্ষে একটাই আছে, এইটা তারা গভর্নমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার এজেন্সী, এখানে কোন প্রাইভেট ইণ্ডিভিজুয়েল ভাবে কেউ যুক্ত না। শুধু ট্রান্সপোর্টের জন্য তারা জড়িত।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— আপনি রিপ্লাই দিতে সময় পাবেন, এখন আমাকে বলতে দিন। সেই সীড কেউ নিতে চায় না। সেই সীড নিয়ে করপোরেশানের ডাইরেকটারকে বাধ্য করতে হল। বৈদ্য দেববর্মাকে বাধ্য করা হল যে নিজে রিসিভ না করে একজন ডি, আর, ডবলিওকে দিয়ে রিসিভ করানো। এইভাবে আপনি সমস্ত ঘটনাটাকে আড়াল করার জন্য নিজে চেয়ারম্যান হয়েছেন তারপর আরও একটা করেছেন—আপনারা সন্ধ এমন কমিটি করেছেন বরখাস্তের নাম্বার এক ১৫ ৪১, এগ্রি, প্লেন, ১৯৯০ তারিখ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০ এই অর্ডার মূলে আট জনের একটা কমিটি করেছেন। নামগুলি আমি বলছি ভুল হলে ঠিক করে দেবেন। শ্রীমতি পবিত্র রানী জমাতিয়া চেয়ারম্যান পুতুল ঘোষ মেম্বার নারবত্রী পাল মেম্বার সন্ধ্যা দেববর্মা মেম্বার দীপ্তি দেববর্মা মেম্বার, বলশ্রী দেববর্মা মেম্বার, ডাঃ পি, কে, পাল ডাইরেকটার অফ্ হার্টিকালচার আগরতলা, শ্রীমতি রেখা বানার্জি সুপারেনটেনডেন্ট অফ্ এগ্রিকালচার, এই আটজনকে নিয়ে কমিটি করা হল, এই কমিটির মধ্যে আমরা যতটুকু জানি আমি তাদের সবাইকে চিনি না—

মিঃ স্পীকার :— আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— আমি যতটুকু জানি পবিত্র রানী জমাতিয়া নগেন্দ্র জমাতিয়ার স্ত্রী। ওখানে কোন কর্মসূচী নাই, অথচ প্রদর্শনী করার জন্য সিট দেওয়া হয়েছে সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে ডাঃ পাল, গাড়ীরও ব্যবস্থা হচ্ছে, একটা গাড়ী ভাড়া নিয়েছে এবং সেটা এই করপোরেশনের টাকা থেকেই হচ্ছে। টি, এইচ এইচ ডি সির টাকা দিয়ে সব কিছু হয়েছে। তাছাড়াও চেয়ারম্যানের জন্য গাড়ী এবং মাসিক ভাতা হিসাবে এক হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। মেম্বারদেরকে দেওয়া হচ্ছে ৬০০ টাকা করে।…

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS.

... ... এবং এই প্রদর্শনী যতদিন করবে তার জন্য টি, এ এবং ডি. এ দেওয়া হবে।... তারপর পরিবর্তনশীল কৃষি পদ্ধতি যেটা হচ্ছে সেটাকে দেখার জন্য যাচ্ছেন, তারজন্য রাজ্যের মন্ত্রী এবং এম, এল, এ'রা যে রকম খরচ ভাতা পান সে রকম ভাতা তারা পাচ্ছেন। দুইবার করে সেটা দেখে আসছেন। কৃষির কি রকম সাংঘাতিক উন্নতি হচ্ছে। কাজেই এইটা আমরা সমর্থনের কোন প্রশ্নই আসে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিয়েছেন তা ঠিক নয়। এই যে ভাড়া বাড়ীর কথা বলছেন সে রকম কোন ভাড়া বাড়ী আমাদের নেই। সেটা হচ্ছে প্রকৃতি সেবা সংস্থা। কাজেই উনি সম্পূর্ণভাবে এই হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন—একজন দায়িত্বহীন মেম্বার।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মেয়েরা যদি কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করে তাতে ক্ষতি কি হয়? তারা (মেয়েরা) কি চায় না যে কৃষির উন্নতি হোক।

মি ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ইং এই বিধানসভায় মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন এবং সেই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ-সূচক প্রস্তাব এসেছে সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারি না। তবে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে এইগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

প্রথমে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে এই বেকার সমস্যার উপরে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর কোন রকম বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। এখানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আজকে এই বিধানসভায় বলেছেন যে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৫২ জন। আর চাকুরী দিয়েছেন ১৭, ৪৫২ জনকে। এখানে আমার একটা প্রশ্ন বলতে হচ্ছে এখন এই যে, চাকুরীগুলি দেওয়া হলো সেটা কি নিয়মে দেওয়া হল, কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হলো? বামফ্রন্টের আমলে তো আমরা দেখেছি যে, এম্প্লয়মেন্ট একস্চেঞ্জে নাম চাওয়া হত এবং সেখান থেকেই নেওয়া হত। কিন্তু এখন এই জোট সরকারের আমলে তো সেটা দেখছি না। তারপর বামফ্রন্টের আমলে সিনিয়রিটি কাম নীড এইগুলি বিচার বিবেচনা করে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন এই সরকারের আমলে কোন নিয়ম নীতি কিছু আছে বলে মনে হয় না। সেইজন্য এখানে কত টি, এন, ভি'র চাকুরী হয়েছে, বয়স উত্তীর্ণ ভিকটিমাইজডদের চাকুরী হয়েছে। কিন্তু আসলে রেজিস্ট্রিকৃত কতজন বেকারের চাকুরী হয়েছে—সেই সম্পর্কে উনার রিপোর্টে কোন উল্লেখ নেই। তারপর যাদের চাকুরী হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন এস, টি এবং কতজন এস, সি, ভুক্ত বেকারের চাকুরী হয়েছে এইসব তথ্য এই রিপোর্টে নেই। কাজেই এই সম্পর্কে কোন কিছু

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ না থাকায় আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছি না।

এই সরকারের নাম বুর্জোয়া সরকার। এই সরকার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবেনা। একমাত্র সমাজতন্ত্রের পথই হয়েছে এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকলে পরে এই সমস্যা আরও বাড়বে। সমস্যার সমাধান হবে না।। কিন্তু উনারা চাইছেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা! হ্যাঁ গণতন্ত্র আমরা মানি কিন্তু আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র মানি না। বুর্জোয়া গণতন্ত্র চাই না আজকে জওহর বাবু বলেন, তিনি আগে ছিলেন লাল। এখন হয়েছেন সাদা।

(গণ্ডগোল)

সমাজতন্ত্র হচ্ছে সাধারণ মানুষের, গরীব মানুষের মঙ্গলের জন্য যে ব্যবস্থা সেটা। এটার সংগে আপনাদের কোন মিল নেই। স্যার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এটাকে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভেংগে দেওয়া হল। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিকে ভেংগে মনোনীত পঞ্চায়েত তৈরী করা হয়েছে। সেই পঞ্চায়েতগুলির অবস্থা আজকে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। বামফ্রন্ট আমলে এগুলি নাকি দুর্নীতির বাসা ছিল। সে কারণে এগুলিকে ভেংগে সেখানে মনোনীত নিজেদের পার্টির লোকদের বসিয়েছেন। এখন এগুলি কি অবস্থায় আছে।

স্যার, আজকে তিনটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু ভেংগে দেওয়া পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচন করা আজও সম্ভব হল না। উন্নয়ন কমিটি করা হয়েছে নিজেদের টাউট-বাটপারদের দিয়ে লুট-পাট করার জন্য। কংগ্রেস-টি-ইউ-জে-এস কর্মীরা ছাড়া উন্নয়ন কমিটি থেকে কোন সাহায্য অন্যরা পায় না। আমার মনে হয় এগুলিতে যদি এখন আবার নির্বাচন করা হয় তাহলে উনারা আর জিততে পারবেন না। এই আতংকে নির্বাচন করাচ্ছেন না।

হাসপাতালের অবস্থাটা কি? কি চলছে হাসপাতালে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়তো এখানে রয়েছেন। কি বলবেন উনি? আজকে সেখানে ঔষধ, সুইচ, বিছানাপত্র কিছুইতো পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এই হচ্ছে হাসপাতালের অবস্থা।

আজকে হাসপাতালের অবস্থাটা কি? এখানে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন। তিনি নিশ্চয় জানেন আজকে হাসপাতালে ঔষধ পাওয়া যায় না। ব্যাণ্ডেজ নেই, তারপর একটা নিডেল পর্যন্ত পাওয়া যায় না ইনজেকশান দেওয়ার জন্য এই হচ্ছে হাসপাতালের অব্যবস্থা। তারপর বিছানাপত্র দেখলে, সেখানে মানুষ থাকেনা। হাসপাতালের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বলতে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না। এই হল হাসপাতালের অবস্থা এইজন্য আমি বলতে চাই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। মহারাণীতো নিজে

এলাকা, এখানে হেলথ সেন্টারে গেলে দেখা যাবে ওখানকার অবস্থাটা কি? তারপর উদয়পুর এটাতো ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল সেখানে যে অবস্থা, গেলে পরে ঢুকা যায় না দুর্গন্ধে এই হলো হাসপাতালের অব্যবস্থা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা :— স্যার, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল রেভিনিউ মিনিস্টার।

মহারাণী বিভুকুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের বিরোধীরা এখানে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। আপনাদের সামনেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমি ডেকেছিলাম, সম্মানপূর্বক ডেকেছিলাম, কিন্তু নৃপেনবাবু আমাকে জবাব দিয়েছে যে আপনাদের সঙ্গে কোন কথা বলবো না আপনারা রিজাইন করুন তারপর, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো। আমরা যদি রিজাইন করি, তাহলে কি করে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন, তখন যে আলাপ আলোচনা করার কোন অধিকারই আমাদের থাকবে না। অন হোয়াট পলিসি, কোন পলিসি নেই, আপনারা কার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন? আজকে এতদিন পর টি, আর, এল, এ্যাক্ট এর ১৮৭নং ধারার উপর এ্যামেণ্ড বলে একটা এনেছি, এটা পাহাড়ী মানুষদের অনেক দিনের চাহিদা আর এর মোতাবেক কেউ যদি ট্রাইবেল সম্পত্তি দখল করে থাকে তাহলে, তাকে সেই সম্পত্তি ট্রাইবেলকে ফেরত দিতে হবে। আপনারাই দেখুন আইনে তো লেখা আছে, সেখানে কি কোন ট্রাইবেল কোর্ট কাছারিতে না গিয়ে জায়গাটা ফেরত পেয়েছে? আপনারাও জানেন, নৃপেনবাবুও জানেন এক একটা সিভিল কেইস করতে কত সময় লাগে, এই কেইস করার জন্য কে কোথায় থেকে টাকা আনবে? আমরা ১৮৭নং ধারাতে একটা ল এনেছি, এই সম্পর্কে আপনারা আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারেন, কেন না, এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে বর্গাদারের আমি জিজ্ঞাস করতে চাই আপনারা কি ট্রাইবেল এরিয়াতে বর্গাদারদের অধিকার দিয়ে দেবেন? তা যদি হয়, তাহলে তো সেটা আরও কমপ্লিকেট হয়ে যাবে, কেন না সেখানে যে ননট্রাইবেল এরিয়াতে বর্গাদারী দেওয়ার প্রশ্ন এসে যায়, সেখানে ট্রাইবেল সম্পত্তি রেস্টরেশানের প্রশ্ন রয়েছে। কাজেই আপনাদের সঙ্গে যদি এই বিষয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা না হয়, তাহলে যে আমাদের কি বিচার সেটা আপনারা ভালভাবে বুঝতে পারবেন না। আমরা দুইজনই যে একই কাজের জন্যই এই হাউসে এসেছি, আমরা এসেছি সাধারণ মানুষের যে সব অসুবিধা আছে সেগুলিকে দূর করার জন্য তাদের উন্নতি করার জন্য। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনারা সব সময়ে একটা নিন্দা নিয়ে আলোচনা করেন, তাতে দেশের অথবা এই রাজ্যের কোন উন্নতিই হবে না। এতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের টাকা খরচ হবে, এবং সময় নষ্ট হবে কেন না আমরা এখানে যে জন্য এসেছি, তার জন্য সাধারণ মানুষ আমাদের কিছু টাকা দিয়ে থাকে। কাজেই আমরা তাদের টাকা নেব,

অথচ তাদের জন্য কোন কাজ করব না, এটা তো হতেই পারে না। মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় গভর্ণরের ভাষণের উপর আমি যে কথাটা বলছিলাম, সেটা একটা ইনডিকেশান যে আমরা কি ডাইরেকশান নিচ্ছি। আমাদের হাজার হাজার কাজ আছে, আমাদের অনেকগুলি ডিপার্টমেন্ট আছে, সেইসব ডিপার্টমেন্টেরও অনেকগুলি কাজ আছে। আমি এই কথা বলছি না যে, তারা সবগুলি কাজই ভালভাবে করছে কেন না, হাতের ৫টা আঙ্গুল বরাবর নয়, কাজ কম বেশী হতেই পারে. এটা আপনাদের মতো নৃপেনবাবুও জানেন। আজকে নৃপেনবাবু এই বয়সে যে কাজ করছেন, নিশ্চয় বাদলবাবু সেই কাজ করতে পারবেন না। আবার দশরথবাবু এই বয়সে যে কাজ করছেন, সেই কাজ খগেন্দ্রবাবুও নিশ্চয় করতে পারবেন না। "একটা ডিসিপ্লিন, দি ডিসিপ্লিন অব দি পার্সোন এ্যান্ড দি পার্সোনাল হেল্দি ইনটারেস্ট গিভ্স দি মটিভেশান ফর এ্যানি ওয়ার্ক।এখন, আমরা কি চাই? আমরা চাইছি একটা হেলদি ইনটারাপশান। আমাদের দুইজনের মধ্যে যদি আলাপ আলোচনা হয়, তাহলেই আমরা কিছু কাজ করতে পারব। এখন ট্রাইবেল প্রটেকশানের জন্য এত দিনে আমরা বলছি না যে কংগ্রেস কিম্বা সি, পি, এম, আজকে ৪০/৪৫ বছর হয়ে গেছে, এটা একটা আইডেনটিফাইড ট্রাইবেলস্টেট, এখন পর্যন্ত কেন অডিফিকাশান অব ট্রাইবেল কাস্টমারী এবং পার্সোন্যাল কেন হল না? এটা কি হয়েছে? এটা বিভুরাণী চাইছে না, শুধু বলছি যে এটা তো আপনারাও করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। কংগ্রেস এটা করেছে টি, এল, আর সিক্স এ্যামেণ্ড-মেনটের মাধ্যমে। তারপর ল্যাণ্ড পাস বুক রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট ইনট্রোডিউস করেছে, সেখানে আমরা বলছি যে ওনার্স মাস্ট হ্যাভ পাট্টা পাস বুক। সেখানে একটা কৃষকের জন্য যতগুলি ট্রেনজেকশান হবে, যে যতগুলি সাব-সিডি পাবে, যতগুলি এগ্রিকালচারেল লোন পাবে, তার সবই এই বইতে থাকবে।

সমর বাবু আপনারা সিনিয়র লোক। দি ওনার্স মাস্ট হেভ পোস্ট বুক। তা হলে সাবসিডি কত পেল, অন্যান্য সাহায্য কি পেল সব রেকর্ড থাকবে। এরিয়াল সার্ভে করেছি কিন্তু এখনও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসেনি। আমি আরও বলতে চাই যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটা স্কীম সাবমিট করেছি ফর কমপুটারাইজিং অবদি ল্যাণ্ড রেকর্ডস। আগে আমরা শুনেছিলাম যে ৫ হাজার ট্রাইবেলকে জমি দেওয়া হয়েছে। এখন সেটা দেখছি বিশ হাজারের মত হবে। কিন্তু ল্যাণ্ড পাস বুক থাকলে ভেজাল করতে পারবে না। আমরা ১৭৬টা রেসটোরেশন কেইস করেছি। মি: স্পীকার স্যার, আজকে সকালে আমি নাগীছড়াতে গিয়েছিলাম সেখানে প্রথম ত্রিপুরাতে আমরা প্রোডিউড পটেটো সিস যেটা এর আগে আমেরিকাতে হয়েছিল। ২০ কেজির মত। এটা হচ্ছে পোটেটো সীস এবং এটা হচ্ছে ফল। এরপরে আমি দেওয়ানছড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গরীব মানুষের অনেক প্রস্পারিটি হয়েছে। লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেন্ট। প্রোপার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে গেলে আমাদের দরকার ইনফ্রাস্টকচার। ১৯৩২ সালের বেংগল মিউনিসিপাল অ্যাকট আজ পর্যন্ত এখানে চালু আছে। কেন গত বছরে আপনারা একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে পারলেন না।

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

বাদল বাবু, আপনাদের কথার আমি জবাব দেব। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে অবাক লেগেছে, কোন রিজিউলেশান কিংবা কোন রেগুলেটার এ্যাক্ট এখন পর্যন্ত আনা হয়নি ত্রিপুরায়। স্যার, এই আইন পশ্চিমবাংলায় আছে। সি, পি, আই, (এম) এর সময়ে এখানে হয়নি।

(ভয়েসেস ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :- মিউনিসিপ্যালিটিতে করাপশানে ভরে গেছে সেটা আগে বন্ধ করুন।)

Mr. Speaker :— Sir, II am tell something to my friends in opposition. They are raising questions after questions about corruption in Municipality. I do not deny that Municipality is not free from corruption. Still their is corruption in Municipality. We are attempting much to stop it. We came to power, we found corruption and tried much to stop it, But, how to stop ! Is there any easy way ? How to stop the corrupt surroundings created by my friends in opposition ? Those corruption were the creation of my friends in opposition when they were in power. I do request my opposition friends to come to my chamber and to seat togather to find out way and means to stop corruption.

(Interruption)

Mr. Deputy Speaker, Sir, I do always show good manners to others and do expect the same from them. This is my party discipline. My party gives others chances to deliver their speech freely. So, why should I not expect the same manner from the other parties. Sir, I always ready to resing if any one can prove that I don't show proper manners to other.

Mr. Deputy Speaker, Sir, My Government believes that everyone has rights to like properly. My Government is always ready to give everyone chances to act according to his rights. The Left Front Government during their last ten-years period deprived them from their rights to free living.

Mr. Deputy Speaker :— Hon'ble Minister, have you come to the end of your speech ?

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) Mr. Deputy Speaker Sir, I would not take much time. Sir, I support the address delivered by the Hon'ble Governor on the 28th January, 1991. I don't support the amendment raised by the opposition party on the address delivered by the Hon'ble Governor. Sir, the amendment raised by the

opposition is not at all reasonable. Their criticism is neither creative nor constructive. Their Criticism would not show any positive or rational outlook. They didn't say even a single word about welfare, about goodness of human beings. Sir, we do always welcome and praise creative thinking. The thinking that allows men to protect their rights is always welcome. Nothing much to say. I do like to conclule my speech here.

Thanking you.

শ্রীমতী বিভা রাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মি: ডেপুটি স্যার, গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এখানে যে অভিভাষণ দিয়েছেন এবং তার উপর যিনি ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং যাঁরা এই অভিভাষণের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তাঁদেরকে এই সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, আমরা জানি যখন একজন কিছু বলেন এবং তা শোনার পর অনেক সময় একটা সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে এডিশান, অল্টারেশন ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে করা যেতে পারে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা আমার থেকে অনেক বেশী বয়স, তাঁদের জ্ঞান অনেক বেশী। মাননীয় সদস্য কেশব মজুমদার মহোদয় তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বলেছেন যে, দশরথ বাবু, নৃপেন বাবুকে ত্রিপুরাবাসী সবাই শ্রদ্ধা করে। আমরাও ত্রিপুরাবাসীর বাইরে নই, আমরাও তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করি। উনারা মাননীয় রাজ্যপালের অভিভাষণকে মর্যাদা না দিয়ে কতগুলি ছোট ছোট শিশুর মত এই পবিত্র বিধানসভায় চেঁচামেচি করে ভাষণ না শুনেই এখান থেকে চলে গেছেন। তারপর আবার এই অভিভাষণের উপর কতগুলি সংশোধনী এনেছেন। যেখানে উনারা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ শুনেন নি সেখানে তাঁর ভাষণের উপর উনারা কেন সংশোধনী আনলেন আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা থেকে আরম্ভ করে বিরোধী সদস্য মহোদয়রা উনাদের বক্তব্যে প্রায়ই একটা কথা বলে থাকেন যে—ত্রিপুরাবাসী বোকা নন। আমিও উনাদের সঙ্গে একমত যে ত্রিপুরাবাসী বোকা নন। তার প্রমাণ ত্রিপুরাবাসী গত নির্বাচনেই রায় দিয়েছেন। স্যার, এই বিরোধী আসনে যারা বসেছেন তাঁরা কিন্তু তাঁদের নিজের প্রচেষ্টায় এখানে আসেন নি। কিছু মানুষের ভোট নিয়েই এখানে এসেছেন। তাদের কাছে তাঁরা কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলেই তারা তাঁদেরকে ভোট দিয়ে এই পবিত্র বিধানসভায় পাঠিয়েছেন।

মাননীয় বিরোধী সদস্যরা রাজ্যপালের ভাষণের উপর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু একটা রাজ্যে প্রয়োজন ভিত্তিক যা হওয়া উচিত এবং যা দরকার এটা করতে হলে হওয়ার মানসিকতা থাকলে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যবাসীদের মন আনন্দে ভরে যায় কিন্তু তার জন্যও উনারা সংশোধনী এনেছেন রাজ্যপালের ধন্যবাদসূচক ভাষণের উপর। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে দেশের সাম্প্রদায়িকতার কথা বলেছেন,

ঐক্যের কথা বলেছেন। গতকাল সুবোধবাবু এবং ফয়জুরবাবু রাজনগর গাঁওসভার এক হত্যাকাণ্ডের কথা বলেছেন, ওরা মুসলিম বলেছেন, হিন্দু বলেছেন। কিন্তু আমি বলব এই পবিত্র বিধানসভায় একজন লোক মারা গেছেন। আমি বলব, সুবোধবাবু বিয়ে করেনি, তিনি বুঝতে পারবেন না। একজন স্বামী হারা স্ত্রী এবং পিতৃহারা সন্তানের ব্যথা কতটুকু। তারপর সুবোধ বাবু একটা মিটিং ডাকলেন সেই মিটিং-এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী, আমি এবং শ্রীযুক্ত বিপ্লাল মিশ্রা উনিও উপস্থিত ছিলেন। ওরা মিটিং ডাকলেন কিন্তু সেই মিটিং-এ ওরা গেলেন না।

শ্রীসুবোধ দাস :— মিটিং আমরা ডাকিনি শান্তি কমিটি এই মিটিং ডেকেছেন। এই মিটিংকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, আমরা রাজনগরের দিকে গিয়েছিলাম এবং সেখানে কংগ্রেস, বি, জে, পি কমিউনিস্ট সবাই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— শান্তি কমিটি আর যে কমিটিই ডাকুন না কেন সেই মিটিং এ আমরা গিয়েছিলাম এবং আলোচনা হয়েছিল। আমি কয়েকদিন সেখানে ছিলাম কিন্তু সুবোধ বাবু এবং ফয়জুর রহমান কাউকে দেখিনি। বলতে হবে একজন লোক মারা গেছেন এই ধরণের যাতে বন্ধ হয় সেইজন্য চেষ্টা করা দরকার। একটা স্ত্রী যাতে স্বামী হারা না হয়, একটা সন্তান যাতে পিতৃহারা না হয়, সে জন্য চেষ্টা করা দরকার।

শ্রীফয়জুর রহমান (কুর্তি) :— যেদিন মাননীয় মন্ত্রীরা মিটিং করেছিলেন সেদিনই ২০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কিনা ?

শ্রীমতী বিভারাণী নাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ফয়জুর রহমান যা বললেন সেই তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে পত্র পত্রিকায় এবং বিধানসভায় সদস্য বাবুরা কি ধরণের সব কথাবার্ত্তা নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই উনার মেয়ে আছে এবং অন্যান্যদেরও মেয়ে আছে যদি ওদের নাম ধরে এই সমস্ত কথা বলা হয় তাহলে ওদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে।

স্বধীর দেবনাথ ত মেয়ে না। সবকিছু কি ভুলে গেলেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখন একটা মনে পড়ছে। আমার বাড়ীতেও দাদা শ্বশুর আছেন, দিদি শাশুরী আছেন। উনারা খাওয়া দাওয়ার পর বলেন, আমাদেরে খাওয়া দেওয়া হয়নি, তখন আমরা মাঝে মাঝে বলি এইত মাত্র খেলেন তখন উনারা বলেন আমাদেরকে খাওয়া দেওয়া হয়নি। তখন আমার শাশুড়ী আমাদের বুঝান বয়স হলে এইরকমই হয়ে যায় সব ভুলে যায়, তোমরা রাগ করো না। ঠিক আমার দাদুরও একই অবস্থা হয়েছে (বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মাকে লক্ষ্য করে) তাই দাদুর উপর রাগ করিনি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে, আমি নাম জিজ্ঞাসা করলে বলব না, কারণ এখানে মহিলার সম্মান

জড়িত আছে। ১০ বৎসর ফুড ফর ওয়ার্কের একটা কাজ ছিল, এইটা এখনও আছে এবং জ্ঞানপাশা একটা ছড়া আছে সেখানে হঠাৎ দেখলাম, ফুড ফর ওয়ার্কের কাজ হচ্ছে। মহিলারা টুকরী দিয়ে সেখানে মাটি বইছেন। ১ ঘন্টা পর কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিগো, তোমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। ওরা বলল, হ্যাঁ, আজকে হরকিষেণ সিং সুরজিৎ আসবে আমরা মিছিলে যাব। "আমাদের পয়সাও দেওয়া হয়ে গেছে" সেই মহিলা সন্ধ্যার সময় আমার বাড়ীতে এসে কি কান্নাকাটি শুরু করল। মহিলা কিন্তু তাদেরই দলের সমর্থক। কি হয়েছে, তখন সেই মহিলা একজন সদস্যের নামে যে কথা বললেন আমি একজন মহিলা হয়ে এই বিধানসভায় মুখ দিয়ে বের করতে পারব না। আমি অনুরোধ করব আপনারা মহিলাদের নিয়ে এই ধরণের রাজনীতি করবেন না। কারণ প্রত্যেকেরই মা আছে, বোন আছে, স্ত্রী আছে। স্যার, এখানে ট্রাইবেলদের নিয়ে বড় বেশী কথা বলেছেন। আমি ট্রাইবেল মহিলাদের সম্পর্কে কিছু বলব। আমরা মহিলাদের কিছু অরগেনাইজেশান থাকলে, রেজিস্ট্রেশান থাকলে কিছু গ্রান্ট দিয়ে থাকি। আমরা বিভিন্ন ট্রাইবেল এলাকাতে গিয়েছি। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কিগো তোমাদের কি মহিলা অরগেনাইজেশান নাই? তখন উনারা বললেন হ্যাঁ, গতবার ত স্টেইট বোর্ড থেকে এসেছিলেন, ওরা বলেছে নারী সমিতি না করলে অরগেনাইজেশন টাকা দেওয়া হবেনা। কিন্তু স্যার, আমরা আজ পর্যন্ত এই কথা কাউকে বলিনি। আমরা এই কথাও জিজ্ঞাসা করিনা যে তোমরা কোন দলভুক্ত, কবে রেজিস্ট্রেশান হয়েছে। এখানে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে কোন একজন সদস্য স্টেইট বোর্ডের সংগে সরাসরি যুক্ত আছেন। নাম বলব না, উনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। উনি কেমন করে এখানে এসে ধান ভানতে শিবের গীত গান? আমরা স্যার, কোন জায়গায় মহিলা সংগঠন থাকলে আমরা কিছু গ্রান্ট দেই। আমরা অমরপুরে মহিলা সংগঠনকে দিয়েছি, জম্পুইতে এই স্কীমের টাকা দিয়েছি, কাঞ্চনপুরেও দিয়েছি। আমরা জিজ্ঞাসা করিনা তোমরা কোন সংগঠন কর বা অন্য কিছু। আমাদের এই সরকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাদের দরকার দরকার তাদের অন্ন দেওয়া। আপনাদের বিগত ১০ বৎসরের মধ্যে যেকোন ৩ বৎসরের সংগে এই সরকারের ৩ বৎসরের তুলনা করলে আমি একটা বলতে চাই, এখানে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, আমার অন্যান্য পার্টিম্যানরা আছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিনা কোন দলভুক্ত, যাদের পেটে ভাত নাই, তাদেরকে ভাত দেওয়াই হচ্ছে আমাদের কাজ। যাই হোক রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যপাল খুশী হয়ে ত্রিপুরাবাসীর জন্য যে কাজ হয়েছে বা কাজ হতে চলেছে সেজন্য ভাষণ দিয়েছেন। আমি অনুরোধ করব বিরোধী যারা জনগণের ভোট নিয়ে এসেছেন তাদেরকে সংশোধনী প্রস্তাব তুলে নিয়ে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন জানান ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ দাস।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯১ইং মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ এই বিধানসভায় রেখেছেন এবং তার উপর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব

এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধীদের আনীত সংশোধনীর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মহামান্য রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রেখেছেন আমি এক কথায় বলতে চাই যে, সেগুলি ভূতের মুখে রামনাম ছাড়া আর কিছুই নয়। ওনারা আমাদের মাননীয় রাজ্যপালের এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণের উন্নয়নে জাতি উপজাতির, পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এই জোট সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ ও কর্মসূচী নিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেইগুলির কথাই বলেছেন। কাজেই এইগুলি যাতে আমরা সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করতে পারি তারজন্য আমাদের সরকারের পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের যারা রয়েছেন তাদের সকলেরই সেখানে সমান দায়িত্ব আছে এবং এই দায়িত্ব সবাই পালন করবেন, এই আশা এবং বিশ্বাস আমার রয়েছে। এখানে বিভিন্ন সংশোধনী এনেছেন তার মধ্যে তফশিলী জাতি উপজাতির ব্যাপারে একটা সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু। উনি এখানে উল্লেখ করেছেন যে, তফশিলী জাতি উপজাতিদের সমস্ত অধিকার সংকুচিত ও তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা বলেছেন। কিন্তু গতকালকে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে এই সব সম্পর্কে কিন্তু খুব বেশী কিছু বলেন নি। আমি আমাদের ১৯৯০-৯১ সালে তফশিলী জাতি কল্যাণ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ক্ষেত্রে মোট বরাদ্দ ছিল ২১০.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে শিক্ষাখাতে ছিল ৭২.১৮ লক্ষ টাকা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে ১০৭.৭০ লক্ষ টাকা। বাকী টাকা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ইত্যাদির জন্য রাখা হয়।

১৯৯১-৯২ সনের জন্য তফশিলী উন্নয়ন খাতে মোট ৩০০ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এরমধ্যে শিক্ষাখাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১১৩ লক্ষ টাকা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে ১৮৭ লক্ষ টাকা। ১৯৯০-৯১ সনের তুলনায় প্রস্তাবিত মোট বৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে বৃদ্ধিব হার যথাক্রমে ৩৬.১২ এবং ৪২.৪১ শতাংশ। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশ কয়েকটি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলি চালু থাকবে। নূতন প্রকল্পগুলির মধ্যে তফশিলীদের ছাত্রাবাস। আমরা দেখেছি বামফ্রন্টের আমলে সেটা হত এক হাজার টাকা দেড় হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হতো এবং সেই ঋণ পরে ফেরত না পাওয়ার ফলে এই করপোরেশন আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল এবং ফলে তারা ব্যাংকের কাছে ডিফলটার হয়ে পড়েছে। এবং সেজন্য তারা ব্যাংকের কাছে যেতে পারছেনা। তাছাড়া সে সময় সাবসিডির পরিমানও ছিল ১ হাজার টাকা। এখন আমরা সেটাকে বাড়িয়ে করেছি ৩,০০০ টাকা। এইখানে অবশ্য আমাদের একটা কথা স্বীকার করতে হয় যে, গ্রামীণ ব্যাংক সেই গ্রামীণ ব্যাংকের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ এখানে ডিসবার্সমেন্ট করার কথা। কিন্তু তাদের আজকে এমন অবস্থা যে, তারা আজকে সেটা করতে পারছে না। যারফলে আমাদের এই কর্পোরেশনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ কাজ আমরা করতে পেরেছি

তার হিসেব আমি দিচ্ছি তা থেকে আপনারা এর কাজকর্ম সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

১৯৮৯-৯০ সালের আমাদের টারগেট ছিল ১৫৮০টি পরিবার এই লক্ষ্যমাত্রা আমরা অতিক্রম করতে পেরেছি। ১৯৯০ ৯১ সালে টারগেট ছিল ১১০০ আমরা ডিসেম্বর মাসের যে হিসেব সে হিসেব অনুযায়ী আগের বকেয়া সহ মোট ১৫৮৭টি পরিবারকে ঋণ দিয়েছি। এরমধ্যে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাস বাকি আছে। এ, টি, কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও আমরা সেইভাবে অগ্রসর হয়েছি। ১৯৮৯-৯০ সালে টার্গেট ছিল ১৫৬৭ আমরা তখন ৬০৮ জনকে দিতে পেরেছিলাম। এবং ১৯৯০-৯১ সালে ২০৭৫টির মধ্যে গত ডিসেম্বর মাসের হিসেব মত ১১৫০টি পরিবারকে ঋণের ব্যবস্থা করছি এবং আরো তিন মাস রয়েছে আমরা এরমধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারব। কাজেই, এইখানে যে বলা হয়েছে কর্পোরেশনের কাজ লাটে উঠেছে সেটা ঠিক নয়।

এইখানে মাননীয় সদস্য চিত্তরঞ্জন সাহা বলেছেন যে, ''আমাদের বন বিভাগ দ্বিতীয় এবং এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের সহায়তায় আজকে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে''। কিন্তু উনি আগে উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেটা বলেননি, এখন সেটাকে সংশোধনী আনতে গিয়ে সেটা বলছেন। আপনারা জানেন রাজ্যের প্রায় ৬০ পারসেন্ট বনাঞ্চল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জনসাধারণের জ্বালানী কাঠ এবং বনজ সম্পদের চাহিদা মেটাবার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল।

নতুন প্রকল্পের মধ্যে তপশিলী ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক ছাত্রাবাস, স্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি, আবাসিক ছাত্রীদের জন্য সেলাইশিক্ষা ইত্যাদি এবং নতুন প্রকল্পগুলি হলো মিশ্র বীমা প্রকল্প, ব্রয়লার মুরগী পালন, আদর্শ কলোনী স্থাপন, নৌকা সরবরাহ ইত্যাদির ৭ম পরিকল্পনায় গৃহীত সমস্ত প্রকল্পগুলি ৮ম যোজনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভূমিহীনদের পুনর্বাসন প্রকল্প এবং অনুদানের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই পরিমাণ বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ছিল ৪,৫০০ টাকা এবং সেটাকে বাড়িয়ে আমরা ১৬,০০০ টাকা করেছি। বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে সেটাকে ২০০ টাকা করা হয়েছে। তারপর ডঃ আম্বেদকর স্মৃতি পুরস্কার—মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের যথাক্রমে ২৫০ এবং ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে উভয় ক্ষেত্রেই ১০০০ টাকা করেছি। এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ও ৯ম শ্রেণীতে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ২০০ টাকা এবং ৫০০ টাকা করে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা এই বর্তমান বৎসর থেকে আমরা চালু করেছি। শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে হানড্রেড পয়েন্ট রোস্টার চালু করা হয়েছে যাতে তফশিলী ছাত্রছাত্রীরা সংরক্ষণ অনুসারে শিক্ষার সুযোগ পায়। তাছাড়া তফশিলী ছাত্রছাত্রীদের সংরক্ষণ কঠোর করা হচ্ছে এবং এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেই জন্য সংরক্ষণ বিষয়ে একটা আইন পাশ করার জন্য প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করেছেন। তফশিলী জাতি এবং উপজাতিদের ক্ষেত্রে এইটা সমভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কাজেই তফশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই ধরণের কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস তফশিলী জাতি কর্পোরেশনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি

বলেছেন এই কর্পোরেশনের টাকা অন্যত্র সরিয়ে নেবার ফলে এই কর্পোরেশন লাটে উঠেছে। উনার এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন-অসত্য।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের ৬০ শতাংশ বন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সমস্ত জনসাধারণই কাঠ, জ্বালানীকাঠ ও অন্যান্য বনজ-বস্তুর চাহিদা মেটাবার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল। এই ছোট রাজ্যে ত্রিপুরার বাংলাদেশের সংগে সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৮৩৯ কিলোমিটার এবং সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে বনজ বস্তু পাচার একটা বিরাট সমস্যা। ইহা ঠিক নয় যে বন-দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তার এবং এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ আমলা-কর্মচারীর সহযোগীতায় সংঘটিতভাবে ত্রিপুরার বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। তবে বিস্তীর্ণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বনাঞ্চল রক্ষা করতে জনসাধারণ-এর সহযোগিতা প্রয়োজন। কারণ দপ্তর বন রক্ষায় ও বন উন্নয়নে সর্বদাই সক্রিয়। বছরে প্রায় ২৫০০ হাজার বন দপ্তর থেকে বন আইন অমান্য মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ী থেকেও চোরাই কাঠ পাওয়া গিয়েছে। বন দপ্তরের বহু কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালন করার সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন এবং চোরাকারবারী দ্বারা আক্রান্ত এমনকি অপহৃত হয়েছে পর্যন্ত। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতীয় বন আইন সংশোধন করে বে-আইনীকারীদের বিরুদ্ধে ৫০ টাকার জরিমানা বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা অবধি জরিমানার একটি বিল এই বিধানসভায় গত ২০-৩-৯০ ইং তারিখে বিধিবদ্ধ করেছেন। এই বিলটি এখন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়াও চলতি বিধানসভায় আরও ২টি বিল আনা হয়েছে। একটি ত্রিপুরার বাইরে কাঠ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আরটি হলো দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়। যখনই বন দপ্তরের কোন আমলা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বে-আইনীকারীদের সাহায্য করার অভিযোগ পাওয়া যায় তাহা তদন্ত করা হয় এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এই বিধানসভায় মাননীয় বিরোধী বন্ধুরা ও. বি. সি সংক্রান্ত অনেকেই কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ও. বি. সিকে সাম্প্রদায়িক দল বলে আখ্যায়িত করতেন। সেটা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে। আর এই জোট সরকার আসার পরই এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে তৎপর। এই ব্যাপারে সরকার একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৩-১১-৮৮ ইং তারিখে ১২ সদস্য এই কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিকে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত ও সামাজিক সমস্যাবলী খতিয়ে দেখে যথাযথ সুপারিশ করার জন্য বলা হয়েছে। কমিটি তার অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট ত্রিপুরায় বসবাসরত ২৭টি সম্প্রদায়কে ও. বি. সি. হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যার মধ্যে রাজ্য সরকার ২৬টি সম্প্রদায়কে নীতিগতভাবে ও. বি. সি হিসাবে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিটির মূল রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই। কমিটিকে ৩১-৩-৯১ইং তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

ও. বি. সিদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার-এর ২৭ শতাংশ চাকুরীর সংরক্ষণ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারী ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা সমূহের চাকুরীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। রাজ্য সরকারের অধীন চাকুরীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ প্রযোজ্য নহে।

রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত ও. বি. সি কমিটির মূল রিপোর্ট পাওয়ার পরই ঐ রিপোর্ট এর সুপারিশসমূহ যথাযথ পরীক্ষানিরীক্ষার পর ত্রিপুরায় অন্যান্য শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারী কাজে নিযুক্তির জন্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হইবে।

কাজেই স্যার, আমি বলতে চাইছি, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যারা রাজ্যপালের ভাষণের উপর যেসমস্ত সংশোধনী এনেছেন সেগুলি প্রত্যাহার করে রাজ্যপালের ভাষণটি স্বাগত জানাতে মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি এবং আমি মাননীয় রাজ্যপালের মূল ভাষণটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ইং মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করেছেন এবং সেই ভাষণের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী সদস্যারা এই রাজ্যপালের ভাষণের উপর যেসমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৫ লক্ষ মানুষের আশা আকাংখার অনেক প্রতীক ছবি উনি ধরে তুলেছেন। অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যে জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র শ্রেণীর অবগতির জন্য যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। যেটা রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে ফুটে উঠেছে। যারা ত্রিপুরা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন, আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাতে চাইছেন তাদের কাছে নিশ্চয় রাজ্যপালের ভাষণ ভালো লাগবে না। তাতে তারা হতাশ হবেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা কায়েমী স্বার্থে রাজনীতি করেন, বঞ্চনা নিয়ে রাজনীতি করেন, তাদের রাজনীতি কিছু সময়ের জন্য মানুষকে বোকা বানানো। কিন্তু সব সময় সকল অংশের মানুষকে বেশীদিন বোকা বানিয়ে রাখা যায় না। এটা ইতিহাস সাক্ষী। আজকে পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় সারা ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়াতেও আজকে মানুষ মুক্তির জন্য গান গাইছে। শুধু তাই নয় শৃংখল ছিন্ন করার জন্য আজকে জোয়ার লেগেছে চীনেও। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই, তারপরেও আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক নেতৃবৃন্দের এখনও মোহ ভংগ হয় নি। আমরা ক্ষমতায় এসেছি তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চলছে।

আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের প্রচণ্ড ঘৃণা মাথায় নিয়ে যারা ক্ষমতায় মসনদ থেকে আজকে

রাজপথে দাঁড়িয়েছে। পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী এবং সংখ্যালঘু উভয় অংশের মানুষের মধ্যে বিজাতি সৃষ্টি করে পুনরায় ক্ষমতায় আসার যে অপচেষ্টা উনারা করছেন সেটা আমার মনে হয় এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন দিন সেই আশা পূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি না।

শুধু তাই নয়, আমরা যখন এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছিলাম, তখন আমাদের বিরোধী বন্ধুরা বলেছিলেন, আমাদের আয়ু মাত্র তিন মাস। কিন্তু সেই তিন মাস যখন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তখন তারা আমাদের আরও ৩ মাসের এক্সটেনশান দিয়ে বললেন যে ৬ মাস পরেই আমাদের আয়ু শেষ হয়ে যাবে। এভাবে, তিন মাস, ছয় মাস এবং আজকে ৩ বছর গত হতে চললো, আমাদের আয়ু শেষ হল না, আমরা এখনও বেঁচে আছি। তারপর, দিল্লীতে যখন ভি, পি সিং, সরকার এলো, তখনও আপনারা আমাদের এই রাজ্য থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। এই রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে যে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেটার প্রচার না করে আপনারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই জোট সরকারের বিরুদ্ধে শুধু প্রপাগ্যাণ্ডাই করে গিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হয়নি। তাই, আমি বলি যে, শকুনের অভিশাপে কখনও কারো মৃত্যু হয় না, কাজেই আপনাদের অভিশাপেও আমাদের মৃত্যু হবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই আমাদের মৃত্যু আপনারা ডেকে আনতে পারেন। কাজেই আপনারা যে রাস্তা ধরেছেন, সেই রাস্তা আপনারা পরিত্যাগ করুন এবং এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য যে কাজ করে চলেছেন, তার জন্য সরকারের সংগে সহযোগিতা করুন, এটাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা দেখেছি রাজ্যপালের ভাষণে এই রাজ্যের আইন-শৃংখলা সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে উনারা কোন সংশোধনী আনেন নি। এতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজ্যে শান্তির যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরাও তাতে খুশী হয়েছেন। অন্যদিকে আপনাদের আমলে যে ১০ বছর আপনারা রাজত্ব করেছিলেন, আপনাদের সেই দিনের কথা মনে পড়লে এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শিহরিয়া উঠে। আজকে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিজেরা সেটা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য সমরবাবু রাজ্যপালের ভাষণের উপর একটা সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছেন—সেটা হল "উপজাতি দুঃস্থ এলাকা সমূহে ভর্তুকীতে ডবল রেশন দেওয়ার কোন উল্লেখ নেই।" আমি, উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আপনাদের ১০ বছরের রাজত্বে একবার মাত্র নির্বাচনের পূর্ব-মূহূর্তে উপজাতি দুঃস্থ এলাকায় ডাবল রেশন ভর্তুকীতে দিয়েছিলেন। এটা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু এরপর আর কি আপনারা সেই রকম কিছু উপজাতিদের দিয়েছেন? দিয়েছেন, একথা আপনারা বলতে পারবেন না। কারণ রেকর্ড বলে দেয়নি। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের এ, ডি, সি এলাকা বিশেষ করে পত্তাছড়াতে সারা বছর ভর্তুকী দিয়ে ডাবল রেশন দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, লীন সীজন—মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি এ, ডি, সি এলাকায় দেড়গুণ হিসাবে চাউল সরবরাহ করে থাকি, রেশন সপ্তাহের মাধ্যমে।

তারপরেও যদি দেখা যায় যে কোন এলাকায় খাদ্যাভাব চলছে, বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী রাউবাবু জানিয়েছেন যে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় খাদ্যাভাব চলছে, আমরা সরকার থেকে সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্লকের ১৭টি রেশন শপের মাধ্যমে চাউল দেওয়া ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছি এবং এই ব্যবস্থা যত দিন প্রয়োজন হবে, ততদিন চালিয়ে যাওয়া হবে।

তারপরেও ওরা বলছেন যে জোট সরকার উপজাতি এলাকার জন্য কিছু করছে না সেটা অসত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয় আমার দপ্তরের সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন যে, "যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে এক শ্রেণীর অসাধু ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী কালোবাজারীরা যে অবাধ মুনাফা লুন্ঠন দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের সর্বস্ব লুঠ করে নিচ্ছে" তার সম্পর্কে রাজ্যের কং (ই) ও টি, ইউ, জে, এর জোট সরকার কোন কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সবাই উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কগ্রস্থ হয়েছি। ভারতবর্ষে তার প্রভাব পড়েছে। কারণ সবাইর মনে এক প্রশ্ন যদি যুদ্ধ লাগে তা হলে ভারতবর্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ঘটতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই ক্রেতা জনসাধারণের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় জিনিস কেনার একটা মানসিকতা। আমরা লক্ষ্য করেছি এবং সেই জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেই সভায় ব্যবসায়ীদেরকে ক্রেতা জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম বেশী না নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যদি কেউ নেয় তা হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারপরে আমরা খবর পাই যে অশোক পেট্রোলিয়াম কালোবাজারে পেট্রোল বিক্রী করে দিয়েছে। আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। গোলবাজার ও হকার্স কর্ণারের কালোবাজারীদেরকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। একটা কথা এখানে বলছি যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যে হারে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে সেই তুলনায় ত্রিপুরাতে অনেক কম। এখানে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে আটা এক কেজির দাম ৬ টাকা, ত্রিপুরাতে ৩-২৫ পঃ। সর্ষের তেল পশ্চিমবঙ্গে ৩৯ টাকা, ত্রিপুরাতে যুদ্ধের আগে ছিল ৩৮ টাকা এক লিটার, এখন ৩৯ টাকা। মুসুরী ডাল পশ্চিমবঙ্গে ১৫ টাকা, ত্রিপুরাতে যুদ্ধের আগে ছিল ১২-৫০ টাকা বর্তমানে ১৩ টাকা। মুগ ডাল পশ্চিমবঙ্গে ১৩ টাকা কে, জি, ত্রিপুরাতে যুদ্ধের আগে ছিল ১২-৫০ টাকা বর্তমানে ১৩ টাকা কে, জি। চিনি, ওয়েস্টবেঙ্গল ৯-৮০, আর আমাদের এখানে যুদ্ধের আগে ১০ টাকা, লবণের প্যাকেট ওয়েস্টবেঙ্গলে—২-৫০। আর যুদ্ধের আগে আমাদের এখানে ২-৫০, আর বর্তমানে ২-৫০ থেকে ২-৭৫। পেঁয়াজ, ওয়েস্ট বেঙ্গলে—৯ টাকা। আমাদের এখানে যুদ্ধের আগে এবং পরে ৯ টাকা।

শ্রীসমর চৌধুরী :— যে জিনিসগুলির এখানে দাম দিচ্ছেন তা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? সব অসত্য ভুল তথ্য দিচ্ছেন।

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি কালকে ওদের সরকারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে রেটগুলি এনেছি। আপনারা যোগাযোগ করলেই জানতে পারবেন। অসত্য তথ্য হলে অবশ্যই বলবেন। স্যার, আমাকে দুই মিনিট সময় দিন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি শেষ করুন।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে দু মিনিট সময় দিতে হবে। ওরা অপপ্রচার চালিয়ে মানুষের মনে আতংকের সৃষ্টি করছে। সে আতংক অবশ্যই দূর করতে হবে আমাকে। স্যার, আমরা সবাই কাগজে দেখতে পেলাম, রেশনে চাল কমান হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক আগে ১ কে, জি, করে। আমাদের রাজ্যে সেটা আমরা করি না। অথচ এখানে বলছেন, চাল, চিনি, লবন, কেরোসিন কিছুই পাচ্ছেন না। আমরা বুঝতে পারছি না, সংবাদপত্রিকা আপনারা পড়ছেন কিনা তা আমরা জানি না। এখানে এসে বলছেন, আগরতলায় তেলের বিরাট লাইন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আগরতলায় যারা বসবাস করে তাদের রেশন সপের মাধ্যমে মাসে ৮ লিটার এবং বকারদের ২ লিটার করে কেরোসিন তেল দিচ্ছি। যুদ্ধের কারণে এল, পি, জি, গ্যাস আসেছে না এই জন্য এর বাইরে অতিরিক্ত আরো ৫ লিটার কেরোসিন তেল আগরতলার তিনটি পয়েন্ট থেকে দিচ্ছি। এই কারণেই এত বড় লাইন। এটা অতিরিক্ত। যুদ্ধের কারণে যেখানে প্রতিটি রাজ্য কার্টেল করছে সেখানে একমাত্র আমরাই অতিরিক্ত দিচ্ছি। কমান তো দূরের কথা। কাজেই এখানে যে বলছেন, লবণ পাচ্ছে না, চাল পাচ্ছে না, চিনি পাচ্ছে না, কেরোসিন তেল পাচ্ছে না এটা বলে আপনারাই অসাধু ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে উৎসাহিত করছেন। বিধানসভায় ভেতরেই শুধু নয়, বিধানসভার বাইরেও প্রচার করছেন। যুদ্ধের নাম করে কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করার মানসিকতা ওরাই সৃষ্টি করছেন। আমি অস্বীকার করছি না, এখানে যে কিছু কিছু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা করতে যে সচেষ্ট হন নি। তবে এই ব্যাপারে আমাদের সরকার খুবই সাক্রিয় ভুমিকা পালন করছেন। আমাদের কাছে যখনই খবর আসছে তখনই আমরা খোঁজ নিচ্ছি, এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে খোঁজ নিচ্ছি। স্যার, এখানে রেশন শপের দুর্নীতির কথা বলছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে জানতে চাই, গত ১০ বছরে এ রাজ্যে কয়টি রেশন সপের দুর্নীতি ধরেছেন ? কয়জনের ডিলারসীপ বাতিল করেছেন ? কিন্তু আমরা তিন বছরে ১৫০ টার মত রেশন সপ ক্যান্সেল করেছি। তা সে যে কোন দলেরই সমর্থন পুষ্ট হউন না কেন।

কংগ্রেস হোক, টি, ইউ, জে, এস হোক, সি, পি, আই (এম) হোক যদি কোন রেশন সপের মালিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর পাই সাথে সাথে আমরা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

নিতে দ্বিধাবোধ করি না। আমি বিরোধী সদস্য মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করব যদি কেউ কালোবাজারী, মুনাফাবাজী করে তারজন্য আপনারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই উপসাগরীয় যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে যেন কোন অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে পারে। তারজন্য সরকার সব সময়েই সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। স্যার, আমি মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদের আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলিকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিরোধী দলনেতাকে বলছি যে, আপনাদের আরও ১৫ মিনিট সময় আছে। আপনাদের মধ্যে যে কেউ বক্তব্য রাখতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা বক্তব্য রাখবেন।

মিঃডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা।

শ্রী বিমল সিনহা (কমলপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ৬৫ প্যারা সম্বলিত এই ভাষণের উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি ২৬ নং প্যারার উপর একটা আলোকপাত করতে চাই। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় সেখানে বলেছেন— "রাজ্যে চা শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য আমার সরকার কয়েকটি ইতিবাচক ব্যবস্থা নিয়েছে। ত্রিপুরা চা শিল্পের সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল এবং তাতে যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়েছিল সেগুলি কার্যকর করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের সহায়তায় দুর্গাবাড়ীতে বছরে প্রায় ৬০ লক্ষ কিলোগ্রাম চা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় চা-প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে।" এই হচ্ছে কথাটা। কিন্তু বাস্তবের সাথে এটার কোন মিল নেই। শিল্পের জন্য আপনারা কিছু করুন এটাও আমরা সমর্থন করি। কিন্তু শিল্পের নামে যদি জালিয়াতি দুর্নীতি এবং চূড়ান্ত রকমের কারচুপি শীর্ষস্থান থেকে করা হয় তার বিরোধীতা না করে আমরা পারি না। আমি এখানে কতগুলি তথ্য দিয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আপনি জানেন আমাদের ত্রিপুরাতে টি ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড কোম্পানী এ্যাক্ট ১৯৫৩ অনুযায়ী তৈরী হয়েছে। এটা একটা গভর্ণমেন্ট আণ্ডারটেকিং। এখানে যে দুর্নীতি চলছে তার কয়েকটা নিদর্শন আপনার সামনে আমি রাখতে চাই। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এর ভাইস চেয়ারম্যান হলেন রাজেশ্বর দত্ত। তিনি ৩ বৎসর যাবৎ যে ধরণের দুর্নীতি করছেন তার কয়েকটা নমুনা আমি দিচ্ছি. তিনি বোর্ডের রেজুলেশান না করে ৮২ হাজার টাকার কাজ দিলেন ফটিকছড়া ডাকবাংলা মেরামত; ফটিকছড়ায় একটা ডাকবাংলা আছে, টিপটপ ডাকবাংলো। তিনি কোন কাজ না করেই ৮২ হাজার টাকা বিল করে নিয়ে গেলেন।

ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান এ্যাসেম্বলী হল কাম ব্রিক্রিয়েশান রুম কাম কিচেন ৩০ হাত বাই ১৫ হাত, ৫২ হাজার টাকার বিল নেওয়া হয়েছে কিন্তু তারজন্য কোন টেণ্ডার কল করা হয়নি। কোন রকম

এসেস মেন্ট নেই, অভারসিয়ারের রিপোর্ট নেই। ৫২ হাজার টাকা তুলে নিলেন কাজ না করে। তারপর কমলাসাগর চা বাগান সেখানেও এই রকম ধরণের ছন, বাঁশ ইত্যাদির ব্যাপারে প্রচণ্ড রকম দুর্নীতি করা হয়েছে কিছু না সাপ্লাই করে ৯৩ হাজার টাকা গায়েব করে নিলেন উনি। তারজন্য অভিযোগ করার জন্য উনি একটা নোট দিয়েছিলেন, সেই নোটের ফাইল নাম্বার হচ্ছে F-TDDC/ESTD/1(25)-8) তদন্ত করার জন্য। কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে মতিবাবু দেখলেন উনি এমন লোক উনাকে ধরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি এই ব্যাপারে ইস্তাফা দিলেন এবং এই ব্যাপারে তিনি আর কথা বললেন না। এটার জন্য ভিজি-লেন্সও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু উনারা সেটা চাপা দিয়েছিলেন। ১৯৮৮ ইং টি. আর. এ—১৭৯৫ এই গাড়ীটিতে কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যান আসা-যাওয়া করেন এবং তারজন্য ২১ বার বিল তোলা হয়েছে ২২৭৯৮৬ টাকা। একটা নূতন গাড়ীর দাম কত পড়ে? এই যে টাকা নেওয়া হল তার জন্য ২১ বার বিল হয়েছে মেসার্স হাইওয়ে ট্রেডেল, লেনিন সরনি, আগরতলা, তপন ভাইয়ের নামে বিল করে। এই তথ্যগুলির জবাব মেলে না? তারপর হচ্ছে ৯ হাজার ৮৬ টাকার আর একটা পেমেন্ট, সার্টিফাই করিয়ে নিলেন সুবিনয় রায় নামে ওদের একজন পি. একে দিয়ে। মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান ৫ হাজার ৬ শত কেজি চা বাক্স সাপ্লাই করার জন্য ২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকার এই যে বিল করলেন তারজন্য তদন্তের কোন প্রয়োজন নেই। কোন টেণ্ডার কল করার প্রয়োজন নেই। এবং এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কারও নাম এল না। তারপর দেখা গেল একটা বরাকবাঁশ সাপ্লাই করতে ২৫ টাকা লাগে এবং একটা মুলি বাশ সাপ্লাই করতে ১ টাকা ২৫ পয়সা লাগে, এই ভাবে ধরে নেওয়া হল ৬ লক্ষ টাকার ভোকাস বিল এবং এই ৬ লক্ষ টাকার বিল যে করেছেন সেটাই কথা নয়। বিশালগড়ের একটি কাল্পনিক ছেলের নামে করা হল ফলস্ বিল। নেই এই ধরণের লোক বিশালগড়ে। এরপরে মাছমারা বাগানের চা দিলখোস কোম্পানীকে দেওয়া হচ্ছে। কৈলাশহর মুড়িছড়া বাগানে সারা বৎসর ১১ লক্ষ ৭ হাজার ১৭০ কেজি কাঁচা পাতা প্রতি কেজি ৩ টাকা দরে বিক্রি করে। আর এই চা-এর জন্য অন্য কোম্পানী বলছে আমাদেরকে দাও আমরা ৫ টাকা দিতে রাজী আছি। ৩ টাকা দরে বিক্রি করছে কিন্তু অন্য কোম্পানী যেখানে ৫ টাকা দিতে রাজী আছে, তাদের দিতে চাচ্ছে না। কারণ সেখানে কমিশন পাবে না। এইগুলি অজস্র অভিযোগ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর ১৯৯০ সনে ফটিকছড়া, লক্ষ্মীলুঙ্গা ৯ টাকা ২৫ পয়সা দরে যে চা বিক্রী হয় সেটা সম্পর্কে আমি বিশেষভাবে বলছি। এই সময়ে ২৪/৭/৯০ইং এই চা টা যে চালান দেওয়া হয় টোটাল চায়ের পরিমাণ হচ্ছে ৬ হাজার ৮৫ কেজি। যখন এই সাপ্লাইটা দেওয়া হয় প্রতি সপ্তাহে একটা বুলেটিন বের হয়, চায়ের দাম এই সপ্তাহে কত যাচ্ছে। এটার সেল নং—৯০ গৌহাটি অ্যাকশান মার্কেটে। ঐ সময়ে চায়ের রেট ছিল ৩৫ টাকা ৯৯ পয়সা। আর বিক্রী করেছে ৯ টাকা করে। এটা দুর্নীতি হয়েছে। কি ধরণের দুর্নীতি সেটা আন্দাজের বহির্ভূত। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ৩৫ টাকা ৯৯ পয়সার চা

৯ টাকা দরে দেওয়া হয়। এটা কোন ব্যক্তির সম্পত্তি না, ত্রিপুরা রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্পত্তি। এটা মানুষের পরিশ্রমের নির্যাস। এটা করেছেন রাজেশ্বর দত্ত। তারজন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এক নোট পাঠালেন ওর বিরুদ্ধে কেইস করার জন্য। নোটটার মধ্যে পরিস্কার তিনি বলেছেন যে চা পাতাটা আপনার ৯ টার একটা ইনভয়েস গেল কলকাতার এস দাস কোম্পানীর নামে, বাকী ২টা ক্যারিং যে ড্রাইভার তার এখানে দেওয়া হল, আর একটা অফিসে রাখা হল। এই যে চালান আইনতঃ কোম্পানীর অ্যাক্ট অনুযায়ী ত্রিপুরা ৩ নং মাত্র অ্যাকসান মার্কেটে গৌহাটিতে রাখতে পারে। ক্যারিট মরিয়ম, জেনথমাস, চালিয়া কোম্পানী। চালিয়া ঠিক নয়, চালিয়া একটা ওয়্যার হাউস আছে, এই ক্যারিট মরিয়মের ঐখানে যাওয়ার কথা, কাগজ গেল কিন্তু চা পাতা গেল না। গোপনে চা পাতাটা কলকাতায় এস দাস কোম্পানীর কাছে বিক্রী হল। তারজন্য আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। দরকার হলে, এই সমস্ত চালানের জেরক্স কপি দিতে পারি। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ফিক্সড করে দিয়েছেন মেইন রেসপনসিবল হচ্ছে রাজেশ্বর দত্ত। রাজেশ্বর দত্তের বিরুদ্ধে কেইস করা হল, সবকিছু হল। দেখা গেল কান টানার সময় মাথাও এসে গেল। মাননীয় সুধীরবাবু পিকচারে এসে গেল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির সাথে জড়িত। এটা ত আমাদের আশা ছিলনা। তিনি নিজে নোট দিলেন। তিনি একজন শিক্ষক, একজন হেড মাষ্টার, উনার কাছ থেকে এইটা আশা করিনি।

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে নোট দিলেন ১০.১.৯১ তারিখ, আমি নোটের বয়ানটা পড়ছি :— Chief Minister called for discussion where Minister of State, Chief Secretary and Law Screetary were present. In course of discussion it revealed that till now no specific documentary evidence against the accused, No. 1, vice-chairman, could be traced out. Hence it was felt that his name may not be included in the complaint as an accused.

Mr. Speaker :— This order you cannot read out.

Bimal Sinha :— pardoned.

Mr. Speaker :— This order whether it is real or not. It is to be proved. Because this order you are reffering to the order of the Chief Minister. So its authenticity is required to be proved. Before that I am not raised any objection.

Bimal Sinha :— I am challenging in the hole House.

Mr. Speaker :— I am not raising an objection.

Bimal Sinha :— It is the completed signature of Sudhir Babu.

Mr. Speaker :— As regards I am raising objection because if signature or not I shall not allowed.

DISCUSSION ON THE MOTIONS OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS.

Bimal Sinha : — I am referring the Law Secretary who is responsible for interpretation of law with the steeling and decoating.

Mr. Speaker :— No, No, it is the signature or not signature I was not allowed to read in the House. You can say orally, but you cannot read an order.

Bimal Sinha :— Yes, I knew, I know, Chief Minister must be brought under 406 breach of Trust. He must be punished. He must be arrested for the prestige of the people of Tripura. He is steeling public money. Here a rulling of the Speaker cannot be overrulled. So 1 repetedly request to your honour first empowered to protect the people of Ttipura.

Shri Sudhir Ranjan Mazumder (Chief Minister) :— Sir, point of order, point of order.

Bimal Sinha :— We can not resume our Chief Minister from the offence in the Assembly.

Mr. Speaker :— No, No, it is un-Parliamentary.

Shri Sudhir Ranjan Mazumder (Chief Minister) :— Sir, point of Order.

Bimal Sinha :— It is the biggest scandled ever we have brought in the Assembly.

Mr. Speaker :— No, No, I do not think.

Bimal Sinha :— Yes, I can give you a xerox copy for your consultation and as usual you can examine it.

Mr. Speaker :— Then you continue. I will call if necessary. If it necessary. If it is required, I will call.

Bimal Sinha :— You cannot rulled out it as a mere paper.

Mr. Speaker :— Yes, you continue. continue.

If it is required, I will call. You can continue your lacture. But you can not read any order.

Bimal Sinha :— He can not be shared. He has no moral right or moral stand to remain as a Chief Minister. If is not a question of Congress (I). It is not a question of T.U.J.S, or it is not a Question of C.P.I. (M) it is the question of Moral Right.

Mr. Speaker :— This is the Parliamentary Rule.

This is the Parliamentary Practice.

Bimal Sinha :— I am doing here within the Parliamentary Practice.

Mr. Speaker :—This Rule, This Rule, You please go on, Please go on.

Bimal Sinha :— Our Chief Minister protecting a corrupted person from his charge of corruption.

Mr. Speaker :— No, No, you can not read out an order.

Bimal Sinha :— He is ordering the Chief Secretary and the Law Secretary that they should also have convenience.

This Law Secretary Shri N. G. Das who was involved in giving bail in Birchandra, Manu case সামান্য প্রমোশনের জন্য আজকের ত্রিপুরাবাসী কাহ্নক শ্রমিকের রক্ত তিনি বিক্রি করেছেন, তিনি লাভ করবেন, তিনি কোটিপতি হবেন, আমরা মানব নাকি তা। আজকে সুধীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কংগ্রেসের বন্ধুদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আওয়াজ তুলুন এই করাপটেড পারসনকে সরাতে হবে। চাকুরীতে থাকা উচিৎ না।

Mr. Speakar :— Please silence. Now time is over.

(গণ্ডগোল)

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—স্পীকার স্যার, এইটা হচ্ছে—এই ক্ষেত্রে ইণ্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে দুর্নীতি চলছে-যেটা আমরা আশা করিনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, হাউসের কোন একজন মেম্বার কোন মেম্বার বা কোন মন্ত্রীকে চার্জ করতে পারেন না এবটা সাক্ষর সম্বলিত পেপার্স দিয়ে কোন মন্ত্রীকে কিছু বলতে বাধ্য করতে পারেন না। এইটা নজীর বিহীন বিধানসভার ইতিহাসে-এজন্য স্যার, এটা হাউসের প্রসিডিংস্ থেকে এক্স্‌পাঞ্জ করতে হবে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—না না. মিঃ স্পীকার, এটা তো আমরা আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে-চোরের মা জানে কোনখানে পিন্ডা আছে।

নেক্সট পয়েন্ট মাননীয় চিফ্ মিনিস্টার ত্রিপুরা ফাইবার গ্লাস বলে একটা ফেকটরী করার জন্য ইন্‌ভেস্ট করা দরকার- সেটা মানি। এরজন্য এস, কে, সান্যালকে পাইয়ে দেওয়া হলো ৩৫ লক্ষ টাকা এবং সেটা ইন্‌আওরেট করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার মহাশয় সেই লোকটার এখন পাত্তা নাই। সেই এস, কে, সান্যাল হিমসেল্ফ ইজ এ্যাব্‌সেন্ট।

তারপরে দীর্ঘ্যস্থায়ী এলোমিনিয়াম বন্ধ করে দেওয়া হলো। ফলে ৪৫ জন শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লো। তারপর লেইকভেলস শালের ফেক্টরী বন্ধ হল, সেই লোকটা কংগ্রেসের সমর্থক কিন্তু তার ফেক্টরীটা বন্ধ হল। স্টার ইণ্ডাস্ট্রীজ্ আলপিন্ তৈরী করত সেটা বন্ধ হলো। তারপর টি, আর, মখিল

ওয়েল ফেক্টরী সেটাও বন্ধ হল। এই হচ্ছে সুধীরবাবুর শিল্পে উজ্জীবিত নীতি। এখন এই মবিল ফেক্টরীটি টিম টিম করছে-গভর্ণমেন্টে অর্ডার দিচ্ছেন না, তাই এটা কাজ শুরু করতে পারছে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এরা বলছেন চাকুরী দিচ্ছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে হাইকোর্টে এখনো কেস রয়েছে-১৫০ জনকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে বিভিন্ন ফার্মের। এই গতকালকে থেকে তাদের স্ট্রাইক চলছে। উনাদের কমলাসাগর, দেবীপুর ক্যাটেলফার্মের প্রায় ২০০০ কর্মী গত তিন মাস ধরে তাদের বেতন পাচ্ছে না।

এন, আর, ই, পি, এন, আর, পিতে কাজ করানো হয়েছে কিন্তু মজুরী দেওয়া হচ্ছে না। তিন মাস ধরে চলছে এই অবস্থা। গতকাল থেকে স্ট্রাইক্ এবং একমাস ধরে তাদেরকে ওয়েজেস দেওয়া হচ্ছে না। সুধীরবাবুর পুরানো বাড়ীর পাশে আর, কে, নগর ক্যাটেল ফার্মের কাছে এক মাস ধরে এক পয়সাও দেওয়া হচ্ছে না। আর এখানে এসে শুধু বলছেন যে আরও টাকা লাগবে। "রাজার ঘরের যেনি গাই হাজার টাকার মরিচ খাই।"

আরও খেতে চায়। এই হচ্ছে অবস্থা। জনসাধারণ কংগ্রেস (আই) যারা করেন তারাও পাক। শুধু মন্ত্রীরা পাবেন এটা কেমন করে হয়? খোদ মুখ্যমন্ত্রী নিজে খাবেন এটা কেমন করে হয়। অন্য কেউ পাবে না এটাত হবে না।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি এখানে বলেছে যে দেবীপুর ক্যাটেল ফার্মে তিন মাস ধরে ওয়েজেস দেওয়া হয় না। এটা অসত্য স্যার। এবং উনি এখানে বলেছেন যে তিন মাস ধরে স্ট্রাইক। এগুলি স্যার অসত্য কথা। অতএব এই কথাগুলি এক্সপাঞ্জড্ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার দ্রাউঙ্কুমার রিয়াং।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— অনারেবল স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা।

মিঃ স্পীকার :— নাউ ইউ কেন কনটিনিউ এনেদার ফাইভ মিনিটস্।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— কনক্লুড করতে দিন স্যার;

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস্ ইউ আর এলাউড এনটেড স্পিচ্ স্পিক।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা। যে চা বাগানগুলি ব্রিটেনিয়া কোম্পানীর নামে, নর্থ ইস্টান কাউন্সিলের টাকা। ফেক্টরীর সিমেন্ট যাচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। দৈনিক সংবাদ, স্যন্দন ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় এগুলি বেরুচ্ছে। উল্টো সেখানে যারা আছেন, তাদের যারা পাহারা দেয় তাদেরকে মারপিট করা হচ্ছে। এই কথাগুলি বের করার জন্য। ৭টা বাগান গভর্ণমেন্ট অধিগ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে আছে লক্ষিপুরা, তুকানিয়ানুরা, ফটিকছড়া-মোহনপুর-কালাছড়া এই সমস্ত বাগানগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে তুকাবিয়ানদের যাদব টী যাদব টী মানে হচ্ছে—ওয়েস্টর্ন টী। টীর পর যাকে যে চা থাকে সেটা যাদব টী নাম দিয়ে ভাল টীটা বিক্রী হচ্ছে কলকাতার দিলখোস কোম্পানীর কাছে। আর বলা হচ্ছে যে এটা ভাল চা, কে জি মাত্র তিন টাকা। আর বাজারের যে টইক্যাল বুলেটিন বের হয় তাতে দেখা যায় ৩৪-৩৬-৩৮ টাকা দরে। এই কেমিস্ট চুক্তিটা এখানে ডিসক্লোজ করতে হবে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ। এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার নিরঞ্জন সরকারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কেন করা হল ? যে ম্যানেজিং ডিরেক্টার রিপোর্ট দিয়েছিলেন, রেসপন্সিবলিটি ফিক্স হোক। এটার জন্য যেইন রেসপন্সিবলিটি হচ্ছে রাসু দত্ত—রাজেশ্বর দত্ত। ওকে এখন বলা হচ্ছে না তুমি দস্তখত কর। ওকে দিয়ে দস্তখত করানো হল ১০-১-৯০ইং।

তাহলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে জাব মান-প্রেস্টিজ, সুধীরবাবু। সুধীরবাবুকে সুব্রত মুখার্জী যাই বলুক, যোহা বলুক এটা আমরা মানিনা। তিনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। সুব্রত মুখার্জী বলল, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হল একটা গ্রুপ মানতে পারে। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এভাবে জড়িত হবেন এবং এই ধরণের কেসে জড়িত হওয়ার পরে থাকাতো মরাল গ্রাউণ্ড নাই। উনি ৪০৬ ধারায় উনি নিজেও একজন উকিল মানুষ। উনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৪০৬ ধারায় ইমেডিয়েটলি গ্রেপ্তার পরোয়ানাজারী করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ভক্তিভূষণ মণ্ডলতো সার্টিফিকেট দেয় চীফ মিনিস্টারকে।

এই সভা আগামী ৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯৯১ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED QUESTION NO. : 43 (STARRED)

Name of Member : Shri Sushil Kumar Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

QUESTION

১। উত্তর ত্রিপুরায় কুমারঘাটে সিমেন্ট কারখানাটি নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং কোন সময় থেকে ঐ কারখানাটি চালু হইয়াছে।

২। উক্ত সিমেন্ট কারখানাটি বর্ত্তমানে চালু আছে কি ?

৩। চালু থাকলে ১৯৯০ ইং ডিসেম্বর পর্যন্ত উৎপাদিত সিমেন্টের পরিমাণ কত এবং কত টাকার সিমেন্ট বিক্রয় হইয়াছে।

ANSWER

১। উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাটে সিমেন্ট কারখানাটি বিগত ৪।৪।৮৭ ইং তারিখ চালু করা হয়েছে এবং কারখানাটি নির্মাণে মোট নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২। গত ১।৪।৯০ ইং সন থেকে কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ আছে।

৩। ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত উৎপাদিত সিমেন্টের পরিমাণ এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার তিনশত আশি কেজি। এ পর্যন্ত মোট সত্তর হাজার কুড়ি কেজি সিমেন্ট বিক্রি হয়েছে যার বিক্রয় মূল্য পঁয়ষট্টি হাজার সাতশত চব্বিশ টাকা।

ADMITTED QUESTION NO 49 (STARRED)

Name of Member : Shri Sushil Kumar Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কৈলাশহর মহকুমায় কুমারঘাটে শিল্প বিভাগ হইতে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বড় বড় শেডঘর নির্মাণ করা হইয়াছে ;

২। সত্য হইলে শেডগুলি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

৩। উক্ত ঘরগুলি নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ঘরের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ;

২। কুমারঘাট শিল্প উপনগরীতে মোট ১৮ (আঠারো) টি শেডঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এরমধ্যে ১৩ (তের) টি ঘর বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগীদের শিল্প স্থাপনার্থে বন্টন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫ (পাঁচ) টি ঘর বন্টন সাপেক্ষে আছে।

৩। বিগত ১৯৬৫-৬৬ ইং সনে ৯ (নয়) টি শেডঘর তৈরী করা হয়েছিল। ১৯৮৮-৮৯ ইং সনে আর ৯ (নয়)টি শেড নির্মাণ করা হয়েছে যার নির্মাণ মূল্য মোট উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার টাকা।

ADMITTED QUESTION NO. 59(STARRED)

NAME OF M. L. A :—SHRI SAMAR CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in- Charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। গত ১৯৮৯ ইং এপ্রিল থেকে ১৯৯০ ইং অক্টোবর পর্যন্ত এই ১৯ মাসে কোন্ কোন্ Life Savings Drug রাজ্যের মহকুমা শহরগুলিতে Pharmacy-র মাধ্যমে খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কত পরিমাণ মূল্য বা কর বৃদ্ধি হয়েছে,

২। এই মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি,

৩। যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তাহা কি কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG.

১ ও ২) সরকার অবগত আছেন যে বিগত এপ্রিল ১৯৮৯ হইতে অক্টোবর ১৯৯০ ইং পর্যন্ত বিনিয়ন্ত্রণের ফলে কতিপয় ঔষধের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। মূল্যবৃদ্ধি জনিত বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। উক্ত সময়ের মধ্যে বিক্রয় কর ৫ শতাংশ হইতে ৩ শতাংশ করা হইয়াছে যাহা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

৩) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED QUESTION NO. 87 (STARRED)

NAME OF M. L. A. SHRI DHIRENDRA DEBNATH.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারীর সংখ্যা কত ? (তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁও ভ প শ্চম তারানগর (হরিণখলা) Dispensary টি দালান কোটা তৈরী হওয়া সত্ত্বেও ঘরটি উদ্বোধন না হওয়ার কারণ কি ?

৩। বলুন ঘরটির কবে পর্যন্ত উদ্বোধন হবে ব. আশা করা যায় ?

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers.)

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG

১। রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর সংখ্যা ৪৩। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

ডিসপেন্সারীর নাম	ব্লকের নাম
১। স্টেট হোমিওপ্যাথিক—	আগরতলা
২। শ্রী দুর্গা চৌমুহনী—	পৌর এলাকা
৩। অভয়নগর	
৪। অরুন্ধুতীনগর	
৫। বঙ্কিমনগর	জিরানীয়া
৬। কলকলিয়া	মোহনপুর
৭। তারানগর	
৮। ইন্দ্রনগর	
৯। ভোলাগিরি আশ্রম	
১০। রামকৃষ্ণ সেবালয়	
১১। বঙ্কিমনগর	বিশালগড়
১২। জয়পুর	
১৩। নিদয়া	মেলাঘর
১৪। উগ্রাই	
১৫। মোহনভোগ	
১৬। রবীন্দ্রনগর	
১৭। পূর্ব গণকী	খোয়াই
১৮। দক্ষিণ পদ্মবিল	
১৯। তুইচিন্দ্রাই	তেলিয়ামুড়া
২০ মুঙ্গিয়াবাড়ী	
২১। তুতাবাড়ী	

২২।	কলাছড়ি	সালেমা
২৩।	কুমারঘাট	কুমারঘাট
২৪।	গৌরনগর	
২৫।	করমছড়া	ছামনু
২৬।	মধুপিরবন্ধ	পানিসাগর
২৭।	কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর
২৮।	কাকড়াবন	মাতাবাড়ী
২৯।	মাতারবাড়ী	
৩০।	বনদুয়ার	
৩১।	জোলাই বাজার	
৩২।	মহ পুষ্করিণী বাজার	
৩৩।	রাজামুড়া	রাজনগর
৩৪।	বাইখোরা	বগাফা
৩৫।	জোলাইবাড়ী	
৩৬।	ঠাকুরছড়া	
৩৭।	কাঞ্চননগর	
৩৮।	লাটুয়াটিলা	
৩৯।	জলেফা	সাতচাঁদ
৪০।	সোনাইছড়ি	
৪১।	ভালাক	অমরপুর
৪২।	যতনবাড়ী	
৪৩।	গণ্ডাছড়া	ডম্বুরনগর

২। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর দালান ঘরের নির্মাণকার্য এখনও শেষ হয় নাই। সেহেতু দালান ঘরটি ব্যবহারের জন্য উদ্বোধন করার প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ADMITTED QUESTION NO-131 (STARRED)

NAME OF M. L. A. SHRI GOURI SANKAR REANG.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য Hrishyamukh হাসপাতালে প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ঔষধ নাই, এবং

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED QUESTION NO. 148 (STARRED)

NAME OF M. L. A. SHRI ANGJU MOG.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এ্যাম্বুলেন্স নাই,

২। সেই সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নাম,

৩। ঐসব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কবে নাগাদ এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NAME OF THE MINISTER : SHRI KASHIRAM REANG.

১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ নাই।

২ ও ৩) প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE—"B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 1

Name of the Members :— 1) Shri Ratan Lal Ghosh,

2) Shri Samar Choudhury,

3) Shri Gopal Ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৯০ইং সনের আগস্ট মাস পর্যন্ত Regular, D. R. W, Contingent, Fixed Payতে মোট কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। এই চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে কতজন তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

MINISTER-CHARGE OF THE Manpower & Employment Department :

Shri Arun Kr. Kar.

উত্তর ঃ

" তথ্য সংগ্রহাধীন "

Admitted Un-Starred Question No. 2 asked by Shri Samar Choudhury, will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। সোনামুড়া মহকুমায় কোন্ কোন্ বাজারে বর্তমানে কতজন লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান ব্যবসায়ী আছেন এবং কোন কোন পণ্যের জন্য কতজন ব্যবসায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়েছেন।

২। ১৯৮৭ সালের যে উক্ত মহকুমায় এই ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কোন বাজারে কত ছিল। এবং

৩। ১৯৯০ইং অক্টোবর মাসে এই লাইসেন্স্ প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কোন বাজারে কতজন ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers)

ANSWERS

১। সোনামুড়া মহকুমায় বাজার ভিত্তিক লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান এবং পণ্য অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২। ১৯৮৭ সালে লাইসেন্স প্রাপ্ত বাজার ভিত্তিক ব্যবসায়ীদের হিসাব সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

৩। ১৯৯০ ইং অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাজার ভিত্তিক লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় উদ্ধৃত অনুরোধ।

তালিকা – 'ক'

Sl. No.	Name of market	Total No. of traders market wise to whome Licence of different catagories issued.	Catagoriwise total No. of licence issued to the persons mentioned in col.—3.			Total Licence
			Food stuff	Sugar	Textile	
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
1.	Sonamura Bazar.	74.	47.	32.	61	140
2.	Boxanagar Bazar.	56.	47	15	18	80
3.	Machima Bazar.	48.	45.	10.	1.	56
4.	Birnarayan Bazar.	46.	22.	1.	X	23
5.	Melaghar Bazar.	22.	35	22.	55	112
6.	Kalamchowra Bazar	16	16.	2	X	18
7.	Sevapur. Nutan Bazar.	29.	28.	X	2	30
8.	Sreemantepur Bazar, 6.	6.	6.	1.	X	7
9.	Veluarchar Bazar.	7	7.	3	X	10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	Rabindranagar Bazar.	35	35	9.	X	44	„
11,	Bashpukar Bazar.	25	25	1	X	26.	,,
12,	Kathalia Bazar.	31	27	7	9	43	"
13.	Dhanpur Bazar.	28	25	3	5	33.	"
14..	Kulubari Bazar.	7.	7	X	1	8	'
15.	Manaipathar.	3	3	X	X	3	,,
16.	B. tadula.	11	11	X	X	11	"
17.	Taxapara.	4	3	X	2	5	"
18.	Kamalnagar Bazar.	17	15	2	4	21	"
19.	Matinagar Bazar.	25	22	1	5	28	"
20.	Bhabanipur Bazar.	11	11	3	X	14	"
21.	Nalchar Bazar.	7	4	2	10	16	"
22.	K.K. Nagar Bazar.	7	X	X	X	X	"
23.	N. bia Bazar.	18	15	3	6	24	"
24.	Karkhala Bazar.	4	4	X	X	4	,,
25.	Beiragi Bazar.	4	2	2	4	8	'
26.	Putia Bazar.	3	3	X	X	3	"
27.	Khedabari Bazar.	1	1	X	X	2	"
28.	O.N.G.C. Project.	2	2	X	X	28	"
29.	Sever Bazar.	2	1	X	2	3	,,
30.	Peangbari.	1	1	X	X	1	"
31.	Battali.	1	1	X	X	1	"
32.	Madhuban.	1	1	2	X	3	"
33.	Barmura.	1	1	X	X	1	"
34.	Bagabasa.	1	1	X	X	1	"
35.	Bagber.	2	2	X	X	2	"
36.	Rangamura.	1	1	X	X	1	"
37.	Belerdhepa.	1	1	X	X	1	"
38	Jagartampur.	1	1	X	X	1	"
39.	Durlevnarayan	5	4	2	1	7	"

তালিকা 'খ'

MA RKET-WISE TOTAL NUMBER OF LICENCE TRADERS AT THE END OF 1987

Sl. No.	Name of Market	Total No. of Licence.
1.	2.	3.
1.	Sonamura Bazar.	50.
2.	Baxanagar Bazar.	32.
3.	Melaghar Bazar.	36.
4.	Machima Bazar.	12.
5.	Valuarchara Bazar.	4.
6.	Srimantapur Bazar.	5.
7.	Matinagar Bazar.	7.
8.	Bairagi Bazar.	2.
9.	Nidya Bazar.	6.
10.	Bhabanipur Bazar.	3.
11.	Kulubari Bazar.	2.
12.	Kathalia Bazar.	11.
13.	Sovapur Bazar.	6.
14.	Nalchar Bazar.	10.
15.	Kalamchera Bazar.	3.
16.	Rabindranagar Bazar.	9.
17.	Dhanpur Bazar.	5.
18.	Sonapur Bazar.	6.
19.	Kamalnagar Bazar.	7.
20.	Maheshpur Bazar.	2.
21.	Paharpur Bazar.	3.

ADMITED UNSTARRED QUESTION No.5

NAME OF THE MEMBER : SHRI FAYZUR RAHAMAN

Will the Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be please to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কোন দপ্তরে কতজন বেকার মুসলীম ছেলেমেয়েকে চাকুরী দিয়েছেন এবং যারা চাকুরী পেয়েছেন বিভাগভিত্তিক তাদের নাম ও ঠিকানা।

২। রাজ্যে মোট কতজন মুসলিম মহিলা সরকারী চাকুরী করেন কোন দপ্তরে কতজন চাকুরী করেন (তার শ্রেণীভিত্তিক হিসাব)।

৩। রাজ্যের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে বর্তমানে মোট বেকার সংখ্যা কত এবং তারমধ্যে মুসলিম ছেলেমেয়ে কতজন (ছেলে এবং মেয়ের আলাদা হিসাব)

Minister-in-charge of the Manpower and and Employment Department :
SHRI ARUN KR. KAR.

উত্তর

" তথ্য সংগ্রহাধীন "

ADMITED UN-STARRED QUESTION NO.15 ASKED BY SHRI SAMAR COUHDHURY

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। রাজ্যে কোন মহকুমা F. P. Shop এর কত সংখ্যক dealer সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় নিযুক্ত আছে এবং কত সংখ্যক F. P. shop Private business dealer-দের হাতে ন্যস্ত রয়েছে (১৯৯০ অক্টোবর মাসের হিসাব)।

২। F. P. Shop dealer-দের কি কি আইন ও শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকারে dealership দেওয়া হয় এবং

৩। Dealer দের বেআইনী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ইং ১৯৯০-৯১ ইং অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে কোন মহকুমায় কতজন ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

ANSWERS

১। সন্নীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২। Tripura Foodgrains (Distribution) Control Order, 1972 মোতাবেক F. P. shop Dealer দের নিযুক্ত করা হয়।

৩। সন্নীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

'তালিকা—'ক'

Statement showing the Sub-Division-wise total number of F. P. Shops run by Co-Operative Societies and individuals separately as on October, 1990.

Sl. No.	Name of Sub-Division	Run by Co-Op. Societies	Run by individuals	Total
1.	Sadar (Rural)	76 Nos.	180 Nos.	266 Nos. (256 Nos.)
2.	—do— (Urban)	29 ,,	45 ,,	74 ,,
3.	Khowai	34 ,,	92 ,,	126 ,,
4.	Sonamura	19 ,,	46 ,,	65 ,,
5.	Udaipur	17 ,,	64 ,,	61 ,,
6.	Amarpur	15 ,,	41 ,,	56 ,,
7.	Gandacharra	12 ,,	16 ,,	28 ,,
8.	Sabroom	8 ,,	42 ,,	50 ,,
9.	Belonia	56 ,,	84 ,,	140 ,,
10.	Dharmanagar	26 ,,	104 ,,	130 ,,
11.	Kailashahar	27 ,,	103 ,,	130 ,,
12.	Kamalpur	32 ,,	33 ,,	55 ,,
		341 Nos.	850 Nos.	1191 Nos.

তালিকা—'খ'

Statement showing total number of F.P. Shop dealers against whom action taken for illegal activities.

Sl. No.	Name of Sub-Division.	1988-89.	1989-90	1990-91 (Upto October' 90).
1.	Sadar (Rural)	9 Nos.	3 Nos.	3 Nos.
2.	—do— (Urban)	Nil	Nil	1 No.
3.	Belonia	Nil	3 Nos.	1 No
4.	Khowai	7 Nos.	23 Nos.	13 Nos
5.	Udaipur	4 Nos.	7 Nos.	1 No.
6.	Amarpur	Nil	4 Nos.	Nil
7.	Sonamura	Nil	1 No.	1 No.
8.	Dharamanagar	Nil	1 No.	3 Nos
9.	Kamalpur	2 Nos.	2 Nos.	Nil
10.	Gandacherra	Nil	Nil	Nil
11.	Sabroom	4 Nos.	1 No.	Nil
12.	Kailashahar	1 No.	1 No-	Nil
		27 Nos.	56 Nos.	23 Nos.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions ond Answers)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 16 ASKED BY SHRI SAMAR CHOUDHURY, M. L. A.

Will the Hon'ble Minster-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। ১৯৮৮ইং সনের এপ্রিল থেকে ১৯৯০ইং সনের অক্টোবর পর্যন্ত Essential Commodities Act এর ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক কি কি অপরাধের ভিত্তিতে কতজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং

২। উক্ত সময়ে কি কি অপরাধের জন্য কতজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

ANSWERS

১। ১-৪-৮৮ইং থেকে ১৯৯০ ইং সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে রেশন সামগ্রীর অবৈধ পরিচালনার জন্য এবং অনিয়মিত সরবরাহের দরুন E. C. Act এর মোতাবেক ৯৪ জনের শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন Control order মোতাবেক নির্দেশ পালন না করার জন্য ৭৫ জনের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২। উক্ত সময়ে অনিয়মিত রেশন সরবরাহের জন্য ৫৫ জনের বিরুদ্ধ এবং Control order অমান্য করার জন্য ৬৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 17 ASKED BY SHRI SAMAR CHOUDHURY M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। রাজ্যের মহকুমাগুলিতে রেশন কার্ডের সংখ্যা কত ; এবং ই, পি, কার্ডের সংখ্যা কত, এবং F. P. shop এর সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) ,

২। এই সকল কার্ডে F. P. shop এর মাধ্যমে খাদ্য ও অন্যান্য কোন্ কোন্ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ গত ১৯৮৯ এপ্রিল থেকে ১৯৯০ইং মার্চ পর্যন্ত কোন্ মাসে কত পরিমাণে কার্ড হোল্ডারদের off take হয়েছে ?

৩। F. P. shop গুলি থেকে এই ১৯৮৯-৯০ ইং বৎসরে কোন্ মাসে কোন্ কোন্ জিনিষ কত পরিমাণে কার্ড হোল্ডারদের off take হয়েছে ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

ANSWERS

১। রাজ্যের মহকুমাগুলিতে রেশন কার্ডের সংখ্যা, ই, সি, কার্ডের সংখ্যা, এবং F. P. shop ইত্যাদির সংখ্যা 'ক' তালিকায় সংযোজিত করা হইল।

২। ১৯৮৯-৯০ ইং বৎসরে কোন কোন F. P. shop এর মাধ্যমে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বন্টন করা হইয়াছে

৩। তাহা সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

তালিকা—'ক'

Statement showing the Sub-Division wise total number of F.P. Shops and Ration Cards as on October, 1990

Sl. No.	Name of Sub-Division	Total number of F. P. Shops	Total number of Ration Cards
1.	Sadar.	256 Nos.	119443
2.	Agartala Rationing Authority, Agartala	54	40267
3.	Khowai	126	52453
4.	Sonamura	63	32274
5.	Udaipur	81	45576
6.	Amarpur	56	24894
7.	Gandacharra	28	8495
8.	Sabroom	50	21905
9.	Belonia	140	51880
10.	Dharmanagar	130	53332
11.	Kailashahar	130	44272
12.	Kamalpur	55	25041

তালিকা—'খ'

Distribution of foodgrains and Essential Commodities through F. P. Shops duirng 1989—90

Month/year	Rice	Wheat	Salt	Sugar	K. Oil
Appril, 1989	11,742 MT	900 MT	1130 MT	1065 MT	2174 KL
Mav. 1989	12,628 ,,	1087 ,,	1087 ,,	951 ,,	2316 ,,
June, 1989	13,114 ,,	1299 ,,	1212 ,,	912 ,,	1883 ,,
July, 1989	9,969 ,,	1117 ,,	1178 ,,	1161 ,,	1956 ,,
August. 1989	10,512 ,,	1807 ,,	1256 ,,	1025 ,,	1905 ,,
September. '89	10,747 ,,	1995 ,,	1130 ,,	955 ,,	2001 ,,
October, '1989	10,771 ,,	1106 ,,	812 ,,	1581 ,,	2142 ,,
November. '89	10,048 ,,	1705 ,,	974 ,,	1084 ,,	3019 ,,
December, '89	9,937 ,,	2108 ,,	727 ,,	692 ,,	2507 ,,
Janurary. 1990	9,629 ,,	1879 ,,	958 ,,	926 ,,	2556 ,,
February, '90	10,104 ,,	297 ,,	828 ,,	988 ,,	2481 ,,
March, 1990	12,016 ,,	817 ,,	391 ,,	985 ,,	2460 ,,

ADMITTED QUESTION NO 18 (UNSTARRED)

NAME OF THE MEMBER : SRI BADAL CHOUDHURY,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

QUESTIONS

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে অক্টোবর ৯০ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম (TIDC) থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে কতজনকে ঋণ দিয়েছেন, (নামের তালিকাসহ তাহার হিসাব)

২। কি কারণে এবং কোন কোন শিল্প গড়ে তোলার জন্য এই ঋণের টাকা দেওয়া হয়েছে ?

ANSWERS

১ এবং ২) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৩১শে অক্টোবর ১৯৯০ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম কর্তৃক পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে যতজনকে শিল্প গড়ে তোলার জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে তাদের নাম ও শিল্প ওয়ারী হিসাব সঙ্গীয় কাগজ "ক" তে দেওয়া হল।

কাগজ "ক"

ফেব্রুয়ারী' ৮৮ সাল হতে অক্টোবর' ৯০ সাল পর্যন্ত ৫ লক্ষ টাকার উপরে ঋণ প্রদানের বিবরণ

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	শিল্পের নাম	মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ	প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ
১।	মেসার্স একে ডিনার ইণ্ডাষ্ট্রিজ, প্রঃ শ্রী অজিত কুমার পাল ভূকলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এরিয়া	টি চেষ্ট এণ্ড ফার্ণিচার	১৩,৫০,০০০.০০	১৩,৩৫,০০০.০০
২।	মেসার্স হোটেল রাজধানী প্রঃ শ্রীমতী বন্দনা রায় বি কে রোড, আগরতলা	হোটেল	১৮,২৫,০০০.০০	১৮,২৫,০০০.০০
৩।	মেসার্স ত্রিপুরা ফাইবার গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রিজ, প্রঃ শ্রী এন কে স্যান্যাল, ভূকলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া।	ম্যানুফেকচার অব ফাইবার	১৯,০০,০০০.০০	১১,৬৬,৫৩৭.০০

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers.)

৪।	মেসার্স সিজোন এণ্ড প্লাস্টিক ইণ্ডাস্ট্রিস, কে অব শ্রী শান্তিরঞ্জন পাল। মঠচৌমুহনী, আগরতলা	ম্যানুফেকচার অব টায়ার টিউব ইত্যাদি।	২৩,৬০,০০০·০০	১৪,১৭,৬৭৪·০০
৫।	মেসার্স বি ভি পাইপ এণ্ড কোং। শ্রী বি সি দেব। নয়া দিল্লী—১৯	পি ভি সি পাইপস	১৭,০০,০০০·০০	৬,১৪,২৮৮·০০
৬।	মেসার্স প্রিয়া ট্রেন্সপোর্ট প্রাইভেট লিঃ শ্রীমতী মিনা চিকামা, কৃষ্ণনগর, আগরতলা।	ট্রান্সপোর্ট	৩০,০০,০০০·০০	৩০,০০,০০০·০০
৭।	মেসার্স লাইভ-টোন, প্রযত্নে শ্রীবিকাশ চন্দ্র সাহা, কলেজ রোড, আগরতলা।	কালার্ড ফটোগ্রাফি	৫,২৫,০০০·০০	৪,৯০,৩৯০.০০
৮।	মেঃ সি সি উদ্যোগ, প্রঃ শ্রী দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঠাকুরপল্লী রোড, আগরতলা ।	সাইকেল টায়ার টিউব।	৭,০০,০০০·০০	১,৩৩,০০০.০০
৯।	মেঃ ইম্‌প্রিন্ট, শ্রীভুপেন দত্ত ভৌমিক আগরতলা।	প্রিন্টিং প্রেস	৩২,৫০,০০০·০০	৩২,৫০,০০০·০০
১০।	মেঃ হোটেল কাকলি, প্রঃ কিরণ শঙ্কর মোদক, এফ বি চৌমুহনী আগরতলা।	হোটেল	১১,৮৯,০০০·০০	১১,৮৯,০০০·০০

১১। মেসার্স পায়োনিয়ার রোলার ফ্লাওয়ার মিলস, প্রঃ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ দেবনাথ, ধলেশ্বর, আগরতলা।	ফ্লাওয়ার মিল	৬৩,৮৫,০০০'০০	৬৩,৮৫,০০০'০০
১২। মেসার্স পি কে ইণ্ডাস্ট্রিজ, প্রঃ শ্রীসুব্রতরঞ্জন রায়, মোটর স্ট্যাণ্ড ইস্ট, আগরতলা।	পিন, নাটস এণ্ড বোল্ড	৭,৩৫,০০০'০০	৭,৩৫,০০০'০০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 25

NAME OF THE MEMBER :— SHRI GOPAL CH. DAS.

Will the Hon'ble Mimister-in-charge of the Manpower & Employment Department, be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত। (শিক্ষাগত মান উল্লেখ করে বিভাগ-ভিত্তিক হিসাব)

২। তন্মধ্যে এস, সি এবং এস, টি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত?

Minister-in-charge to the Manpower and Employment Department :—

SHRI ARUN KR. KAR

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হল ৮২,২৭৫ জন, শিক্ষাগত মান উল্লেখ করে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। (ANNEXURE—A)

২। তন্মধ্যে এস, সি এবং এস, টি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :

এস, সি— — ৬,৯১৮ জন।

এস, টি— — ৩,২৬৫ জন।

ANNEXURE—A

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question and Answers.)

Qualification	S, R. E. Agartala	E.T.E.E, Dharmanagar	D. E. E. Udaipur	D. E. E, Kailashar	E, O, (Spl.) Agartala.	Grand Total
M. A.	531	58	400	148	—	1137
M. Sc	191	9	40	15	6	262
M. Com	274	37	116	58	—	468
B. E.	391	28	44	58	2	523
Layer	21	—	2	—	—	23
M. B. B. S.	1	—	—	—	—	1
BHMS/B.M.S.	56	—	3	—	—	59
V. Surgeon	14	—	—	—	—	14
B. A	3452	1188	1813	1624	43	8120
B. Sc,	1917	200	195	137	8	2457
B. Com,	2277	225	491	253	26	3272
Others (Radio-logist, B. Sc. Agri. Oveerser etc.	402	206	205	503	18	1364
H. S & equivalent	10335	1894	4045	2087	61	18422
Madhymik & equivalent.	23072	4626	12216	5929	310	46153
Grand Total :—	42,935	8,501	19,570	10,795	474	82,275

ADMITTED QUESTION No. : 27 (UNSTARRED)

NAME OF THE MEMBER : SHRI DHIRENDRA DEBNATH.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

QUESTIONS

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি সরকারী চা বাগান আছে উক্ত চা বাগানগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা কত (বাগান ভিত্তিক হিসাব) ;

২। উক্ত শ্রমিকদের কত টাকা করে দৈনিক মজুরী দেওয়া হয় এবং ঐ শ্রমিকদের সরকার থেকে অন্যান্য কি কি সুবিধা দেওয়া হয় তার বিবরণ।

৩। ঐ সকল বাগানগুলিতে লাভ ও লোকসানের পরিমাণ কত (বাগান ভিত্তিক হিসাব)

ANSWERS

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সরকারী চা বাগান নেই তবে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম (ত্রিপুরা সরকারের একটি সংস্থা) এর পরিচালনাধীন কমলাসাগর টি এস্টেট ও মাছমারা টি এস্টেট দুটি আছে।

এতদ্ব্যতীত রুগ্ন অবস্থা বিবেচনা করে সরকার নিম্নলিখিত ৭ (সাত) টি চা বাগানের পরিচালন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের উপর অর্পণ করেছিল। পরে খোয়াই চা বাগানটির পরিচালনার ভার দায়িত্ব খোয়াই টি ওয়ার্কাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বাগানভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বাগানের নাম	শ্রমিক সংখ্যা	মন্তব্য
ক) কমলাসাগর টি এস্টেট	২৫২ জন	ত্রিপুরা চা উন্নয়ন
খ) মাছমারা টি এস্টেট	১৯১ ”	নিগমের পরিচালনাধীন
গ) ফটিকছড়া টি এস্টেট	৩৯১ ”	ত্রিপুরা সরকার
ঘ) লক্ষ্মীলুঙ্গা ”	২৪৫ ”	কর্তৃক অধিগৃহিত
ঙ) মোহনপুর ”	১৮৬ ”	এবং পরিচালনার
চ) তুফানিয়ালুঙ্গা ”	২০৯ ”	দায়িত্ব ত্রিপুরা
ছ) কালাছড়া ”	২৩৫	চা উন্নয়ন
জ) ব্রহ্মকুণ্ড ”	১৬৪	নিগমের উপর ন্যস্ত।
ঝ) খোয়াই ”	১২৫ জন	খোয়াই টি ওয়ার্কাস কোঃ
	মোট ১৯৯৮ ”	অঃসোঃ কর্তৃক পরিচালিত।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question and Answers)

২। মোট ১,৯৯৮ জন শ্রমিকের মধ্যে ৭৪৫ জন শ্রমিক (ক্যাজুয়েল) যারা শুধুমাত্র দৈনিক ১৪ টাকা হারে মজুরী পেয়ে থাকেন এবং অবশিষ্ট ১,২৫৩ জন শ্রমিক (স্থায়ী) যারা দৈনিক ৯ টাকা ৮০পয়সা হারে মজুরীর সঙ্গে লেবার একট্ অনুসারে বাসস্থান, চিকিৎসা, রেশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

স্থায়ী শ্রমিকদের ৯ টাকা ৮০ পয়সা মজুরীর পরিবর্তে গত ১৫/১২/৯০ ইং তারিখ হতে বর্দ্ধিত হারে ১১ টাকা ৮০ পয়সা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত বর্দ্ধিত মজুরী ইতিমধ্যেই তাদেরকে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩। সমস্ত চা-বাগানগুলোর লাভক্ষতির হিসাব এক সঙ্গেই করা হচ্ছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 31

NAME OF THE MLA :— SRI GOPAL CHANDRA DAS.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে শ্রেণী ভিত্তিক শূন্য পদের সংখ্যা বর্তমানে কত, (S/C,S/T. র হিসাব উল্লেখসহ)

২। ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে বর্তমানে কর্মরত কত জন সরকারী কর্মচারী রয়েছে,

৩। তার মধ্যে S/C,S/T. দের সংখ্যা কত ?

A N S W E R

Minister-charge of the Appointment & Services Department.

১ নং
২ নং
৩ নং

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 38 ASKED BY SHRI DHIRENDRA DEBNATH

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Suplies Department be pleased to state—

Q U E S T I O N S

১। বর্তমানে ত্রিপুরা বিভিন্ন স্থানে কতগুলি ল্যাম্পস্ প্যাক্স ও কো-অপারেটিভ-এর অধীনে কতজন ডিলারের মাধ্যমে রেশন বন্টন করা হচ্ছে (ল্যাম্পস্ প্যাক্স ও কো-অপারেটিভ ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব),

২। এর মধ্যে কতগুলি ল্যাম্পস্, প্যাকস্ ও কো-অপারেটিভ এর রেশনসপ্ ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ;

৩। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তুলাবাগান রেশনশপ ডিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকা সত্বেও তাহার ডিলারসীপ বাতিল না করার কারণ কি ;

এবং

৪। এই ব্যাপারে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা ?

To be replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Suplies Department.

ANSWERS

১। বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ল্যাম্পস্, প্যাকস্ ও কো-অপারেটিভ-এর অধীনে ডিলারের সংখ্যা নিয়ে দেওয়া গেল—

ক) ল্যাম্পস্— ১০৯ টি
খ) প্যাকস্— ১৫৩ ”
গ) কো-অপারেটিভ—৫৪ ”

মোট —৩১৬ টি

২। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আছে এবং নিয়মানুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে সেগুলির তালিকা সভায় 'ক' পাতায় দেয়া গেল।

৩। অসৎ উপায় গ্রহণ করায় ২৮-৩-৮৯ ইং তারিখে তুলাবাগান F.P. Shop এর ডিলারকে কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু সেই ডিলার সদর মুনসেফ কোর্ট থেকে উক্ত শোকজ্ নোটিশের স্থগিতাদেশ নেয়। পরবর্তী সময়ে সদর মহকুমাশাসক মুনসেফ্ কোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে District Judge এর কোর্টে যায় এবং শর্তানুযায়ী আংশিক স্থগিতাদেশ পায়। বিষয়টি এখন কার্যকরের অপেক্ষায় আছে।

৪। এবং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

তালিকা—'ক'

Statement showing total number of allegation received against the F. P. Shop dealers and action taken against them.

No.	Allegation against whom.	Dealership Cancelled & suspended	F. P. Shop employees removed from service.	Convicted by Court.	Acquited	Show cause notice issued and under process.	Total number of allegation
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lamps	2,	—	—	—	11.	13.
2.	PACS	4.	1.	1.	—	8.	14.
3.	Other Co-Operative	2.	—	—	—	3.	5.
4.	Individules.	40.	—	—	1.	2.	43.
		48.	1.	1.	1.	24.	75.

ADMITTED QUESTION NO. 51 (UNSTARRED)
NAME OF THE MEMBER :—SHRI SAMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরা জুট মিলের বর্তমানে কোন্ কোন্ ঋণদাতার নিকট কি কি শর্তে কত টাকা ঋণ আছে ;

২। বর্তমানে জুটমিলে কোন্ শ্রেণীর কতজন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন ;

৩। মিলের উৎপাদনের জন্য গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরগুলিতে কত পরিমাণ কাঁচামাল পাট, মেস্তা ইত্যাদি জুটমিলে সংগৃহীত হয়েছিল ;

৪। উপরোক্ত বৎসরগুলিতে জুটমিলে কত সংখ্যক শ্রমিককে ছাঁটাই ও লে-অফ্ করা হয়েছে।

উত্তর

১। ত্রিপুরা জুটমিলের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ নিম্নরূপ :

ক) আই, এফ, সি, আই—১১৫-০০ লক্ষ টাকা
খ) আই, ডি, বি, আই— ১৮৬-৪৩ ,, ,,
গ) এল, আই, সি,— ২৭·১৪ ,, ,,
ঘ) আই, সি, আই, সি, আই—৫৪-২৩ ,, ,,
ঙ) ইউ, বি, আই— ৩৫-২৫ ,, ,,
চ) বি, ও, বি,— ২৪-০০ লক্ষ টাকা
ছ) এস, বি, আই— ৩৫-২৫ ,, ,,
জ) ইণ্ডিয়ান ব্যাংক— ৩৫-২৫ ,, ,,
ঝ) ইউ, কো, ব্যাংক— ৩৫-২৫ ,, ,,
ঞ) আই, ও, বি, — ২০-৭৫ ,, ,,

মোট— ৫৬৮-৫৫ লক্ষ টাকা

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যে যে শর্তে ঋণ নেয়া হয়েছে সে সব শর্তগুলি নিম্নরূপ :

ক) কোম্পানীর স্থায়ী সম্পত্তি ঋণদাতার নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে।

খ) ত্রিপুরা সরকার ঋণের জন্য গ্যারান্টি দেবেন।

গ) আর্থিক সংস্থার ক্ষেত্রে সুদের হার শতকরা ১০ (দশ) এবং ব্যাংকের ক্ষেত্রে শতকরা ১২.৫। নির্দিষ্ট সময়ে সুদ দিতে না পারলে শতকরা দুই টাকা হারে অতিরিক্ত সুদ দিতে হবে।

২) বর্তমানে জুটমিলে মোট ১৫৭৯ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে

নিয়মিত—	১৩৮১ জন	(Permanent)
দৈনিক হাজিরার	১৯৮ জন	((D.R.W.)
মোট—	১৫৭৯ জন	

৩) মিলের উৎপাদনের জন্য ১৯৮৮-৮৯ইং সন থেকে ১৯৯০-৯১ বৎসরগুলিতে সংগৃহীত কাঁচামাল পাট ও মেস্তা ইত্যাদির বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক)	১৯৮৮-৮৯ইং	৪,২৬৭.৮৭৬ মেট্রিক টন
খ)	১৯৮৯-৯০ইং	২,৪৮১.০৫৭ ” ”
গ)	১৯৯০-৯১ইং	১০০৪.৬১৯ ” ”

(নভেম্বর ১৯৯০ ইং পর্যন্ত)

৪) ১৯৮৮-৮৯ইং থেকে ১৯৯০-৯১ইং পর্যন্ত (নভেম্বর, ১৯৯০ ইং পর্যন্ত) ত্রিপুরা জুটমিলে সাত জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। কোন শ্রমিককে লে-অফ করা হয়নি।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 54

NAME OF THE MEMBER : SHRI SAMAR CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। The Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies) Rule 1960 নির্দেশিত Rule No. 6 প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট form এ কত সংখ্যক submission of Returns আগরতলা State Employment Exchange কোন কোন employer এর কাছ থেকে পেয়েছে, (১৯৮৮ ৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরের পৃথক হিসাব)

১। রাজ্য সরকারের employment সহ রাজ্যে কত সংখ্যায় আইনের আওতাধীন employer তালিকা-বদ্ধ হয়েছে এবং তাদের কত সংখ্যা return দাখিল করেন নাই।

Minister-in charge of the Manpower & Employment Department :
SHRI ARUN KR. KAR.

উত্তর

১। The Employment Exchange (Compulsory Notification of vacancies) Rule 1960 নির্দেশিত Rule No. 6 প্রথা অনুযায়ী নির্দেশিত from এ কত সংখ্যক returns আগরতলা State Employment Exchange পেয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৮৮—৮৯=২৬৬টি

১৯৮৯—৯০=২৬৩টি

১৯৯০—৯১=২৬৫টি

২। রাজ্য সরকারের employment সহ রাজ্যে মোট ২৪৯টি প্রতিষ্ঠান আইনের আওতাধীন তালিকাবদ্ধ হয়েছে। উক্ত ২৪৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে return না দেওয়ার হিসাব নিম্নরূপ :—

বছর	আইনের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	Return দাখিল করেন নাই তার সংখ্যা
১৯৮৮-৮৯	২৪৯	৩০
১৯৮৯-৯০	২৪৭	৫১
১৯৯০-৯১	২৪৯	৩৩

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers.)

ADMITTED STARRED QUESTION NO.181 (POSTPONED)

NAME OF MEMBER :— SHRI SAMAR CHOUDHURY

ANNEXURE—"C"

Will the Hon'ble Mieister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত কোন মহকুমায় কতগুলি উপজাতি পরিবারের হাত থেকে কি পরিমান বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি পুনরায় সেইসব পরিবারকে প্রত্যার্পন করা হয়েছে।

উত্তর

১। ১৯৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত যে সকল উপজাতি পরিবারের হাত থেকে হস্তান্তরিত জমি পুনরায় সেই সব পরিবারকে প্রত্যার্পন করা হয়েছে তার হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমার নাম	পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমান
১। সদর	৮৫ পরিবার	৪০.২১ একর
২। খোয়াই	১০৫ —ঐ—	৪০'৯০ একর
৩। সোনামুড়া	—	—
৪। উদয়পুর	১৯ —ঐ—	১০.১৩ একর
৫। বিলোনীয়া	১০৭ —ঐ—	১০৬.৯৫ একর
৬। অমরপুর	৮ —ঐ—	১০.১৭ একর
৭। সাব্রুম	২৩ —ঐ—	১৮.৪৭ একর
৮। কৈলাশহর	৬ —ঐ—	৯.৩৮ একর
৯। ধর্মনগর	—	—
১০। কমলপুর	—	—
১১। গণ্ডাছড়া	—	—

প্রশ্ন

২। বর্তমানে আরও এই ধরণের বেআইনী হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ এবং আইনত ফেরত পাওয়ার যোগ্য উপজাতি পরিবারের সংখ্যা কত।

উত্তর

২। বর্তমানে আরও এই ধরণের বেআইনী হস্তান্তরিত ৩৭৫'৫৩ একর জমি আছে এবং আইনতঃ ফেরত পাওয়ার যোগ্য উপজাতি পরিবারের সংখ্যা ৪১২ পরিবার।

UN-STARRED QUESTION NO. 6 (POSTPONED)

NAME OF MLA :— SRI GOURI SANKAR REANG.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৯০ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট কতজনকে অবসর গ্রহণের পর এক্সটেনশান (চাকুরীতে) দেওয়া হয়েছে ; (দপ্তরভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। সরকারী নীতি অনুসারে একজনকে অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ কত মাস এক্সটেনশান দেওয়া সম্ভব ;

৩। এক্সটেনশান প্রাপ্তদের মধ্যে কত জনকে ঐ সীমার পর পুনরায় এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে ও কেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Deptt.

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৯০ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত মোট ১১৭৪ জনকে সরকারী চাকুরীতে অবসর গ্রহণের পর এক্টেনশান দেওয়া হয়েছে। (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত তালিকা দেওয়া গেল)।

২। আইনানুসারে জনস্বার্থে ও জরুরী প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের পর সরকার অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীর কার্যকালের সময়সীমা ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারে। খালি পদ পূরণের জন্য সিনিয়ারিটি অনুসারে যদি কোন যোগ্য প্রার্থী না থাকে এবং যাহাদের প্রয়োজনীয় Qualifying Service period অপূর্ণ থাকে, সেই ক্ষেত্রে Extension দেওয়া আবশ্যিক হয়। তবে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ৫ই মে ১৯৯০ইং সনের সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছে যে, অবসর গ্রহণের পর অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীকে তিন মাসের অধিক Extension দেওয়া হইবে না। তবে Extension প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর পরিবারে কোন উপার্জনশীল ব্যক্তি না থাকিলে উক্ত কর্মচারীকে তিন মাসের Re-employment দেওয়ার বিধান আছে।

৩। অবসর গ্রহণের পর Extension প্রাপ্ত কোন রাজ্য সরকারী কর্মচারীকে ৬০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাকুরীর সময় সীমা বর্ধিত করা হয় নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers.)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. (POSTPONED)

ASKED SHRI GOURI SANKAR REANG. MLA.

SL. No.	Name of Department	No of Employees given extension beyond superanuation up to 31st March, 1990 after the coalition Government came to power.
1.	2.	3.
1.	Director Employment Service & Manpower Planning	2
2.	Vigilance Organisation	1
3.	Department of Fisheries	2
4.	Directorate of Planning	2
5.	Collector of Excise (West)	3
6.	Director, projects I.R.D.P.	1
7.	Directerate of Sports & Youth Programme	1
8.	Election Department	1
9.	Prison Directorate	8
10.	Dtrectorate of Statisties	2
11.	Controller of Weights & Measurs	3
12.	S.A. Department	12
13.	Directorate of Land Records & Settlement	12
14.	Labour Directorete	2
15.	District Magistrate & Collector (South)	24

1	2	3
16.	Commissioner of Taxes	1
17.	Animal Husbandy Department	12
18.	Directorate of Small Savings & Group Insurance & I.F.	1
19.	Directorate of Refugee Relief & Rehabilation	1
20.	District & Session Judge West/North/South	6
21.	Printing & Stationery Department	4
22.	Director of Higher Educatian	39
23.	District Registrar (West)	2
24.	Directorate of Health Service	94
25.	Registrar, Co-oparative Socisties	11
26.	District Magistrate & Cellectar (North)	11
27.	Director of Industries	28
28.	Publicity Department	2
29.	Rajya Sainik Board	1
30.	Public Works Department	53
31.	Transport Department	1
32.	Evaluation Department	1
33.	Chief Engineer (IFC)	19
34.	Appointment & Services Department	36
35.	Director General of Fire Service	12
36.	Director of Social Education	60

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question and Answeas.)

1	2	3
37.	Director of Food & Civil Supplies	28
38.	Principal, Chief Conservator of Forests	19
39.	Collector of Excise (North)	1
40.	District Registar (South)	1
41.	Director of Panchayat	12
42.	Director Ganeral of Police	212
43.	District Magistrate & Collector (West)	42
44.	Chief Engineer (Electrieal)	12
45.	Director of Welfare for Sch. Castes	1
46.	Director of Agriculture	19
47.	Director of School Education	346
48.	Director of Welfare for Sch. Tribes	10
		1174

POSTPONED UNSTARRED QUESTION NO. 22

NAME OF MEMBER :—SHRI SAMAR CHOUDHURY.

will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। গত ৮ই জুন থেকে ৮ই জুলাই এক মাস সময়ে কোন কোন প্রকল্পে উন্নয়ন মূলক কাজে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। কোন ব্লকে কত টাকা ১৯৯০-৯১ নিউক্লিয়াস বাজেট বরাদ্দ ছিল এবং তার মধ্যে কত টাকা এ সময়ে ব্যয় হয়েছে।

NAME OF THE MINISTER :—SHRI BIRAIJT SINGHA

উত্তর

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর

Annexure "A" ও "B" তে দেওয়া গেল......

ANNEXURE—"A"

৮ই জুন থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত প্রতি ব্লকের উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে ব্যয়িত টাকার হিসাব।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	প্রকল্পের নাম			Commu-nication	Rural Sanitation programme
		S.R.E.P.	J.R.Y.	R.W.S.		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মোহনপুর	৬৮,৯১৬	৩,৮৪০	৪১,৪৯৬	৬৪,২৬৪	ঐ সময়ে
২।	জিরানীয়া	১,৯৭,১০৮	৬৯,৮৪০	—	—	কোন টাকা
৩।	বিশালগড়	১,৫০,০০০	৩,৯৪,৪৩০	—	—	ব্যয়িত হয় নাই।
৪।	মেলাঘর	১,৮৭,০৮৮	৪,৮৩,৪০৪	—	—	,,
৫।	খোয়াই	২,৩৮,৯০৫	৩,২২,৯৭৫	১৯,৯৯২	১০,০০০	,,
৬।	তেলিয়ামুড়া	২,৩৮,০৮৮	২,৮৬,১৮২	—	—	,,
৭।	ডুম্বুরনগর	২,৬৬,৯৫২	১,৫৫,২৮৬	—	—	,,
৮।	অমরপুর	২,৬২,৮১৬	৩,৮০,০০০	১৩,৫০০	—	,,
৯।	মাতারবাড়ী	৪,৮১,৪৪০	১২,৮০০	—	—	,,
১০।	বগাফা	৫৩,৪০০	৬৪,৯৬০	—	—	,,
১১।	জম্পুইজলা	৯,৮৫,৩৬০	—	—	—	,,
১২।	সাঁতচান্দ	১,০৩,০৫৮	—	—	—	,,
১৩।	রাজনগর	২০,৯০০	—	—	—	,,
১৪।	সালেমা	২,৮৪,১৩৩'২০	৯৪৫'২০	৪০,০০০	—	,,
১৫।	কুমারঘাট	৫,০১,৫৩১	—	—	—	,,
১৬।	ছাউমনু	৯,৮১,৫১৯	—	—	—	,,
১৭।	কাঞ্চনপুর	৮,৬৩,৭৬৮	—	—	—	,,
১৮।	পানিসাগর	৩,৮৫,১৯৩	—	—	—	,,

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ANNEXURE—"B"

২নং প্রঃ উঃ

১৯৯০-৯১ইং নিউক্লিয়াস বাজেট মোট টাকার বরাদ্দ এবং ৮ই জুন থেকে ৮ই জুলাই, ১৯৯০ইং ব্যয়িত টাকার হিসাব দিয়ে দেওয়া গেল। (ব্লক ভিত্তিক)।

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	১৯৯০-৯১ইং নিউক্লিয়াস বাজেট বরাদ্দ টাকা।	৮ই জুন থেকে ৮ই জুলাই ১৯৯০ইং পর্যন্ত ব্যয়িত টাকা
১	২	৩	৪
১।	তেলিয়ামুড়া	১৩,০০০	৬,৪১০
২।	জম্পুইজলা	১৮,৫০০	৭,৮৫০
৩।	মোহনপুর	৪৪,৭৫০	৪৩,৭৫০
৪।	জিরানীয়া	১৪,০০০	৬,৬৩০
৫।	বিশালগড়	১০,০০০	—
৬।	খোয়াই	১৭,৫০০	১৫০
৭।	মেলাঘর	১০,০০০	৬,০০০
৮।	পানিসাগর	৯,৫০০	২৫০
৯।	সালেমা	৭১,৮০০	৬১,৩০০
১০।	কুমারঘাট	১৬,০০০	৬,০০০
১১।	ছাওমনু	৩৪,৫০০	১৩,৫০০
১২।	কাঞ্চনপুর	১৪,০০০	—
১৩।	শান্তিরবাজার	১৪,০০০	—
১৪।	ডুম্বুরনগর	১৩,০০০	৯,০০০
১৫।	বগাফা	১৩,৫০০	৩,৯৮০
১৬।	মাতারবাড়ী	২৯,০০০	১৮,৩০০
১৭।	রাজনগর	৯,০০০	২,৬৫০
১৮।	অমরপুর	৩৪,০০০	১,৯৯৫

POSTPONED ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 34

Name of member :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮ ইং সনের ১৫ইং ফেব্রুয়ারীর থেকে ১৯৮৯ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কত টাকা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে বি ডি ও, বিভিন্ন মহকুমার এস. ডি. ও. ও বিভিন্ন দপ্তর প্রধানের হাতে অব্যয়িত অবস্থায় পড়ে আছে।

এবং

২। ঐ সব টাকা ব্যয় না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কত টাকা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে বি. ডি. ও. ও মহকুমার এস. ডি. ও দের হাতে অব্যায়িত অবস্থায় পড়ে আছে তার হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া গেল।

২। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলিতেছে বলিয়া বিডিও ও এস. ডি. ও. গণ কাজের অগ্রগতির অনুসারে টাকা ব্যয় করিতেছেন।

সংযোজনী

মহকুমা / ব্লকের নাম		খরচ না করা অর্থের পরিমাণ
১। মহকুমা শাসক	ধর্মনগর	১, ৯৭, ২৮০ টাকা
২। ঐ—	খোয়াই	৩, ৮০, ৫১৪ টাকা
৩। ঐ—	সাব্রুম	৮৯, ৮৭০ টাকা
৪। ঐ—	সদর	২, ৪৮, ৪৭০ টাকা
৫। ঐ—	উদয়পুর	৪০০ টাকা
৬। ঐ—	বিলোনীয়া	৫, ৩৮০ টাকা
৭। ঐ—	কমলপুর	নাই
৮। ঐ—	অমরপুর	নাই
৯। ঐ—	কৈলাশহর	নাই
১০। ঐ—	সোনামুড়া	নাই

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

	২
১। বি. ডি. ও., জম্পুইজলা-টাকারজলা	৯৭, ৪২৮ টাকা
২। বি. ডি. ও.—সালেমা	১৭, ৪৯, ৬৬৫ টাকা
৩। বি. ডি. ও.—খোয়াই	৬৬, ২০০ টাকা
৪। বি. ডি. ও.—মোহনপুর	৯১, ৭৭০ টাকা
৫। বি. ডি. ও.—মেলাঘর	১, ০০০ টাকা
৬। বি. ডি. ও.—পানিসাগর	১, ৬৪৫ টাকা
৭। বি. ডি. ও.—তেলিয়ামুড়া	২, ৯৭, ৭৭৭-০৪ টাকা
৮। বি. ডি. ও.—ছামনু	১২, ৫৪, ৮৫৪-৫০ টাকা
৯। বি. ডি. ও.—বিশালগড়	৮৪, ৫৬৪-৫৪ টাকা
১০। বি. ডি. ও.—সাতচাঁদ	১০, ৮০০ টাকা
১১। বি. ডি. ও.—কুমারঘাট	৯২, ১৩৮-৬৫ টাকা
১২। বি. ডি. ও.—মাতারবাড়ী	১৯, ৭৯, ৮৯৯- টাকা
১৩। বি. ডি. ও.—জিরানীয়া	নাই
১৪। —ঐ— ডম্বুরনগর	নাই
১৫। —ঐ— অমরপুর	নাই
১৬। —ঐ— কাঞ্চনপুর	৯, ৮৯, ৪০৫-৫৫ টাকা
১৭। —ঐ— বগাফা	১০,৯৭, ৮৭৪-৯৬ টাকা
১৮। —ঐ— রাজনগর	৭, ৭৩,২৩৩,৩৭ টাকা

Admitted Un-Starred Question No. 43 (POSTPONED)

Name of Members :— 1) Shri Gouri Sankar Reang,
2) Shri Rasi Ram Deb Barma,
3) Shri Matilal Sarkar,

(প্রশ্ন)

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং থেকে ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত জুম চাষীদের জুম সহায়তার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এতে কতজন জুম চাষী উপকৃত হয়েছিলেন। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

(উত্তর)

১। ১৯৮৮-৮৯ ইং থেকে ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত জুম চাষীদের জুম সহায়তার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং এতে কতজন জুমচাষী উপকৃত হয়েছেন তার হিসাব নিম্নরূপ (ব্লকভিত্তিক হিসাব)

১৯৮৮-৮৯ ইং থেকে ১৯৮৯-৯০ ইং পর্যন্ত

ব্লকের নাম	জুমচাষীর সংখ্যা		টাকার পরিমাণ
১। বিশালগড়	৯৫৫	পরিবার	২,৪৭,৯৬৪ টাকা
২। মেলাঘর	৩০৭	নং	২০,০০০ টাকা
৩। মোহনপুর	৪০০	নং	৩৭,০০০ টাকা
৪। জিরানীয়া	১৫৪৪	নং	১২,৮,৮৬০ টাকা
৫। তেলিয়ামুড়া	১৪২৬	নং	২,৫৭,০০০ টাকা
৬। খোয়াই	২৭০	পরিবার	২২,০০০ টাকা
৭। সালেমা	১৭৯৫	পরিবার	১২, ৮৪, ০০০ টাকা
	৩১৫০	পরিবার	
৮। কুমারঘাট	৮১০	নং পরিবার	৯,৬২,৮০০.০০ টাকা,
৯। ছাওমনু	৪,২৪৩	পরিবার	১৪,০০,১০০ টাকা
১০। পানিসাগর	২৬৮	পরিবার	৩০,০০০ টাকা
১১। কাঞ্চনপুর	২, ২০০	পরিবার	৬,৬০ ০০০ টাকা
১২। দাম্বুরবাড়ী	১৩৯৮	নং পরি ঃ	১১, ৭, ৪৩২ টাকা
১৩। দশাকা	১০৭০	নং পরি ঃ	৮৯, ৬০০ টাকা

১	২		৩
১৪। ডম্বুরনগর	——		——
১৫। রাজনগর	৩২০	পরিবার	৩২, ০০০ টাকা
১৬। সাতচান্দ	৩,৭৪৬	নং পরি :	৮, ২০, ৭৫০ টাকা
১৭। অমরপুর	৩,০৬৩	নং পরি :	২,১৪, ০০০ টাকা
১৮। জম্পুইজলা	১,১৬০	নং পরি :	১,৯০, ৮৫০ টাকা

প্রশ্ন

২। বর্তমান আর্থিক বছরে মোট কতটি জুমিয়া পরিবারকে মোট কত জুম বীজ বিলি করা হয়েছে, এর জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে। (নিয়ে দেওয়া হইল)

(উত্তর)

২। ব্লকের নাম	জুমিয়ার সংখ্যা		জুম বীজের পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
১। বিশালগড়	৪৭৫	পরিবার	৯,৫০০ কেজি	৪৭,৫০০ টাকা
২। মেলাঘর	——		——	——
৩। মোহনপুর				
৪। জিরানীয়া	১৬৪৪	পরিবার	৩২,৮৮০ কেজি	১,২৮,৮৬০ টাকা
৫। তেলিয়ামুড়া	১৪২৬	নং	২৮,৫২০ কেজি	১,০৬,৯৭৫.০০ ,,
৬। খোয়াই	৮৭১	পরিবার	১৮,২৫০ কেজি	৭২,৮৮০ ,,
৭। সালেমা	৩১৫০	পরিবার	৬৩,০০০ কেজি	২,৫২,০০০ টাকা
৮। কুমারঘাট	৬১০	নং	১২,২০০ কেজি	৪২,৮০০০.০০ ,,
৯। ছাউমনু	১৯৮৩	পরিবার	৩৯,৬৬০ কেজি	১,৫৭,০০০ ,,
১০। পানিসাগর	৭৭	পরিবার	১৫৫৯ কেজি	৭,০০০ ,,
১১। কাঞ্চনপুর	——		——	——
১২। মাতারবাড়ী	১৩৯৮	নং	২৩,২০০ কেজি	১,১৭,৪৩২.০০ ,,
১৩। বগাফা	১০৭০	নং	২১,৪০০ কেজি	৮৯,৬০০ ,,
১৪। ডম্বুরনগর	——		——	——
১৫। রাজনগর	—৭০	পরিবার	১৪০০ কেজি	—৭০,০০ টাকা
১৬। সাতচান্দ	১৯২৭	নং	১৯,৫৫৮ কেজি	৯৭,৭৯০.০০ টাকা
১৭। অমরপুর	১৬১৯	নং	৩২,৩৮০ কেজি	১,১৪,০০০.০০ ,,
১৮। জম্পুইজলা	৪৭২	নং	৯০২০ কেজি	৪৭,২৫০.০০ ,,

প্রশ্ন :— ৩) এই সকল জুমিয়া পরিবারকে জুম নিড়ানের জন্য কতজনকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে।

উত্তর :—৩) তার ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	ব্লকের নাম	জুমিয়ার সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১।	বিশালগড়	৪৭৫ পরিবার	১,০০,৯০০ টাকা
২।	মেলাঘর	১৬৭ পরিবার	৫০,১০০.০০ টাকা
৩।	মোহনপুর	—	—
৪।	জিরানীয়া	৫ —	—
৫।	তেলিয়ামুড়া	১১৩৩ নং	১,৪৯,৫৫৬.০০
৬।	খোয়াই	৮৭১	১,১৩১,০০০ টাকা
৭।	সালেমা	—	৫,১৩,৩০০ টাকা
৮।	কুমারঘাট	২০০ নং	৬০,০০০.০০ টাকা
৯।	ছাওমনু	২০০০ পরিবার	৬,০০,০০০
১০।	পানিসাগর	—	—
১১।	কাঞ্চনপুর	২,১০০ পরিবার	৬,৭২,০০০ টাকা
১২।	মাতাবাড়ী	১,৮৬৮ নং	৫৬,০৪,০০০.০০
১৩।	বগাফা	৮৭০ নং	১৮,০২,৭০০.০০
১৪।	দুম্বুরনগর	—	—
১৫।	রাজনগর	৯০০ পরিবার	৩০,০০০ টাকা
১৬।	সাতচাঁদ	১৯২৭ নং	৩,২৩,৭৩৬.০০
১৭।	অমরপুর	১৬১৯ নং	৪,৮৫,৭০০.০০
১৮।	জম্পুইজলা	৪৭২ নং	১,৪০,১০০.০০

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers)

প্রশ্ন :— ৪) ১-৪-৮৮ হইতে ৩১-৭-৮৯ইং পর্যান্ত কতজন জুমচাষীকে এই প্রকল্পে সহায়তা দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং রাজ্য সরকার কত টাকা ও কত জুম বীজ বিলি করেছে। (আলাদা হিসাব)

উত্তর :— ৪) তার ব্লক ভিত্তিক আলাদা হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	জুমিয়ার সংখ্যা	রাজ্য সরকার কর্তৃক টাকা	দেয় বীজ
১। বিশালগড়	৯৫৫		
২। মেলাঘর	৩০৭ নং	২০,০০০.০০	৪১৫০ কেজি
৩। মোহনপুর	১৪৬০	৩৭,০০০.০০	৮,৬০০ কেজি
৪। জিরানীয়া	১৬৪৪ পরিবার	২১,০০০ টাকা	৫৬,০০ কেজি
৫। তেলিয়ামুড়া	১৪২৬ পরিবার	২২,০০০.০০	৫,৮৬০ কেজি
৬। খোয়াই	২৭০ পরিবার	২২০০ টাকা	১৮,২৫০ কেজি
৭। সালেমা	—	—	—
৮। কুমারঘাট	—	—	—
৯। ছাউমনু	৪,২৪০ পরিবার	—	—
১০। পানিসাগর	২৬৮ পরিবার	২২,০০০ টাকা	৫৩৬০ কেজি
১১। কাঞ্চনপুর	৪,২৯০ পরিবার	—	—
১২। মাতাবাড়ী	২৩৮ নং	১৯,৯৯২.০০	৪,৭৬০ কেজি
১৩। বগাফা	২০০ নং	২০,০০০ টাকা	৪০০০ কেজি
১৪। ডম্বুরনগর	—	—	—
১৫। রাজনগর	২০০ পরিবার	২০,০০০ টাকা	৪০০০ কেজি
১৬। সাতচান্দ	৪০০ নং	২০,০০০.০০	৪০০০ কেজি
১৭। অমরপুর	৩০৬৩ নং	২,১৪,০০০.০০	৬১২৬০ কেজি
১৮। জম্পুইজলা	১১৬০ নং	৪৭,২৫০.০০	৮৪৪০ কেজি

প্রশ্ন :— (৫) ১. ৪. ৮৮ হইতে ৩১. ৭. ৮৯ ইং সময়ে এ. ডি. সি. র পক্ষ থেকে জুম চাষের জন্য কোন ব্লকে কত টাকা ও কত পরিমাণ জুম বীজ বিলি করা হয়েছে এবং ঐ টাকার মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে।

উত্তর :— (৫) তাহার উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	টাকা	বীজ	খরচ কত টাকার পরিমাণ
১। বিশালগর	২,৪৭,৯৬৪ টাকা	৯৫০০ কেজি	২,২০, ৭৫০ টাকা
২। মেলাঘর	৩০,৫০০.০০	৭৭৪০ কেজি	সম্পূর্ণ
৩। মোহনপুর	নাই	নাই	নাই
৪। জিরানীয়া	১০৭৮.৬০	২৭,৬০০ কেজি	সম্পূর্ণ
৫। তেলিয়ামুড়া	২,৩৫,০০০.০০	২২,৬৬০ কেজি	সম্পূর্ণ
৬। খোয়াই	২,৫২, ৪৪০ টাকা	১৮,২৫০ কেজি	সম্পূর্ণ
৭। সালেমা	৭,৪৫,৫০০ টাকা	৩,০০০ কেজি	২,৫০,০০০ টাকা
৮। কুমারঘাট	৬০,০০০.০০	১২,২০০ কেজি	সম্পূর্ণ
৯। ছাউমনু	৬,৪৬,১০০ টাকা ৭,৬৭,০০০	৮৫,৬৬০ কেজি	সম্পূর্ণ
১০। পানিসাগর	৯৫,৬০০ টাকা	৫৩৬০ কেজি	সম্পূর্ণ
১১। কাঞ্চনপুর	১,৯৮,৫৫০ টাকা	৪১৮০ কেজি	সম্পূর্ণ
১২। মাতাবাড়ী	২,৭৮,৪০০.০০	৯২৮ কেজি	সম্পূর্ণ
১৩। বগাফা	৬৯,৬০০	১৭,৪০০ কেজি	সম্পূর্ণ
১৪। উদয়পুরনগর	৩,৫০,১০০ টাকা	৪৩,৮৭৩ কেজি	সম্পূর্ণ
১৫। রাজনগর	৫০০০ টাকা	১০০০ কেজি	সম্পূর্ণ
১৬। সাতচাঁদ	৬,২৯,৩২৮.০০		
১৭। অমরপুর	৯,৫৯,৯৭৭.০০	৬১,২৬০ কেজি	সম্পূর্ণ
১৮। ডম্বুরনগর	২,০৩,৩০০.০০	৫৮০ কেজি	সম্পূর্ণ

প্রশ্ন :— (৬) সম্পূর্ণ অর্থ খরচ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর :— (৬) তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

শুধুমাত্র সালেমা, বিশালগর ও খোয়াই ব্লক ব্যতীত অন্য সব ব্লকের সম্পূর্ণ টাকাই খরচ হয়েছে। সালেমা ও বিশালগর ব্লকে কিছু কিছু টাকা অব্যয়িত আছে। কারণ শ্রম দিবস হিসাবে প্রত্যেক বেনিফিসারীকে সমানভাবে ভাগ করায় অব্যয়িত টাকাগুলি সমানভাবে প্রত্যেককে শ্রম দিবস ভাগ করা যায় নি। এতে কিছু টাকা অব্যয়িত আছে। খোয়াই ব্লকে উপযুক্ত জুমিয়ার অভাবে টাকা অব্যয়িত আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Thursday the 31st January, 1991 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of State and 40 (Forty) Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়, কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির সদস্যগণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে, তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লিখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্টমন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রীসমীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ২৮-৭-৯০ইং রাত্র আনুমানিক সাড়ে সাত ঘটিকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারী শ্রীরাজারাম হালাম কর্মরত অবস্থায় একদল লোকের হাতে পানিসাগরে আক্রান্ত হয়েছেন ;

২। সত্য হয়ে থাকলে এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

বিগত ২৮-৭-৯০ইং তারিখ এমন ঘটনা ঘটে নাই।

শ্রীসুবোধ দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিদ্যুৎ দপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাজারাম হালাম পানিসাগর থানার কাছেই সন্ধ্যার পর আক্রান্ত হলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে গেছে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে। তার জন্য তিনি আক্রান্ত হলেন। তিনি পানিসাগর থাকতে পারছেন না। কারণ ঐ বাজারটার মধ্যে কোন ট্রাইবেল নেই। এর কিছুদিন পরে জলবাসাতে রবীন্দ্র দেববর্মা বিদ্যুৎ দপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আক্রান্ত হলেন। একটার পর একটা এই রকম ঘটনা ঘটছে। এখানে উপজাতি কর্মচারী থাকতে পারছেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, ঐখানে কোন ঘটনা ঘটে নি। এইভাবে যদি অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পানিসাগর থানায় এটাকে এইভাবে চাপা দেওয়া হয়। তাহলে সেখানে তারা কিভাবে কাজ করবেন, কি করে তারা থাকবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ২৮ তারিখ এই রকম ঘটনা ঘটে নি। তবে অভিযোগ মূলে প্রকাশ যে, গত ২৪-১-৯০ইং তারিখে পানিসাগরস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের লাইনম্যান শ্রীরাজারাম হালাম বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গোলযোগ সারাই-এর ডাক পেয়ে পানিসাগর বাজারে গেলে সেখানে কাকলি স্টুডিওর মালিক জনৈক তপন বৈদ্য এবং অপর একজন তাহাকে দেরী করে আসার অজুহাতে গালাগাল করে ও ধাক্কা দেয়। এই ঘটনাটি পানিসাগর থানায় ২৫-১-৯০ইং তারিখ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২, ৩২৩, ৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৭ (১) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার শ্রী ফৈয়জুর রহমান।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী)— : স্যার, যে প্রশ্নটা সেট-আপ করা হয়েছে, সেটার উত্তর আমি দিয়েছি এবং মাননীয় সদস্য তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপরে, এসব কেন, আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমি বলছি যে ভিক্টরিং ইনভেষ্টিগেশান এ্যাণ্ড ইন্টারগেশান একজনকে এরেষ্ট করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধর্মনগর) :— স্যার, এভাবে একজন উপজাতি কর্মচারীই আক্রান্ত হয় নি, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই তারা আক্রান্ত হচ্ছেন। কাজেই সরকার এসব উপজাতি কর্মচারীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা আমরা জানতে চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসটা উনাদের আবোল তাবোল বলার জায়গা নয় যে যা খুসী, তা বলে যাবেন। তাই, আমি বলতে চাই যে, এই রাজ্যে উপজাতিদের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থাই সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার —ফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান (কৃষি) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার প্রেমতলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন ঔষধ না থাকার কারণ কি ?

২। ধর্মনগর মহকুমার ফুলবাড়ী, জালাইবাড়ী এবং প্রেমতলা এলাকায় শত শত গরু, মহিষ খাত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার অভাবে মারা যাইতেছে, এই তথ্য সরকারের কাছে আছে কি ?

৩। উক্ত এলাকায় যাদের গরু, মহিষ ও অন্যান্য পশু মারা গিয়েছে, তাদেরকে সরকার থেকে কোন সাহায্য দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার প্রেমতলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে গত ১৩-৯-৯০ ইং তারিখে বাস্তবিক কোটার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ পাঠানো হয়েছে।

২। এমন কোন তথ্য পশু পালন দপ্তরে নেই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকয়জুর রহমান :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে প্রশ্নের যে জবাব দিলেন, তাতে আমার মনে হয় যে, উনি উনার দপ্তর সম্পর্কে কোন খোঁজ খবরই রাখেন না। স্যার, আমার বাড়ী সেই এলাকায়, উনি বলছেন যে ১৩-৯-৯০ ইং তারিখে প্রেমতলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে ঔষধ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি জানি যে, ঐ তারিখে এরপরে অন্য কোন তারিখে ঐ কেন্দ্রে কোন ঔষধ যায় নি এবং সেখানকার পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের যে কর্মী কোথায় কি অবস্থায় আছেন, সেটাও অত্র এলাকার লোকের জানা নেই। তাই, আমার প্রশ্ন হল তদন্তক্রমে ঐ এলাকার যেসব মানুষের গরু মহিষ মারা গিয়েছে তাদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে কিনা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, উনি উনার প্রশ্নে বলেছেন যে, বাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শত শত গরু, মহিষ, ছাগল—ভেড়া ইত্যাদি মারা গিয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে, বয়স্ক যে-সব গরু, মহিষ বা অন্যান্য পশু আছে, বাত রোগে আক্রান্ত হলেই, সেগুলি সহজে মরে না, শুধু বাছুর যেগুলি বাতে আক্রান্ত হলে, সেগুলির বেশীর ভাগই মারা যায়। যা হইক উনি হয়তো একজন পশু চিকিৎসায় সেস্পালিস্ট। আমি বলব যে ঐ পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে শতকরা ৭০টা আইটেমের বাস্তবিক কোয়ার্টারলী বেসিসে ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে গেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমূখ) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত আর্থিক বছরে পশু পালন দপ্তরে ঔষধ কেনার জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং তার মধ্যে কত টাকার ঔষধ কেনা হয়েছে ? এবং এটা ঠিক কিনা যে প্রয়োজনীয় ঔষধ না কেনার জন্যই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে যে-সব পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, সেগুলিতে নিয়মিত ঔষধ যাচ্ছে না ?

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন এটা এই প্রশ্নের সংগে জড়িত নয়। কাজেই আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। এ, ডি, সির এলাকা সম্পর্কে আমি বলছি আমাদের তিন মাসের প্রয়োজনীয় ঔষধ স্টক আমাদের সেন্ট্রাল স্টোরে আছে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন

কি যে প্রকৃত পক্ষে সেই অঞ্চলে অবস্থিত পরিবারগুলি উন্নত মানের গো-প্রজনন সম্পর্কে কোন উপকার পান না? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ঐ এলাকায় কত গরু, মহিষ চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে? এটা তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রীবিমল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক প্রশ্ন আনেন তা হলে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল চাকমা।

শ্রীসুশীলকুমার চাকমা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২১ অ্যানিমেল হাসবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবিমল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় দক্ষিণ মাছমারা গাঁও সভায় কৃষ্ণচাঁদা বাজারে গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে কি না?	১) না।
২) না থাকলে কৃষ্ণচাঁদা বাজারে গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কি না?	২) উক্ত এলাকায় বর্তমানে গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব নেই। অদূর ভবিষ্যতে সরকার এটা বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীসুবোধ দাস :— স্পেশ্যালিস্ট স্যার, এই এলাকায় ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল মানুষের বসতি। এই এলাকায় আজ পর্যন্ত গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি এবং এর ফলে এই এলাকার মানুষের কাছে উন্নত মানের গো-প্রজনন কেন্দ্র করা অত্যন্ত প্রয়োজন সেটা করতে সরকার সচেষ্ট হবেন কি না?

শ্রীবিমল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি অদূর ভবিষ্যতে এটা দেখা যাবে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে এই সমস্যা রয়েছে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে। তবে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে এই আর্থিক বছরে দশটি গো-প্রজনন কেন্দ্র খোলা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরতন লাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৫০। অ্যানিমেল হাসব্যাণ্ড্রি ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট গোবরগ্যাস প্লান্টের সংখ্যা কতটি,

২। বর্তমানে সবগুলো চালু আছে কি,

৩। এই সমস্ত লোকরঞ্জন শাখাগুলোর প্রত্যেকটিতে কি কি ধরণের বাদ্যযন্ত্র আছে, এবং

৪। এই সমস্ত লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট লোকরঞ্জন শাখার সংখ্যা, ৪৪৫।

২। হ্যাঁ, সবগুলো চালু আছে।

৩। ১টি হারমোনিয়াম এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রয়োজনভিত্তিক একটি বাদ্যযন্ত্র।

৪। হ্যাঁ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, কিছু কিছু লোকরঞ্জন শাখা প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় আছে প্রশাসনিক কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক। সরকার সেগুলিকে পুনরায় সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে ৪৪৫টি লোকরঞ্জন শাখা আছে। স্বাভাবিক কারণেই কিংবা সরকারী যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে ঐসব লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে যে রকম আর্থিক সাহায্য করা হয়, তাতে সঠিক অবস্থায় সারা বছর কাজ করবে আশা করা যায় না। তবে আমরা সরকারে আসার পর এই শাখাগুলির প্রয়োজন অনুভব করে ৪/৫টি লোকরঞ্জন শাখাকে একত্র করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে দেখা গেছে, জনগণের মধ্যে একটি উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, যে আর্থিক অনুদান সরকার দেন, তাতে খুব সুচারুভাবে লোকরঞ্জন শাখাগুলির পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আমরা অফিসার এবং মন্ত্রী লেভেলে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি একত্র করার। এতে আমি নিজেও ২/১টি শাখায় অংশ গ্রহণ করে দেখেছি, ওরা এতে খুবই খুশী হয়েছে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, সংস্কৃতিকে প্রত্যেকটি সমস্ত জায়গায় বিকাশ করার জন্য, এবং লুপ্ত প্রায় সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপক প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বামফ্রন্টের দেওয়া তবলা হারমোনিয়াম সরঞ্জাম এগুলি পূর্বতন মন্ত্রীর বাড়ীতে ঢুকে গেছে, পূর্বতন মন্ত্রীর নির্দেশে।

শ্রীসমীরঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ভয়েস—ওরে বাবা, আবার আমাকে কেন।)
উনার বাড়ীতে এনে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই ভাবে অচল করে দেবার কি কারণ থাকতে পারে ?

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমার বাড়ীতে একটি হারমোনিয়াম আছে। সেটি আমি নিজে

কিনেছি, আমার মেয়েদের গান করার জন্য। আমি জানতাম, অনিলবাবুই বুঝি সংস্কৃতির ব্যাপারটা ভাল বুঝে থাকেন। এখন দেখছি, নকুলবাবুও কম যান না। স্যার, আমরা দেখেছি, আগে বইমেলাতে একমাত্র মার্কসের বই বিক্রী হত, গান্ধীজীর বই প্রবেশ নিষেধ। গণতান্ত্রিক লেখক, বুদ্ধিজীবীদের বাইরে আর কারোর বই থাকত না। আমরা কিন্তু তা বন্ধ করে দিয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি খবর রাখছেন দেখে। আমি আপনাকে কাঠ-খোট্টা মানুষ হিসাবেই জানতাম। কিন্তু এখন দেখছি, আপনি খুব রসিক মানুষ। যাই হউক, সংস্কৃতি ব্যাপক জিনিস। আমরা সরকারে আসার পর বাদ্যযন্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে বেড়েছে। আমরা ত্রিপুরাতে স্থায়ী ভাবে একটা কিছু করতে চাই। সংস্কৃতি নামে নিজের দলীয় রাজনীতির গান গাওয়ানো আমার সরকার করতে পারবে না। এই জন্যই ঢাকের আওয়াজ বাড়ছে না। এটা হয়তো অনেকে পক্ষে হয়তো খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা চাই না ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির নামে ডুবে থাক। এইভাবে সংস্কৃতির নামে নিজের দলীয় রাজনীতির প্রচার যদি চালানো হয় তাহলে সারা বছর কাজ করানো যায়। লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে সচল রাখা যায়। কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা গ্রামীণ শিল্পীদের অংশ গ্রহণ করার জন্য সারা বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাঠাচ্ছি। প্রতিমাসে লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাচ্ছি। সংস্কৃতির মানোন্নয়নের জন্য। আমরা চাই এইভাবে যদি শতাব্দীর সংস্কৃতির মানোন্নয়ন করা যায় তাহলে ত্রিপুরার লুপ্ত প্রায় সংস্কৃতিকে উদ্ধার করা যাবে। সেটা করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইসব লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে যে বাদ্যযন্ত্র, পেট্রোমাক্স, সতরঞ্জি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল এইগুলি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ দিয়ে দেওয়ার জন্য ব্লকগুলিকে বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই সকল জিনিষগুলির কিছুই পাওয়া যায়নি। যারা যারা এই সব জিনিষ গায়েব করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে ৪৪৫টা লোকরঞ্জন শাখাকে সম্পূর্ণভাবে সচল রাখতে গেলে সেই পরিমাণ আর্থিক সংগতির প্রয়োজন। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট আমলে এই দপ্তরকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেখা গেছে হারমোনিয়াম আছে কাগজে, লেখা আছে বিধানসভার অমুক কনস্টিটিউন্সীতে অমুক লোকরঞ্জন শাখাতে। কিন্তু সেই হারমোনিয়াম বাজে না, তবলার বোল ফুটে না। এইসব জিনিষ থাকলে সরকারের কোন অগ্রগতি হবে না। এই সব জিনিষগুলি যাতে সচল থাকে তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এই বছর আমরা কিছু হারমোনিয়াম এবং বাদ্যযন্ত্র কিনেছি মাননীয় সদস্য মহোদয় যদি স্পেসিফিক বলেন যে এই এই জায়গায় এই জিনিষগুলি নেই তাহলে নিশ্চয়ই আমি সেটা দেখব। আমরা ৪-৫টা গ্রামে একটা করে আমরা প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করি এবং বাদ্যযন্ত্রগুলি যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই লোকরঞ্জন শাখাগুলির সংস্কৃতিকে বিকাশের জন্য আরও ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য ৩ খানি বই দেওয়া হয়েছিল—রবীন্দ্র সঞ্চয়িতা, নজরুল সঞ্চিতা এবং সুকান্ত সমগ্র। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেকটি লোকরঞ্জন শাখা থেকে এই বইগুলি উইথ-ড্র করে এনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা রেখেছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং এটা কেন করা হল।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য তথা প্রাক্তন মাননীয় মন্ত্রী যে ভাবে সাপ্লিমেন্টারী এখানে রেখেছেন কিন্তু বিভিন্ন লোকরঞ্জন শাখার সরকার থেকে অনেক জিনিষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন কালেকট করতে যাওয়া হয়েছে তখন কিন্তু সেই সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় নি। এটার জন্য আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে তার জবাব আমি দেব, তবে সরকারী জিনিষ যে পাওয়া যায় না এটা মাননীয় বিধায়করা সবাই জানেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদির কথা। কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন দপ্তর হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার করছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রচার করছে। আপনাদের দুটো সংস্কৃতি আছে একটা হচ্ছে আমেরিকার সংস্কৃতি, আর একটা হচ্ছে আমাদের দেশ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোন ধর্ম প্রচার করা হয় না। হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোন ধর্ম প্রচার হচ্ছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা উনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু অভিযোগটা কার বিরুদ্ধে সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। প্রথম কথা হচ্ছে টেলিভিশন আমাদের হাতে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। হিন্দু সংস্কৃতি ছাড়া আর কোন সংস্কৃতি আমাদের নেই, এটা উনি বললেন কি করে? জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু এবং ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু এইগুলির সমস্ত ঘটনাই উনি জানেন। শুধু মাত্র হিন্দু সংস্কৃতি আমরা প্রচার করব এটা তিনি কি করে বললেন এই বিষয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে। কারণ ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ এবং বার বার ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রচার করা হচ্ছে এবং আমরা বলছি মুক্ত সংস্কৃতির প্রয়োজন মানব সভ্যতার জন্য। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মানসিকতা হচ্ছে দু হাত বাড়িয়ে আহ্বান করা। তার জন্য আমরা আক্রান্ত হয়েছি কিন্তু সেই আক্রমণকে আমরা বার বার প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছি আমি এটা বিশ্বাস করি যে, হয়তো কোন সরকার ফায়দা তোলার জন্য এটা নিতে পারেন কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কারণ আমাদের ভারতবর্ষ হচ্ছে গণতান্ত্রিক দেশ সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের পক্ষেই এটা আশা করা বাঞ্ছনীয় নয়। এমন কিছু লোক আছেন যারা গোড়া ধর্ম ছাড়া কিছু জানেন না সেখানে কংগ্রেসের লোক থাকতে পারে, সি. পি. এমের লোকও থাকতে পারে. এবং আমার

পার্টির লোকও থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের সরকার এটা মানেন না। আমাদের সরকার এটা চিন্তা করেন যে, সমান ভাবে সবার জন্য করার নামই ভারতীয় সংস্কৃতি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রী সমর চৌধুরী

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৬

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে থানা এবং বিভিন্ন পুলিশ অফিসারদের অফিসসমূহে ও তাদের বাড়ীতে পুলিশ ও হোমগার্ড কর্মচারীদের আর্দালী ও ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করার প্রথা রাজ্য সরকার পুনরায় চালু করেছেন,

২। কনস্টেবল, হোমগার্ড ও চৌকিদারদের জন্য পুলিশ অফিসারদের বাসায় বর্তমানে কি কি কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে ?

উত্তর

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর | ইহা সত্য নহে। তবে পদস্থ পুলিশ অফিসারদের অফিসে ডিউটি এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাড়ীতে সিকিউরিটি এবং মেসেঞ্জার ডিউটি করার জন্য কনেস্টেবল এবং হোমগার্ডদের নিযুক্ত করা হয়। কোন চৌকিদারকে উক্ত কাজে ব্যবহার করা হয়না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, টি, এস, আর কমান্ডেন্ট একটা জার্সি গরু দানে পেয়েছেন, এটাকে রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নির্দিষ্টভাবে টি, এস, আর এর যারা কনস্টেবল রয়েছে তাদের নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ডি, জি, আই, জি এস, পি ইত্যাদি এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজের বাড়ীতে, আইনমন্ত্রী নিজের বাড়ীতে কাপড় ধোয়ার জন্য পুলিশ দপ্তরের কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন। এই যে প্রমোদ দাস, যেভাবেই থুন হল সে কে ? পুলিশ দপ্তরের কর্মচারী, এইটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, আমার বাড়ীতে পুলিশ, হোমগার্ড কোন লোক কাপড় ধোয়ার জন্য নেই। উনাকে নাম বলতে বলুন, নতুবা উইথড্র করতে বলুন। আমার বাড়ীতে কাপড় ধোয়ার জন্য কোন পুলিশ, হোমগার্ড বা চৌকিদার নেই। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও নেই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এইটা ঠিক নয়। স্যার, কনস্টেবলকে দিয়ে ওদের যা ডিউটি তাই করা হয়। ওদের ডিউটির জন্য যা নির্দিষ্ট করা তাই করে, উনি যা বলছেন তা ঠিক নয়।

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিরোধী):— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৭৭

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৭৭

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ কনস্টেবলরা কোন্ শ্রেণীর কর্মচারী, এবং

২। তাদের বেতনক্রম এল-ডি সি বেতনক্রমের মত কি না?

(উত্তর)

১। রাজ্য পুলিশ কনস্টেবলরা গ্রুপ/সি (তৃতীয় শ্রেণী)ভুক্ত কর্মচারী।

২। না।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে গ্রুপ সি-র যে সমস্ত কর্মচারী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছেন তাদের যে স্কেল, সেই স্কেলের সংগে কনস্টেবলদের স্কেল অনেকাংশ তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। দায়িত্বের দিক দিয়ে তাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। কাজেই তাদের এই স্কেলের কথা বিবেচনা করে সরকার তাদের এল ডি সির সমপর্যায়ে যে স্কেল ছিল আগে। যেটা বর্তমানে রিভাইজড স্কেলে এসে দাঁড়িয়েছে এল ডি সিদের ক্ষেত্রে ৯৭০—২৪০০, আর কনস্টেবলদের স্কেল হয়েছে ৮৫০-২১৩০, কাজেই এল ডিসিদের ৯৭০ ২৪০০ স্কেলে তাদেরকে দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, এল ডি সিদের দুইটা বেতন ক্রম আছে, একটা হচ্ছে ৯৭০-২৪০০ যেটা তৃতীয় পে-কমিশন রিকমেণ্ড করেছে। ২য় স্কেলটি হচ্ছে ১০৩০ ২৬২০ এইটা হচ্ছে যারা দশ বছর এই পদে কাজ করেছেন? তারপর আর একটি স্কেল আছে L. D. C. কাটি হল ১২৫০ থেকে ২৮৯০ যারা ১৮ বছর অতিক্রম করেছেন তাদের জন আর কনস্টেবলদের একটা স্কেল করা হয়েছে ৮৫০ থেকে ২১৩০ টাকা। যদিও এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান তাদের বর্তমানে মেট্রিকুলেট হতে হয়। তা ছাড়াও ফিজিক্যাল অ্যাফিশিয়েন্সিও তাদের দিতে হয়। রিক্রুটমেন্টের পর আবার তাদের ট্রেনিংও নিতে হয়। তাদের কাজও অনেক কষ্টকর এবং তাদের কাজে অনেক রিস্ক রয়েছে। সেইজন্য আমরা জানি থার্ড পে-কমিশন যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করেছি তখন এটাও আমার নজরে এসেছে যে তাতে অনেক এনামেলি ছিল এবং এই এনামেলিটা শুরু হয়েছে সেকেণ্ড পে-কমিশন থেকে এবং তার জন্য তদা-

তিন সরকারের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন তাদেরকে গিয়ে বলা হয়েছিল যে উপায় নাই, আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। ঐ সরকার তখন বলেছিলেন যে, এইগুলি ঠিক করে দিতে হবে এবং এই জন্যই থার্ড পে-কমিশন করা হয়েছিল। সেই থার্ড পে-কমিশনের রিপোর্ট সেট ওয়াজ কমপ্লিটেড এবং কমপ্লিট করে তদানিন্তন সরকারের কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু তারা সেটা তখন ইমপ্লিমেন্ট করেন নি। জানিনা কি কারণে করেননি, এইটা করার লক্ষ্যেই ছিল। এই সমস্ত এনামেলিগুলি রিমোভ করা হবে। কিছু কিছু করা হয়েছে, আবার কিছু এই সমস্ত ক্ষেত্রে করা হয়নি। জানিনা কি কারণে, তখন সরকারের সামনে দুইটা রাস্তা ছিল যখন আমরা এইটাকে গ্রহণ করলাম। একটা রাস্তা ছিল এইটাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়ে নূতন করে কমিশন বসানো তারজন্য আবার সময় লাগবে, সেই জন্যই আমরা কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়েছি থার্ড পে-কমিশনের রিপোর্টকে আমরা হুবহু গ্রহণ করলাম কিন্তু এনামেলি আছে আমরা সেটা জানি……

অমরা একটা এনামেলী সেল খোলেছি। এই এনামেলী সেলে বিভিন্ন এনামেলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই এনামেলী সেলের রিপোর্ট প্রায় সমাপ্তির পথে। এবং সেই রিপোর্ট পাওয়া গেলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি না—যে, তৃতীয় পে কমিশন এই কনেস্টবলদের তৃতীয় শ্রেণীর মর্য্যাদা দেননি। এর আগে বামফ্রন্ট সরকার তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে মর্য্যাদা দিয়েছিলেন। তৃতীয় পে কমিশন যে পে স্কেল তাদের দিয়েছেন সেটা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা দশ বছর অতিক্রম করার পর সেই গ্রেড পায় কিন্তু সেটার দ্বারা তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। কাজেই এই পুলিশ কনেস্টবলদের তৃতীয় শ্রেণীর মর্য্যাদা দিয়ে তাদের ৯৭০-২৪০০ স্কেল দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি এখন উনারা মায়া কান্না করলে কি হবে! স্যার এই পুলিশকনেস্টবলদের উনারা কি চোখে দেখেছেন আমরা সেটা জানি। এবং উনারা তাদের দিয়ে এজিটেশন করিয়েছেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে, অধিকাংশ কর্মচারীই তাদের পক্ষে নয় তারা এই করেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— না. এটা আপনারাই করেছে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী):— এইটা আপনারাই করেছেন।

স্যার. আমি তো আমার ভাষণে বলেছি যে. এই থার্ড পে কমিশন সে আমলেই বসছে। এবং সে আমলেই এটা ঠিক করা হয়েছে সবাই পে কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই কমিশন তার রিপোর্ট তৈরী করেছেন। সুতরাং আমি এটাও বলেছি যে. এই রিপোর্টটা আবার বদল করে নতুন করে করার জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ত্রিপুরার কর্মচারীদের সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করারমত অবস্থা ছিল না। সেইজন্য এইটা আমরা চালু করেছি। তবে এনামেলী সেটা রয়েছে সেটা দূর করার জন্য এনামেলী সেল খোলা হয়েছে।

স্যার, এখানে তো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত আছেন, উনিই বলুন না যে উনারা ২য় পে কমিশনের রিপোর্ট হুবহু মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা সেটা করেছি, তাতে যে এনোমেলী দূর করার জন্য এনামেলী সেল খোলা হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই জিনিসটা জানাবেন কি না—যে, রাজ্যের পুলিশ কনেস্টবলদের তৃতীয় পে কমিশন তৃতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেননি এবং সে জন্য তারা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যে সব সুযোগ সুবিধা পান সেটা পাচ্ছেন না। এই পুলিশ কনেস্টবলরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করে থাকেন। কাজেই তাদের সেই কাজের গুরুত্ব-র কথা চিন্তা করে এবং যেহেতু এই এনামলী সেলের রিপোর্ট বের হতে কিছু সময় লাগতে পারে তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রদেয় সকল প্রকার সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, একটা সরকার জনগণের প্রতি কিছু কমিটমেন্ট দিয়ে থাকে। উনাদের মত আমরা সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে রাজনীতি করাই না। সেই কমিটমেন্ট আমরা ফুল-ফিল করব। উনাদের মত আমরা সরকারী কর্মচারীদের জনগণের কাজে না লাগিয়ে মিটিং-মিছিলের কাজে লাগাতে চাইনা। স্যার, এই সরকার জনগণের জন্য কাজ করতে চায়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— উনাকে বলতে দিন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— যেভাবে মনে আমরা করি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই এনামেলি থাকবে ততক্ষন পর্যন্ত কর্মচারী সমাজকে দুর্বল করবে। কর্মচারী দুর্বল হলে পর সরকার দুর্বল হবে। সরকার দুর্বল হলে জনসাধারণের অসুবিধা হবে। সেই জন্য আমরা বলছি যে, সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের এনামেলি এক সঙ্গে করা হবে। সেটা আমি আগেই বলেছি। পে-এনামেলি কমিটি তাদের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে। কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :— ৮২।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :— ৮২।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার :— ৮২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য বর্ডার উইংস ব্যাটেলিয়ানের কর্মীদের চাকুরীতে স্থায়ী করণের জন্য গৌহাটী হাইকোর্ট তার এক রায়ে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ;

২। সত্য হলে এখন পর্যন্ত কতজনকে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করা হয়েছে ;

৩। বর্তমানে কতজন নিযুক্ত পত্র পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে ?

উত্তর

১। ইহা সত্যি নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা যে এখানে সারা হাউসকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভ্রান্ত করেছেন। কারণ হাইকোর্টের রায় ছিল যে, বর্ডার-উইংস্ কর্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে। এবং সেই ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন রকমের তাল-বাহানা করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয় নাই। বৈষম্য করা হচ্ছে। অথচ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এটা ঠিকভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন জাজমেন্ট নেই। যেটা ছিল সেটা আমি এখানে বলছি। কিছু পার্ট টাইম হোমগার্ড বর্ডার উইংস্-এ ছিল, যাদেরকে বর্ডার-উইংস্-এ নিযুক্ত করা হয়েছিল। কমাণ্ডান্ট ভুল করে (তাদেরকে পার্ট-টাইম হোমগার্ডদের) রেগুলার স্কেলে এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন। তার এই ভুলের সুযোগে কোর্টে একজন রীট পিটিশন করেছেন।

সেখানে তার উপর রায় দিয়েছেন। তাহলে এই ভুলটা করা হয়েছিল, তাদের রেগুলার সেলারি দেওয়া হউক এটা বলা হয়েছে। এবং ডিপার্টমেন্ট প্রত্যেককে সেই স্কেল দিয়েছেন। তাদের সংখ্যা এখানে নেই। তাদের আমরা পার্সনাল পে করে তাদের আমরা ব্যাটেলিয়নে কনস্টেবল হিসাবে ফিরিয়ে এনেছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে একটা মামলা করা হয়েছে এবং গৌহাটি হাইকোর্ট ২২.৭.৮৮ইং তার উপর একটা জাজমেন্ট দিয়েছেন। সেই জাজমেন্টে পরিস্কার ভাবে এখানে বলা হয়েছে। সেই জাজমেন্টের একটা প্যারাগ্রাপ আমি এখানে পড়ছি।

To sum up we hold that the petitoner and all other similarly situated persons appointed as members of the Border wing Home Guards in the Scale of pay mentioned in their appointment latters along with allowances as applicable to the members of equivalent ranks of state Police orgainisation Shall be entitled to get the said pay scale and other allowances as per appointment letters including annual increments.

স্যার, এটা পরিষ্কার বলা আছে হাইকোর্টের রায়ে। তারপরে দেখা যাচ্ছে, যারা এই ধরণের অর্ডার এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন, স্কেল পেয়েছেন। এমনকি ১৯৮৫-৮৬তে এবং এখানের স্যার, আমার কাছে কপি আছে। তাদের নির্মলেন্দু বিকাশ দেব অ্যাপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট স্টেট গভর্ণমেন্ট দিয়েছে। তাদের স্কেল দিয়েছেন ফিকস্‌ড্‌টে। তারপরে মণ্টু মোহন শর্মা এই ধরণের সবাই। এবং আরো ১৯৮৫-৮৬তে এবং পরিষ্কার বলা আছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট অব্‌ সার্টিফিকেট দিয়ে তাদের এই কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের কাউকে রেগুলার করা হচ্ছে না। এটা কি কারণে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। গৌহাটী হাইকোর্টের রায় দেওয়ার পরও তাদের কেন আটকিয়ে রাখা হয়েছে।

স্যার, আমি এতটুকু জানি যে, স্টেট গভর্ণমেন্ট সুপ্রিম কোর্টের কাছে গিয়েছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট তাদের এই দরখাস্ত ডিসমিস করেছেন যে মানবিক কারণে যেহেতু এদের রাইট এবং কোয়েশ্চান এর মধ্যে রয়ে গেছে। তারপরও রাজ্য সরকার এটাকে কার্যকরী করতে বিলম্ব করছে কেন, এটা জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে রেগুলারের কথা বলা হয়নি। উনি ব্যাখ্যা করেছেন, জানিনা উনার কি ব্যাখ্যা।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার এই রায়ের কপি আমার কাছে আছে দেখুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার কাছেও আছে এই সব কাগজপত্র। আপনারা এই সব কাগজ কলা পাতা ফেলে দিন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, হাইকোর্টের রায়কে কলাপাতা বলতে পারেন কিনা।

মিঃ স্পীকার :— উনি হাইকোর্টের রায় বলছেন না। উনি কাগজের কথা বলছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আপনাদের কাগজকে কলাপাতা বলেছি। হাই-কোর্টের রায়কে কলাপাতা বলিনি। কাজেই আমি কখনও এটা উইথ-ড্র করব না। আপনারা হাইকোর্টের রায়কে সম্মান করেন না। কিন্তু আমরা বরাবরই কোর্টের রায়কে সম্মান করে আসছি। আমি বলেছি

যে ভুল করে হোমগার্ডদের এই স্কেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সরকার হাইকোর্টের রায়কে সম্মান দিয়ে, তাদের প্রাপ্য স্কেল দিয়ে দিয়েছেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— ১৯৮৫-৮৬ সনে এই ধরণের স্কেলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত তাদের অনেককে প্রাপ্য স্কেল দেওয়া হয়নি। এর কারণ মাননীয় মন্ত্রী, মহোদয় জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার :— এখন, প্রশ্নপর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকাবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য, আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A & B")

NO CONFDENCE MOTION.

Mr. Speaker :— To-day, I have recived a notice of Motion of No-Confidence against the Counci of Ministers headed by Shri Sudhir Ranjan Majumdar, from Shri Nripen Chakraborty, Leader of the Opposition. Th motion is in order. Now, I would request Shri Chakraborty to seek the leave of the House to move the motion.

Shri Nripen Chakraborty :— Mr. Speaker Sir, I beg to Movev 'for leave of the house that the Tripura Legislative Assembly exprresses, motion expressing lack of confidee in the Council of Ministers led by Shri Sudhir Ranian Majumdar, Chief Minister, Tripura."

Mr. Speaker :— Now, I shall put the motion for leave to vote. Those who are in favour of Motion for leave will please rise in their seats.

(At this stage—Secretary counted the number of the members rising up in their seats in favour of the leave motion moved by Shri Nripen Chakraborty, Opposition Leader and reported to the Hon'ble Speaker).

Mr. Speaker :— Leave is granted as reuired—number should be 12, but it is 26 now.

The motion will be taken up for discussion on 8th February, 1991.

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir, 8th Feb. 1991 will be the private Member's day, so Private member's day should not be disturbed as per law and practice.

Mr. Speaker :—Alright, you please put your submision.

Shri Nripen Chakrahorty :— That's right, Sir. I already put my submission, yon will kindly consider it.

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত নোটিশটি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে এটা উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি নোটিশটি হাউসে উত্থাপনের জন্য।

অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—"গত ১৬/৮/৯০ ইং রাত্র আনুমানিক ৯টা-১০ টায় বীরচন্দ্রমনুর শ্রীসুরেশ সিং মহাশয়ের বাড়ীতে ভাত খাওয়ার সময় গুলি করে বাবুল মজুমদারকে খুন করার চেষ্টায় ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি জবাব দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ জবাব দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১১/২/৯১ তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে এটা পরীক্ষা নিরিক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রমোদ দাসের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : – আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি জবাব দেবার জন্য। তিনি যদি আজ জবাব দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১২/২/৯১ ইং তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল কুমার চাকমা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে এটি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা (পেচারথল) :– মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো — "কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার লালজুড়ি রাস্তার পাশে বুদ্ধমান চাকমার জমির উপর টি এন,

আই সি'র বাট্টা বন্ধ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি জবাব দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ জবাব দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১১/২/৯১ ইং তারিখে জবাব দেব।

CALLING ATTENTION.

মিঃ স্পীকার :— আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল— "গত ২৯/১/৯১ ইং তারিখে নলছড়ে নিখোঁজ আরও দুই ব্যক্তির মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে গতকাল শিলঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা এই ঘটনা সম্পর্কে।" আমি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির পরীক্ষা নিরিক্ষা করে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উত্তর দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ উত্তর দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্যার, আমি আগামী ১১/২/৯১ ইং তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হল— "গত ১৫ই ডিসেম্বর ৯০ ইং রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর ডিরেক্টর ইন চার্জ এম. আর. দেবনাথকে তার অফিস চেম্বারে কতিপয় দুস্কৃতকারী দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উত্তর দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ উত্তর দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১২/২/৯১ ইং তারিখে জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১২.২.৯১ ইং এই সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেবেন।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের বিষয়বস্তু হলো: "অবিলম্বে ত্রিপুরা রাজ্যের ও, বি, সি ভুক্ত

CALLING ATTENTION

সরকারী কর্মচারী সংগঠনকে অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনের ন্যায় স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কে।''

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ তাঁর বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি কবে এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন অনুগ্রহ করে আমায় জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১২. ২. ৯১ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আগামী ১২-২-৯১ ইং বিবৃতি দেবেন।

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

মিঃ স্পীকার:— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো:— ''গত ২৮শে জানুয়ারী, সোমবার, ১৯৯১ ইং তারিখে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করেছেন উহার উপর আনীত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও গ্রহণ এবং ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে সেগুলির উপর আলোচনা। আলোচনার শেষে প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ভোটে দেওয়া হবে, তারপর মূল প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হবে।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের চিফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমার দেবার জন্য।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর):— স্যার, আমাদের দলের থেকে প্রথমে মাননীয় বিধায়ক শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার:— ঠিক আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়কে উনার ভাষণ রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ ইং মাননীয় রাজ্যপাল এখানে যে ভাষণ রেখেছেন তার বিরোধিতা করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে তার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণ মানতে পারছি না এই জন্য যে, জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যে আধা ফ্যাসিস্ট, সন্ত্রাসবাদ কায়েম করে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ জনগণের স্বার্থের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়ে প্রশাসনে লাল বাতি জ্বালিয়ে এই সরকার যে কাজ করছেন, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে তাহার একটুও ইঙ্গিত মিলছে না। মাননীয় রাজ্যপাল এখানে যে ভাষণ রেখেছেন তা তোতা পাখীর বুলি। এইবারকার জোট মন্ত্রীরা যেভাবে শিখিয়েছেন তা বলেছেন। অবশ্য সেটাই সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি। স্যার, এই সরকার চলছে শুধু দলবাজী করে। নিজেদের আখের গোছাতে, নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে, রাজ্যের সমস্ত পয়সাকড়ি

নিজেদের দখল করে রাজ্যকে এক অসহনীয় অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। অন্যদিকে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, পঞ্চায়েতের যে অধিকার ছিল সেই অধিকার কেড়ে নিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির অধিকার কেড়ে নিয়ে সমবায়ের অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে কোথাও কোন রকমের ইঙ্গিত নেই এই সমস্ত অধিকার আবার জনগণকে কবে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কবে পৌরসভার নির্বাচন হবে, কবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, কবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শান্তির আবহাওয়া ফিরে আসবে, মানুষ কবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আবার চালাতে পারবেন, তার কোন রকম ইঙ্গিত নেই। মাননীয় রাজ্যপাল রাজ্য মন্ত্রিসভার শেখানো তোতা পাখীর মত কতগুলি বুলি আওড়ে গেলেন। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যাবে না। আপনাদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, আপনাদের চরিত্র রাজ্যের মানুষের কাছে ফুটে উঠেছে। আজকে রাজ্যের পত্রপত্রিকাগুলিতে এমনকি শাসক দলীয় পত্রিকা "দৈনিক সংবাদ" একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় করে মন্ত্রীর দুর্নীতি, মন্ত্রীর বর্মণের দুর্নীতি কাগজের পৃষ্ঠায় ভরতি। "স্যন্দন" পত্রিকায় দেখবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি, নিজেদের দলীয় কোন্দল অমুক অমুককে পূর্ণমন্ত্রী করতে হবে, না হলে ১০ দিনের মধ্যে পদত্যাগ, ইত্যাদি খবর প্রচারিত হচ্ছে এবং মন্ত্রিসভা এই নিয়েই ব্যস্ত, ঘন ঘন দিল্লী দিল্লী দৌড়াচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যের অবস্থা যে কি সেই দিকে নজর দেবার তাদের ফুরসত নেই। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এখানে যে বলেছেন "সুসংহত গ্রামীন বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমার সরকার রেকর্ড সাফল্য অর্জন করেছেন। ১৯৮৯-৯০ সালে সংখ্যার দিক থেকে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ২০৫ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে"। মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এটা কিসের ভিত্তিতে বললেন? স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ডি এম, এস, ডি ও, ও বি. ডি, ওদের নিয়ে একটা মিটিং ডেকেছিলেন। কিভাবে গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্য দেবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডি, এম কে বললেন, ডি. এম বলেন আমার কাছে কোন তথ্য নেই। কারণ এস, ডি, ও কোন তথ্য দেয় না। তখন তিনি এস. ডি. ও মহোদয়কে জিজ্ঞেস করায় এস. ডি. ও বললেন আমার কাছে কোন তথ্য নেই, কারণ বি. ডি. ওরা আমাদের কোন তথ্য দেয় না। তখন তিনি এ ব্যাপারে বি. ডি, ওকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন আমার কাছে কোন তথ্য নেই কারণ সব উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানরা সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। আমাদের কিছু দেয় না। এই হচ্ছে অবস্থা। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ডি এম, এস. ডি. ও'রা প্রশাসন সম্পর্কে এই সমস্ত কথা বলছে। আর এখানে রাজ্যপাল বলছেন—লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ২০৫ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এখন দোষ চাপাচ্ছেন [illegible] উপর। যত দোষ নন্দ ঘোষ। এরপর শ্যামাচরণ ত্রিপুরা সাংবাদিক সম্মেলন [illegible] আমলে ৯ কোটি টাকা লুট করে সারা বছর কাজ চালিয়ে রেখেছে। আর এখন [illegible] করে গ্রামে সমস্ত কোন কাজ নেই। এইভাবে আর টাকা পয়সা দেওয়া যাবে না। তার সুবী [illegible] না, এ [illegible] করা হলে সাংঘাতিক বিপদ হবে"। এখন থেকে বি. ডি. ওরাই টাকা পয়সা [illegible] সুতরাং এইগুলি সরকারী ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না?

সরকারের তো একটা পরিকাঠামো আছে। এখানে সরকারের কোন পরিকাঠামো নেই। অথচ মন্ত্রীরা বলেছেন সব ঠিক আছে, উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে। এই রকম কোন ইতিহাস এই রাজ্যে আছে কিনা যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে শুরু করে ১৩/১৪ বছরের অভিজ্ঞতায় আগে কি আমরা সুখময় মন্দির দেখেছি, শচীন্দ্রলাল সিংহ মন্দির দেখেছি এইরকম নজীর কি আছে? কিসের ভিত্তিতে এটা আমরা দেখছি এবং কিসের উপর নির্ভর করে আমাদের এই গভর্ণমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে? অন্যদিকে স্যার, সমস্ত উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে আছে, গ্রামের উন্নয়ন একেবারে ঠান্ডা হয়ে আছে, কেউ কিছু বলেন না। অন্যদিকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরের কি পরিস্থিতি, রাজধানী আগরতলার পৌরসভার অবস্থা কি? মশা মারা ঔষধের পয়সা নেই। আগরতলা শহরের মানুষই এখন এই সমস্ত কথা বলছেন। এই সমস্ত কথা বাদই দিলাম। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীরা কে বড় মন্ত্রী তাই নিয়ে হয়ে যায় বাকবিতণ্ডা এবং একে অন্যকে বলে আমি বড়, তুমি বড় না, সবাই নিজেকে বড় ভাবেন। জহরবাবু বেশী ক্ষমতা নেবেন না বিভু দেবী বেশী ক্ষমতা নেবেন এই নিয়ে সাংঘাতিক অবস্থা। অন্যদিকে স্যার, উন্নয়নের কাজ স্তব্ধ। কিন্তু টাকা পয়সা লুঠপাট হচ্ছে ঠিকভাবেই। আগরতলা শহর উন্নয়নের নামে "রাস্তা পরিস্কার করা" যারা দিন আনে দিন খায় তাদের সমস্ত ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। কিসের জন্য? শহর উন্নয়নের জন্য? এটা ঠিক আমরাও মানি কিন্তু তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার সাথে সাথে প্রয়োজন ছিল। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েই এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রাস্তার সমস্ত হকারদের উচ্ছেদ করে এবং তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা। কিন্তু বর্তমানের জোট সরকার সেই সমস্ত হকারদের উচ্ছেদ করে দিয়ে তাদের সমস্ত পরিবারদের পথে ঠেলে দিয়েছেন, আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন উনারা। কি উন্নতি হচ্ছে এই ত্রিপুরা রাজ্যের? বটতলার সুপার মার্কেট এটা সবাই জানেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরী হয়েছিল কিন্তু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়নি। এই সুপার মার্কেট বিলি বন্টন নিয়ে মন্ত্রীদের মধ্যে কিলাকিলি, ঘুষাঘুষি হয়েছে লজ্জার ব্যাপার। তার মধ্যে আবার শুনা যায় এই মন্ত্রী বলেছেন, আমি পদত্যাগ করছি এবং সেই মন্ত্রী বলেছেন, আমি পদত্যাগ করছি। গ্রাম্য ভাষায় একটা কথা আছে যে,

"ভাত দেবার নাম নেই
কিল দেবার গোসাই"

এই সুপার মার্কেট ওপেন করতে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে রতনবাবু আছেন, মতি বাবু আছেন এবং আমাদের মন্ত্রী বীরজিৎবাবুও আছেন। কিন্তু এই মন্ত্রী বললেন আমি মিটিং-এ থাকব না, সেই মন্ত্রী বললেন আমি মিটিং-এ থাকব না এইভাবে অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তারপর আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখছি আজকে কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আজকে জলসেচের অবস্থা কি? তারা আজকে ৩ বৎসরে একটাও জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। ৩টা মাঝারী শিল্প এটা ত বামফ্রন্টের আমলে ছিল। এই ৩ বৎসরের মধ্যে ত আপনারা একটা করতে পারেন নি। অথচ যে সমস্ত

কর্মসূচী বামফ্রন্ট করেছিল ১০ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ করেছিলেন, আবার খোয়াই বিভাগে যে মাইনর ইরিগেশন করা হয়েছিল সেগুলি আজ স্তব্ধ। সববং এলাকাতে ডাইভারশান স্কীম বামফ্রন্টের আমলে হয়েছিল সেটা আজকে স্তব্ধ। আজকে সেই নালা কুড়াই হচ্ছে না। আজকে সববং এলাকার হাজার হাজার মানুষ বঞ্চিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী গিয়েছিলেন দেখতে, বলেছেন উন্নতি করবেন। কিন্তু কিছুই উন্নতি হচ্ছেনা। অন্যদিকে বাজার উন্নয়নের ব্যাপারে একটা রেগুলেটেড মার্কেট উন্নতি করা, বা স্টল করা কোন কিছু নেই। আমি বলতে পারি, আমি একটার চেয়ারম্যান ছিলাম, কল্যাণপুর ১০ লক্ষ টাকার বাজেট, বিধানসভায় বার বার বলেছি, ওরা বলছেন দিল্লী পাঠিয়েছি। আসবে। কবে আসবে, আসকে কিনা কিছুই ঠিক নেই। কোনরকম উন্নয়ন নেই। আজকে উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে আছে। স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। আজকে কি অবস্থা চলছে। আজকে চারিদিকে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে আছে। আজকে জলসেচের অবস্থা কি? যদি কোন সময় জলসেচের জন্য মেশিন চালু হয়, কৃষকরা আধাকানি ক্ষেতে জল দিলেই হঠাৎ করে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন মেশিনও বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন তারা ক্ষেতের বাঘ। এই আছে এই নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমাকে ২ মিনিট সময় দিন। জলসেচের এই অবস্থা হয় তাহলে কিছুই হবে না। বিদ্যুতের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে কৃষিমন্ত্রী কিছুই করতে পারবেন না। কারণ এইটা বিদ্যুতের ব্যাপার। বৈজ্ঞানিকের ব্যাপার। এতে কৃষিমন্ত্রী কোন কিছু করার নাই। সমস্ত পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে রয়েছে। আজকে স্কুলের অবস্থা শিক্ষার অবস্থা কি? অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ, ডি, সির মুঙ্গাবাড়ী, দেবদাবাড়ী গত ২ দিন আগে আমি গিয়েছিলাম সেখানে মিড ডে মিল দেওয়া হয় না। বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত প্রাইমারী স্কুলের আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করে গেছেন। আজকে এগুলি বন্ধ গরীব সন্তানদের পেটে লাথি মেরে আপনারা মন্ত্রিসভা করছেন কেন? কেন মিড ডে মিল বন্ধ হল আমি শিক্ষামন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। মিড ডে মিলের জন্য ত বাজেট ধরা হয়েছিল। কেন গরীবের সন্তানের পেটে লাথি দেওয়া হচ্ছে। এটা জানতে চাই। আজকে বুড়োবুড়ীরা পেনশন পাচ্ছে না।

অন্য দিকে কোন একটা কিছু আপনারা বাড়ালেনইতো না। যেমন বুড়োদের যে পেনসনের ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকার করে গেছেন সেই পেনশনকে বাড়ানোতো দূরের কথা, ঠিক মত পায়ই না, বুড়োরা বার বার লাঠি ভর দিয়ে গিয়ে গিয়ে খোঁজ নেয় এবং এইভাবে খোঁজ নিতে নিতে শেষে তিন চার মাস পর পায় পেনসন। রাজ্যেই এই যে অবস্থাটা এটা চলছে সব ক্ষেত্রেই। বিগত দিনে যে সমস্ত কর্মসূচীগুলি ছিল সেগুলি আজকে ধূলিসাৎ হয়েছে। আজকে চেয়ারম্যানদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলেছে, চেয়ারম্যানরা বলেন, সাধারণ সদস্য যদি গাড়ী ব্যবহার করতে পারে তাহলে আমি কেন গাড়ী ব্যবহার করতে পারব না? এই হচ্ছে অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের। এই বিধানসভায় আমি বলছি স্যার, অমরপুর পূর্বকুঞ্জবন, পূর্বকমলপুর দ্বারিকাপুর ও দুর্গাপুর এই সমস্ত এলাকাগুলিতে ওভার ফ্লোর জন্য পাইপ বসানোর জন্য পাইপ বামফ্রন্ট

সরকারই সেংশান করে গেছেন। পরে সেই পাইপগুলি গাড়ী ভরতি করে গেলেও, কিন্তু একটা জমিতেও একটা পাইপ বসানো হল না। আমি এই বিধানসভায় মাননীয় সেচমন্ত্রীকে বলেছিলাম কেন আপনার লোক এই পাইপগুলি বসালো না, আজকে খাতায় হিসাবে দেখতে গেলে দেখবেন ৩০০ পাইপ বসানো হয়েছে, কিন্তু একটাও একটা জমিতে বসেনি। বলুন এইগুলি তদন্ত করার মত কোন লোক আছে, যদি থাকে তাহলে চলুন আমরা দেখিয়ে দেই কোন কোন জায়গাতে কি কি হচ্ছে, এগুলি একটু তদন্ত করে দেখুন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের প্রতিকারের কোন ইচ্ছা, রাজ্যের সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে কতটুকু কি করা যায় তার যে সদিচ্ছা আমি মনে করি আমাদের মন্ত্রীদের সেটা থাকা উচিৎ। কারণ, আমাদের সকলেরই সময় এসে গেছে আবার জনগণের কাছে যাওয়ার, সবাইকে জনগণের কাছে যেতে হবে, আর আপনারা যদি মনে করেন যে, যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে, তাহলে ভুল করবেন। ইতিহাস তা বলে না। পাকিস্থানের এর ক্ষেত্রে কি হয়েছে, এখন উনি কোথায়, কারণ হচ্ছে জনগণ আর কত দিন সহ্য করবে, সহ্যেরওতো একটা সীমারেখা আছে আপনাদেরও এখনও সময় আছে, এখন আর তিন জন না পাঁচ জন মন্ত্রী হবে, সেটা চিন্তা না করে যারা আছেন তাদের মধ্যেই আপনারা একট সমঝোতা রাখুন, প্রশাসনকে বলুন তাদেরকে ক্ষমতা দিতে, তাদেরকে নিজেদের মধ্যে মারধর করা থেকে সরিয়ে দিয়ে কিছু কাজ করুন যাতে আগামীদিনে জনগণের সামনে যেতে পারেন তার ব্যবস্থাটা করুন। এইটা শুধু আমার কথা নয় পত্র-পত্রিকাগুলি খুললেই দেখবেন তাতে কি আছে? অমরপুরের রাস্তারোখো আন্দোলন কারা করেছে, ঐ কৈলাশহরে আবার পাল্টা সংগঠন কারা করেছে আমরা সি পি আই (এম)রাই করেছি? পত্র-পত্রিকা-গুলি কি বলে, আগরতলা শহরে গত পরশু দিন দেখলাম কর্মচারীদের মিছিল। কেন কর্মচারীরা আন্দোলন করছে, আপনারা কি করেছেন? তারপরে এ, ডি, সি নিয়ে আমি শুধু একটা কথাই বলব, আমাকে এই এ ডি সির প্রতিনিধি করতে হবে বলে যে রাস্তারোখ আন্দোলন করেছে বাবুল মজুমদার, কে দিয়েছে তাকে এই সাহস? এই রাস্তারোখো আন্দোলনের ফলে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে যে অচল করে দিয়েছে, তাকে এ ডি সিতে আনতেই হবে, এত সাহস তার? কাজেই আমি মনে করি, এই জোট সরকারের এই যে পরিস্থিতি এটার সঙ্গে রাজ্যপালের ভাষণের কোন মিল নেই এবং এই কারণেই আমি তাকে সমর্থন করতে পারছি না। ফলে ভাষণের বিরোধীতা করে এবং সংশোধনী যেগুলি এনেছে যেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ :—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী দেববর্মা।

শ্রীতরণী দেববর্মা (টাকারজলা) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছেন এই ভাষণের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছি এখানকার উপজাতিদের জন্য কিছু করার ইচ্ছাটা লেশ নেই বললেই চলে। এখানে উপজাতিদের জন্য যা কিছু বলার কথা মানে দুই চারটা কথা-যা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমি দেখতে পাই বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই।

স্যার, উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) তাদের নির্বাচনের ইস্তেহারে সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, বামফ্রন্ট সরকারে থেকে কি করতে পেরেছে, আমরা যদি সরকারে যাই তাহলে আমরা তোমাদের জন্য আরও বেশী কাজ করতে পারব। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এ ডি, সি, এলাকাতে দ্বিগুণ হারে রেশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা কি দেখছি—সেখানে রেশন দ্বিগুণ দেওয়া দূরের কথা তাদের প্রাপ্য রেশনই পাচ্ছে না। সেখানে রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন এ, ডি, সিতে, এবং রাজ্য সরকারে কংগ্রেস (আই) টি, ই উ, জে, এস, সরকার রয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ আর ওদের বিশ্বাস করেন না। কারণ তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে প্রতিশ্রুতি তারা পালন করেনি। বামফ্রন্টের আমলে আমরা উপজাতি এলাকাতে এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, তে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—আজকে এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর স্যার, এ, ডি, সি, নির্বাচনের সময়ে আমরা কি দেখতে পাই যে, জোর করে তারা সাধারণ মানুষের ভোট আদায় করেছেন, সাধারণ মানুষ তাদের কখনো ভোট দিত না। সে যাই হোক ভোটের সময় যে প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া হয়েছিল সেটা তো পালন করবে। না, সেটা তারা করছেন না। উপরন্তু বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি এলাকায় যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন সেটাও তারা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এখানে মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু বলছেন যে, "বামফ্রন্ট সরকার দশ বছরে যা করতে পারেননি কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার এক বছরে তা করেছেন। কাজেই বামফ্রন্টের লজ্জা হওয়া উচিত।" হ্যাঁ, উনার কথা ঠিক বামফ্রন্টের লজ্জা হওয়া উচিত। কারণ বামফ্রন্ট এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি স্কীমে উপজাতি এলাকায় যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন তা এই জোট সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। এবং যা কিছু হচ্ছে, সেটা উনাদের কর্মীদের পকেট ভারী হচ্ছে। বামফ্রন্ট সেটা করতে পারেনি। কাজেই বামফ্রন্টের তো লজ্জা হওয়া উচিত।

(শ্রী অমল মল্লিক—তাহলে আপনি গাড়ী কিনেছেন কি ভাবে ?)

শ্রীতরণী দেববর্মা : গাড়ী কে কিনেছে—আমি কোন গাড়ী কিনিনি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, দুর্গম এলাকায় রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। শহর থেকে রেশন তুললেও ডিলাররা সে রেশন আর দুর্গম এলাকায় নিয়ে যায় না। এখানেই বিক্রি করে দেয়। আর যা কিছু যায় তা কংগ্রেস (আই) টি, ইউ, জে, এসের গুণ্ডা পাণ্ডারা লুটেপুটে খায়। এইজন্য দুর্গম এলাকার উপজাতি জনসাধারণ প্রতিবাদ করেছেন—কিন্তু কোন ফল হয় নি তারা এস- ডি, ও এবং বি, ডি, ও কেও ঘেরাও করেছেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। কাজেই স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করছি যে, দুর্গম এলাকায় বিশেষ করে উপজাতি এলাকায় রেশনিং ব্যবস্থা সঠিকভাবে চালু করা হোক।

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS.

স্যার, জেলা পরিষদ নির্বাচনে কি হয়েছে—আমরা বামফ্রন্টের আমলে দেখেছি যে, তখনকার সময়ে জেলা পরিষদের নির্বাচনে অ-উপজাতি ভোটারের সংখ্যা ছিল ৯৬ হাজার। আর এখন এই বিগত নির্বাচনে আমরা দেখলাম যে সংখ্যা হয়েছে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার। প্রায় এক লক্ষ অ-উপজাতির ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে। স্যার, আমরা দেখেছি এই জোট সরকারের তিন বছরের শাসনকালে এ, ডি, সি, এলাকায় তাদের দালালের মাধ্যমে বিদেশ থেকে অউপজাতির লোকেদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এবং এই অউপজাতি বিদেশীরা এই এ, ডি, সি, এলাকাতে অনুপ্রবেশ করে কিছুদিনের মধ্যেই ওদের নাম পঞ্চায়েতের কেম্বিল রেজিস্টারে উঠে যায় এবং ইণ্ডিয়ান সিটিজেনশিপও পেয়ে যায়।

রেশন কার্ড এবং ভোটার লিস্টে তাদের নাম উঠে যায়। কারণ তাদের সিটিজেনশীপ কার্ড পেতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত এ, ডি, সি নির্বাচনের আগে এমন কিছু ব্যক্তির ভোটার লিস্টে নাম উঠা নিয়ে আমি অপরাজেয় সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম। যদিও পরবর্তী সময়ে হাকিম তাদের নামে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দেন। স্ক্রুটিনির সময়ে আমি প্রতিবাদ করাতে এবং তাদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করাতে ভোটার লিস্ট থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্যার, এরপরও এমন ব্যক্তি আছেন যাদের নাম ভোটার লিস্টে এখনও আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ভোটার লিস্টে তাদের নাম উঠছে। এই ভাবে এ, ডি, সি এলাকাতে প্রচুর বে-আইনী অনুপ্রবেশ ঘটে চলছে। লক্ষ্য হল এ, ডি, সিকে ভেংগে দেওয়া। এটা জেলা পরিষদে স্বার্থের বিরুদ্ধ। যারা বিশ্বাস করেন যে উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন আছে তাদের চেষ্টাতে এই ষষ্ঠ তপশীল চালু করা হয়েছে। এ, ডি, সি তাদের চেষ্টাতেই হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধে আছে তারাই সেটা ভাংগতে সচেষ্ট হচ্ছে।

স্যার, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ইন্দিরা-মুজিব এর যে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিদেশী নাগরিক অপর দেশের নাগরিকত্ব পেতে পারেন না। তাহলে এখানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা এখানে কি করে প্রবেশ করছেন এবং নাগরিকত্ব পাচ্ছেন? স্যার, আমরা দেখছি যে লক্ষ লক্ষ লোক অনুপ্রবেশ করে এখানে এসেছেন।

স্যার, এখানে চাকমা শরণার্থী হয়ত ৬০ থেকে ৭০ হাজার এই রাজ্যে শরণার্থী শিবিরে আছে। যারা বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে। কিন্তু সারা রাজ্যে ৩ লক্ষ থেকে সাড়ে তিন লক্ষ বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারী এই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। আমার সন্দেহ হয় আগামী পাঁচ বছর পর ট্রাইবেলদের জন্য এ, ডি, সি এলাকায় আর সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে কিনা। সেই সমস্ত তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ বাঙ্গালীকে একসংগে দেখা যায় না। তাদের ১০ জনকে একসংগে দেখা যায় না। চাকমাদের মতই তাদেরকে ক্যাম্পে করে এক জায়গায় রাখা হবে কি? কোন

একটি জায়গাতে ক্যাম্প করা হউক। ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদের রাখা হউক। আর এ, ডি, সি রক্ষা করার জন্য ট্রাইবেলদের রক্ষা করা সেই এ, ডি, সি কে রক্ষা করার জন্য ১৯৭১ সনের আগে যারা এই ত্রিপুরায় এসেছে, এবং যারা জেলাপরিষদের মধ্যে, জেলা পরিষদ এলাকা যারা এখন আছেন ১৯৭১ সনের আগের যারা তাদেরকে সরকারী খরচে সেই পরিচয়পত্র দিয়ে জেলা পরিষদ রক্ষা করার ব্যবস্থা সরকারের করা হউক। স্যার, জেলা পরিষদ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এনেছি, জেলা পরিষদ পেয়েছি। কিন্তু গত পরশু দিনও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেছেন—প্রশ্নটা ছিল রাজ্যে কবে নাগাদ পঞ্চায়েত নির্বাচন করা যাবে। তিনি বলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচন করার জন্য কোন প্রস্তুতি এখন নেই। স্যার; বিশেষ করে উপজাতি জেলাপরিষদ এলাকাতে এখন যেভাবে পুকুর চুরি হচ্ছে। এস, আর, পির টাকায় এন আর ই পির টাকা সাধারণ মানুষ একজনও কাজ পায়নি। বলেছে কাজ প্রচুর দেওয়া হয়েছে, লক্ষ লক্ষ শ্রম দিবস কাজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সেই কাজ পৌঁছায়নি। যদি দিয়ে থাকেন তাহলে ব্লক অফিসে দিয়ে থাকেন কিন্তু ব্লক অফিস থেকে সাধারণ মানুষ কোন কাজ পায়নি। সেই কাজের টাকা কোথায়, সেই কাজের টাকা সেই কংগ্রেস (আই) এবং যুব সমিতির টাউট বাটপারদের পকেটে। তাই এই সমস্ত দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য এ, ডি, সি এলাকাতে অবিলম্বে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা হউক। জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে যারা নাগরিক আছেন তারা তাদের ইচ্ছামত ভোট দেওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হউক এবং মনের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা হউক। অবিলম্বে জেলা পরিষদের মধ্যে ভিলেজ কমিটি গঠন করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি। ভিলেজ কমিটি গঠন না করে যাতে জেলা পরিষদ এলাকায় পঞ্চায়েত নির্বাচন না করা হয়। এই দাবী রাখছি। স্যার, জেলা পরিষদ এলাকায় যেগুলি বামফ্রন্ট আমলে উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা, এবং জেলা পরিষদ এলাকায় বিশেষ করে উপজাতি নারীদের জন্য তাঁত, এইগুলি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে একেবারে উলু খেয়ে ফেলেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন। এই জেলা পরিষদ এলাকায় যতগুলি পঞ্চায়েত ছিল, ততটি পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি করে তাঁত শিল্প আছে। বামফ্রন্টের আমলে দিয়েছিল এবং প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। সেইগুলি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই তাঁতগুলি একবারে সব পঞ্চায়েতে উলু খেয়ে ফেলেছে। এইগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য সরকারী ব্যবস্থা নেওয়া হউক। এবং জেলা পরিষদ এলাকায় মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই জলসেচ ব্যবস্থা, আজকে জম্পুইজলায় দেখতে পাই না, পাচ্ছিনা।

স্যার, আমার গান্ধি অথবা টাকারজলাতে যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে সমস্ত পাম্পগুলি বসানো হয়েছিল, সেগুলির সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। সেই এলাকার উপজাতি কৃষকেরা এক ফোটা জল পাচ্ছে না। এটা শুধু ঐ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, এ ডি সি এলাকার উপজাতি অঞ্চলে, এখন এটা একটা সমস্যা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৮ জানুয়ারী ১৯৯১ইং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় এই হাউসে যে ভাষণ দিয়েছেন এবং সেই ভাষণের উপর মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু যে ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি, কারণ এই ভাষণে জোট সরকারের জনকল্যাণ নীতি, আর্থিক নীতি, উপজাতি নীতি, কর্মচারী সংস্থান নীতি এবং আরও অন্যান্য নীতিগুলি সরল স্বচ্ছ এবং গতিময় হয়ে ফুটে উঠেছে। রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের শেষে একটা কথা বলেছেন যে, আমি জোট সরকারের সাফল্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আমার ভাষণে সামান্য অংশই তুলে ধরেছি। গত তিন বছর যাবত এই রাজ্যের উপজাতি, বেকার যুবক যুবতী শ্রমিক কৃষক এবং কর্মচারী ও অন্যান্যদের জন্য এই সরকার কি কি করছেন, সেটা যদি ভাষণের মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে লেখা হয়, তাহলে সেটা একটা মহাভারত হয়ে যাবে, ভাষণ হবে না। সে জন্যই আমি বলছি যে রাজ্যপালের ভাষণ সত্যি স্বচ্ছ এবং গতিময়। আর বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাদের সেই সব প্রস্তাবগুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ তারা যদি তা না করেন, তাহলে রাজ্যপালের ভাষণের অঙ্গহানি হবে। যেহেতু রাজ্যপালের ভাষণের উপর পক্ষে বিপক্ষে অনেকে কথা বলেছেন-বিশেষ করে উপজাতি নারী উপজাতি জুমিয়া, উপজাতি শ্রমিক কর্মচারী ছাত্র-ছাত্রী এবং কৃষকদের কথা। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা প্রায় সকলেই উপজাতিদের সুবিধা দেওয়ার জন্য এই জোট সরকার উ[illegible] কিছু করেননি বা করছেন না বলে নানা প্রকারের অভিযোগ করেছেন। তাদের এই অভিযোগ নতুন কিছু নয় এর আগেও আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যে দশরথবাবুরা, নৃপেনবাবুরা, বিদ্যাবাবুরা রাজনীতির নাম করে, এই রাজ্যের সরল পাহাড়ীদের কি আর্থিক, কি সাংস্কৃতিক আচার ব্যবহারকে নষ্ট করে দিয়েছে। মাননীয় সদস্য দশরথ বাবু এই রাজ্যে উপজাতিদের নিয়ে আন্দোলন করছেন, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু নৃপেনবাবু কাকদ্বীপ থেকে এসেছেন, কাকদ্বীপ থেকে খুনের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি যখন এই রাজ্যে ঢুকলেন, তখন দেখলেন যে এই রাজ্যের পাহাড়ীদের ঘরে ধান ছিল, তাদের অর্থ ছিল তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু আজকে তাদেরই দলের মাননীয় সদস্য সুবোধবাবু বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ীদের কিছুই নেই। তাই, আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই কেন নেই? তার কারণ নিশ্চয় আছে, সেটা হল প্রথমে দশরথবাবু এই রাজ্যের পাহাড়ীদের নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলেছেন এবং রাজনৈতিকভাবে তাদেরকে এ্যাপ্রপ্রয়েট করেছেন। তারা তখন সেটা বুঝতে পারেনি, না বুঝার কারণ হল তাদের সরলতা, তাই তারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। আর কমিউনিস্ট আন্দোলনের নীট ফল হয়েছে, আগে যেখানে বড়মুড়া বা ১৮ মুড়াতে পাহাড়ী শ্রমিকদের দেখতে পাওয়া যেত, এখন আর সেই সব জায়গাতে পাহাড়ী শ্রমিক নেই। আর নৃপেনবাবু এসে সেই সময়ে পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে থেকে পাহাড়ীদের প্রিয় গোদক বা সিদল খেয়ে, পাহাড়ীদের জাতীয় স্তরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক করলেন। তারপরে এলো দশরথবাবুর গণমুক্তি পরিষদ, সেটা আবার কিসের মুক্তি? স্বাধী-

মতায় থেকে মুক্তি, বাঙ্গালীদের হাত থেকে মুক্তি, শচীন সিং বা সুখময়বাবুদের হাত থেকে মুক্তি, না কি জহরলাল নেহেরুর হাত থেকে মুক্তি? এই মুক্তি পরিষদ তাদের মুখ্য হাতিয়ার। দশরথ বাবু বললেন সেটাকে শুধু মুক্তি রাখলে হবে না। সেটাকে করা হলো গণ মুক্তি পরিষদ। পাহাড়ে মিছিলের পর মিছিল। এই মিছিল করতে করতে পাহাড়ীরা সর্বহারা হয়েছে। জমি জমা যা ছিল শেষ করেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করা হয়েছে। যার ফলে, ১৮ মুড়ায় যারা ছিল তারা খোয়াই গেছে, বড়মুড়া যারা ছিল তারা আঠারমুড়া গেল। সব হারিয়েছে। ব্রজমোহনবাবু বলেছেন আঞ্চলিক পরিষদ। আঞ্চলিক পরিষদ বোঝেন? ওরা বলছে যে ৫ম তপশিলের দাবী ওরা করেছে। ১৯৬৭ সনের আগে এই ৫ম তফশিলের দাবী কেউ করে নাই। আমরা দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় প্রথম এই দাবী রাখি। তখন দশরথবাবু, বিদ্যাবাবুরা আমাদেরকে ঠাট্টা করেছে। আমরা আনছি এই ডিসট্রিক্ট কাউনসিল। ১৯৬৭ সালের পূর্বে কোন বই পত্রিকাতে এর দাবী আছে কিনা। আজকে পাহাড়ীরা যে জমি হারা হয়েছে। তার প্রধান কারণ হলো ওরা পাহাড়ীদেরকে দিয়ে মিছিল করিয়েছে, ওরা পাহাড়ীদেরকে শোষণ করেছে। এখন পাহাড়ীদের ইজ্জতের কথা বলছে। মন্থরার মুখে রাম নাম। দশ বছর কি করেছেন? সুবোধবাবু গত তিন বছরে আমরা কি করেছি সেটা দেখতে পাবেন বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলে গেলে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। পাখীর বাচ্চারা ক্ষিধে লাগলে ছি ছি করতে থাকে। তখন সমরবাবু দশরথবাবুরা ওদের মুখে এস, আর, ই, পি গোজে দিয়েছেন। সারা দিনরাত্র মিছিল করিয়ে রাত্রে একটা কুপন ধরিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওরা মুখে যাহাই বলুক আসলে কথাবার্তায় মনে হয় ভারতীয় মনে হয় ত্রিপুরার লোক কিন্তু চিন্তা ভাবনায় ওরা।

আজকে তাঁরা নেতাজীর কথা বলে। কিন্তু ১৯৪২ সালে নেতাজীকে কে বলেছিলেন? জাপানের কুকুর, কুইসলিন। আজকে জ্যোতিবাবু বলছেন, আমরা ভুল করেছি। আমরতো প্রথমেই এর প্রতিবাদ করেছি। আজকে রবীন্দ্রনাথের কথা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের গান নাকি তাঁদের আমলে লোকরঞ্জন শাখায় গাওয়া হত। এই রবীন্দ্রনাথকেই বলেছিলেন বুর্জোয়া কবি। হো চি-মিনের মূর্ত্তি বসানোর জন্য জ্যোতিবাবু থেকে আরম্ভ করে নৃপেন বাবু পর্যন্ত টাকা দিয়েছেন কিন্তু আমাদের দেশে বিবেকানন্দের মূর্ত্তি বসে না। সেইজন্যই বলছি চেহারা চরিত্রে মনে হয়, ভারতীয়। কিন্তু কথায় নয়। চীন যখন ভারত আক্রমন করে তখন আপনারা পঞ্চবাহিনীর ভূমিকা পালন করেছেন। আপনারা বলছিলেন, চীন নাকি ভারত আক্রমন করেনি চীনকে আক্রমন করেছেন নেহেরুর ভারত। এই ব্যাপারে একটি বইও প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য সেই বইটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, ভারতেই আছেন, ভারতেই লেখা-পড়া শিখছেন, ভারতেই টাকা পয়সা খাচ্ছেন, আর চীনের কথা বলছেন। লজ্জা করছে না? বলছেন চীনের সংস্কৃতির কথা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এদের কাছ থেকে আমরা ভারতের সাংস্কৃতিক কিছু পাব তা আশা করতে পারি না। ভারতের সভ্যতা তাঁদের হাতে রক্ষিত হবে। এটা আশা করতে পারি না। তাঁদের হাতে ভারতের সংস্কৃতি বড় হবে এটাও আশা করতে পারি

না। আমরা যখন উপজাতি যুব সমিতি থেকে ট্রাইবেলদের জন্য সংস্কৃতির কথা বলি, তখন আমাদের সাম্প্রদায়িক বলা হয়। দশরথবাবু ৪০ পয়সার বই বের করে বলেছিলেন, এতে ট্রাইবেল সংস্কৃতি রক্ষিত হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার: মাননীয় সদস্য এখন ১ (একটা) বেজে গেছে। আপনি রিসেসের পর আপনার অর্দ্ধ সমাপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করবেন।

এই সভা বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রইল।

AFTER RECCESS AT 2·00 P. M

মিঃ স্পীকার:— অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার, যে কথাটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার ধারণায় যেটা হয়েছে যে গত ৪০ বৎসরের ওদের চিন্তাধারার সাথে আমাদের ভারতবর্ষের ধ্যান ধারণার কোন মিল নেই। তাঁরা ভারতবর্ষকে সম্মান করে না। তাঁরা ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থা, ভারতবর্ষের ধর্মীয় অনুভূতিকে শেষ করে দিতে চায়। ওরা মুখে যদিও ট্রাইবেল ট্রাইবেল বলে চীৎকার করে, কিন্তু আসলে উপজাতিদের সংস্কৃতিকে, সমাজকে ওরা নষ্ট করে দিতে চায়। স্যার, কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম যে রাজনীতিগতভাবে তারা উপজাতিদেরকে নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলেছে। তাদেরকে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত করেছে। স্যার, ১৯৬৭ ইং সালে উপজাতিরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আন্দোলনে নেমেছিল। এই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য নৃপেনবাবু, দশরথবাবু, অনিলবাবুরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। তারা উপজাতি যুব সমিতিকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। যেহেতু উপজাতিদের নিয়ে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি নামে একটা সংগঠন তৈরী হয়েছে তাই পাহাড়ীদেরকে ধোঁকা দেবার জন্য তারা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ গঠন করে। সেই উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কি কাজ ছিল? যখন নৃপেনবাবু, দশরথবাবু মিটিং করতে যান, তখন তাঁদের চেয়ার টেবিল টানে, লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তি সেনা। ওঁরাই আজকে বলছেন যে উপজাতিদের জন্য অনেক কিছু আন্দোলন করেছেন, কমিউনিস্ট আন্দোলন করে জাতীয় জীবনের আন্দোলনকে তাঁরা ভোঁতা করে দিয়েছে। তাঁরা উপজাতিদের সংস্কৃতি রক্ষার নামে, সাহিত্য রক্ষার নামে, তাদের সমাজ রক্ষার নামে ৮০ সালে দাঙ্গা করেছে। উপজাতি যুব সমিতি পাহাড়ীদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবী করেছিল, সংবিধানের সুযোগ সুবিধা আদায় করে রাজনৈতিক অধিকার চেয়েছিল, সেই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য তারা ৮০ সালের দাঙ্গা ঘটিয়েছিল। পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। ওঁরাই হচ্ছেন গোয়েবলসের দল। ওঁরা গ্রামেগঞ্জে পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের হত্যা করার জন্য নতুন করে এ. টি. টি. এফ, এর জন্ম দিয়েছে। যারা আত্মসমর্পন করেছে, তারাই এই কথা বলেছে। তারা বলেছে যে দশরথবাবু, নৃপেনবাবু তাদেরকে এ. টি. টি. এফ, হতে উস্কানী দিয়েছে। স্যার, উপজাতি স্বার্থ রক্ষার নাম করে উপজাতিদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা ক্রমশ জাতি-উপজাতিদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করে চলেছে। আজকে অনিলবাবু বলেছেন নৃত্য গান সংস্কৃতির উদ্ধারের জন্য লোকরঞ্জন শাখা

ভাদিকে তিনি রবীন্দ্র রচনাবলী, নজরুল রচনাবলী দিয়েছেন। আবার তিনিই বলেছেন তুলসী গাছ তুলে ফেলে বাড়ীতে মরিচ গাছ লাগাতে। তুলসী পাতার প্রতি যাঁর সম্মান নাই, ভারতবর্ষের ধর্মের প্রতি যাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, তিনিই আজকে বলছেন ধর্মকে রক্ষা করবেন, ভারতবর্ষের সমাজকে রক্ষা করবেন, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করবেন। এ কি বিশ্বাস করা যায় ?

আজকে তাঁরা কি কি করছেন ? বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সাথে ঘর করছেন। এখন তো বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং চলে গেছেন কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এখন তাঁরা কি বলবেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু আমাদের চিকিৎসার প্রতি উনার বিশ্বাস নেই উনি রাশিয়ায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন কারণ উনারা আমাদের এই বুর্জুয়া চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আমাদের এই বুর্জুয়া শিক্ষার পদ্ধতি উনারা বিশ্বাস করেন না। অথচ আগরতলার এই এম. বি. বি কলেজেই উনারা পড়াশুনা করেছেন। উনারা বলছেন মার্কসবাদ ভাল, মার্কস-এর চিকিৎসা ভাল এবং মার্কস-এর গুরু ভাল। কিন্তু এখন কি হয়েছে, সমস্ত জায়গা থেকে তো মার্কসবাদ চলে যাচ্ছে, সারা পৃথিবী থেকে মার্কসবাদের দাম্ভিক কথা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলছি আপনারা দু মুখো নীতি গ্রহণে বাঁচতে পারবেন না। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে জোট সরকারের কল্যাণমূলক কর্মসূচীর কথা বলা হয়েছে সে জন্য মাননীয় বিরোধী সদস্যরা রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করতে পারছেন না। মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য বিগত দিনগুলিতে কি করা হয়েছে তাও প্রতিফলিত হয়েছে তাই মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ভাবছেন উপজাতিদের জন্য এত কাজ করলেতো জোট সরকারের সুনাম হয়ে যাবে এবং উপজাতিদের জীবনে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র আসবে, তাই উনারা এই ভাষণকে সমর্থন করতে পারছেন না। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা উপজাতি এলাকায় যান না, উনারা জঙ্গলে গিয়ে তাদের মার্কসিজম শিক্ষা দিচ্ছেন। আপনারা পশ্চিমবঙ্গে যান, ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে পারবেন না অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আপনাদের চলে যেতে হবে। কারণ, আপনাদের মার্কসবাদের যে দর্শন তাতে ভারতবর্ষের অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ় হবে না এবং ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা চলবে না। আপনারা ধর্মকে বলছেন আফিম। যাই হোক এই সমস্ত দিকে আমি আর যাচ্ছি না। আপনারা মুখে তো উপজাতিদের জন্য খুব দরদ দেখান, কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আপনারা চোখের জল ধরে রাখতে পারেন না উপজাতি দরদের জন্য কিন্তু আমি যদি বলি বিগত ১০ বছরে উপজাতিদের জন্য আপনারা কি করেছেন, তাহলে কি তার উত্তর দিতে পারবেন ? আমরা তো আপনাদের মতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আপনাদের মত প্রচার করে বেড়াই না। টি, এন. ভি, চুক্তি অনুযায়ী সুসংহত জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে ২,৫০০০ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ এগিয়ে চলেছে। ৫ হাজার পরিবারকে তাদের ইনস্যুরেন্সের আওতায় আনা হয়েছে এবং এই ইনস্যুরেন্সের টাকা ওদের দিতে হবে না, এটা আমরা দেব। যদি কাহারও যক্ষা হয় তাহলে তাকে ৬ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে।

গাদা বন্দুক দিয়ে জাতীয় সত্তা হয়না। রাজ্যপালের যে ভাষণ দিয়েছেন সেই ভাষণকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছি। গ্রহণ করে এই সমস্ত মুখোস পরা গরীবের প্রতিনিধি, মুখোস পরা শ্রমিক দরদী, মুখোস পরা পিছিয়ে পড়া মানুষের দরদী, তাদের যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি তুলে তাদেকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি। তাহলে অতীতে যে আপনারা পাপ করেছেন, অতীতে যে অন্যায় করেছেন, মানুষকে ভুগিয়েছেন দরদীর মুখোস পরে সেটা কম হবে। আপনারা যদি রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করে নেন তাহলে ত্রিপুরার মানুষের কাছে যেতে পারবেন, আর যদি সমর্থন না করেন তাহলে আপনাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কাজেই, এইটাতে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষারও স্বার্থ রয়েছে। কাজেই আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে, পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে রাজ্যপালের যে ভাষণ প্রদান করেছেন সেই ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার কিছুটা চেষ্টা করবেন। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুণ কুমার কর।

শ্রীঅরুণকুমার কর :—(মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বিরোধী বন্ধুদের জন্য করুণা হয়। ১৯৮৮ সনের আগে পর্যন্ত উনারা এক নাগাড়ে ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন। আজকে তাদের কেন ক্ষমতা চলে গেল, কেন আজকে তারা মাঠে ময়দানে সভা করতে পারছেন না, কেন মানুষ তাদের কথা শুনছেনা, কেন তাদের আজকে হলসভা করতে হয় এই কথা যদি উনারা ভালভাবে অনুধাবন করতেন তাহলে উনারা রাজ্যপালের ভাষণের উপর সংশোধনী আনতেননা। কাজেই—আমি সংশোধনী প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন না করে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। যেহেতু আমি আগেই বলেছি, উনারা হচ্ছেন জ্ঞান পাপীর দল। উনারা শিক্ষা বিভাগের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি আমার আলোচনা এই শিক্ষা বিভাগের উপর কেন্দ্রীভূত রাখব। মিঃ স্পীকার স্যার, উনারা রাজ্যপালের ভাষণ পড়েছেন কিনা জানিনা, রাজ্যপালের ভাষণের ৫২ অনুচ্ছেদ আছে ৮ম পরিকল্পনায় যাতে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীকে উন্নত করা যায় তার জন্য সার্বিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখানে সার্বিক উন্নতি করার কথা বলা হয়েছে- সুতরাং আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। মাননীয় সদস্য সুকুমার বর্মণ, মতিলাল সরকার পাঠ্য পুস্তকের কথা বলেছেন। আমি অস্বীকার করছি না। ত্রিপুরা সরকার শিক্ষা বিভাগ থেকে ওপেন টেণ্ডারের মাধ্যমে ৮টি বই প্রিন্টিং-এর জন্য দিয়েছেন।

আমি গর্ব করে বলতে পারি স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল যে কথাটা বলেছেন উত্তরাধীকারী সূত্রে প্রাপ্ত ভঙ্গুর অর্থনীতিকে উজ্জীবীত করার জন্য এই যে প্রাপ্ত ভঙ্গুর অর্থনীতিটা রেখে গেছেন যে অর্থনীতিতে একটা রাজ্যে একটা বই ছাপানোর মত পরিকাঠামো আমরা পাইনি। সেখানে ,আমাদের নির্ভর করতে হয় ঐ যে তাদের গুরুদেব জ্যোতিবাবুর প্রেস সরস্বতী মত আরও কিছু কিছু বে-সরকারী প্রেসের উপর। স্যার, আমরা তদন্ত করে দেখেছি সরস্বতী প্রেসের মত আরও একটা সরকারী প্রেস আমাদের সরকারী

প্রেসের মাধ্যমে যে বই ছাপানোর জন্য দেওয়া হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকার কাগজ, সেখান থেকে আজকে দুই বছরের মাথায়ও একটা বই এসে পৌঁছায়নি। কারণ, মতিবাবুরা জ্যোতিবাবুর লেজুর ধরে গিয়ে ওখানে চক্রান্ত করছেন আর এখানে চীৎকার করছেন, তাদের যেটা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, তাদের প্রথা সমস্যা রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা। আমরা মতিবাবুদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে অন্তত আপনারা এই ক্ষেত্রটাকে রাজনীতি মুক্ত রাখুন। জ্যোতিবাবুর পেটুয়া হিসাবে জ্যোতিবাবুকে ধরে এই সরস্বতী প্রেসে বই ছাপানো বন্ধ রাখবেন না। বইটা যাতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে সময় মত এসে পৌঁছায় তার জন্য আমাদের পক্ষ হয়ে জ্যোতিবাবুদের অনুরোধ করুন। আমি স্বীকার করছি স্যার, যে পরিকাঠামোর অভাবে আমাদের ঐ রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে তারজন্য যে অপদার্থতা সেটা আমাদের নয়। ঐ আনপাপীর দল যারা দশ বছর ধরে ত্রিপুরার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে গেছেন এইটা তাদেরই অপদার্থতার ফলশ্রুতি। আজকে তারাই আবার চীৎকার করছেন। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বনাথ প্রতাপের লেজুর ধরে তারা ত্রিপুরা সরকারকে আঘাত করার জন্য যে অর্থনৈতিক একটা চাপ আমাদের উপর সৃষ্টি করেছিলেন। তাতে আমাদের পরিকল্পনাধীন যে সমস্ত স্কীম ছিল সেগুলি যাতে আমরা সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা পারি তারজন্য পেছনের দরজা দিয়ে নৃপেনবাবু বিধানসভায় আসতে অস্বস্তি বোধ করেন। সেই উনি রাষ্ট্রপতির সরকারের হাত ধরে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার জন্য ছিল্লিদিল্লি করতে পিছপা হন না। সেই নৃপেনবাবু ও আনপাপীদের দৌলতে ত্রিপুরা সরকারের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এই বিশ্বনাথপ্রতাপের সরকার তার জন্য আমরা যথা সময়ে নির্মাণ কাজ শুরু করতে পারি। আমাদের এডমিনিস্ট্রেটিভ সেশন নিয়ে কন্ট্রাকটর কাজ করেছে। কিন্তু সেই কাজের বিল আমরা দিতে পারিনি। এই ক্ষেত্রেও তারাই দায়ী। পরিকল্পনাধীন যে সমস্ত কর্মচারী তারা নিয়োগ করে গেছেন পরিকল্পনা থেকে সেই সমস্ত কর্মচারীদেরকে পরিকল্পনা বহির্ভূত করতে না পেরে পরিকল্পনার টাকা দিয়ে বেতন দিতে হচ্ছে। স্যার, এই আন পাপীরা আবার আমাদেরকে জবাবদিহি করছে যে কেন নির্মাণ কার্য্য হচ্ছে না। আসবাবপত্রের দশ বছরের প্রত্যেকটা স্কুলের খাতে আমরা দেখেছি ৫ হাজার, ৭ হাজার ১০ হাজার প্রতিটি ইন্সপেক্টরীতে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করছেন, আর তাদের পেটুয়া কেডাররা স্কুলের ফার্নিচার না এনে সেই টাকা গায়েব করেছেন।

প্রতিটি ইনস্পেকটরেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন এই আসবাব পত্রের জন্য। আর সেই টাকায় তাদের সমস্ত পেটুয়া নেতারা, দলীয় ক্যাডাররা আসবাবপত্র না কিনে সমস্ত টাকা গায়েব করে দিয়েছে। এইটা স্যার, আমরা তদন্ত করছি এবং যারা এই অর্থ আত্মসাৎ করেছে তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

আজকে স্যার, তারা বিপ্লব ঘটাচ্ছেন। এই হচ্ছে তাদের চরিত্র। এই চরিত্রের জন্য আজকে তারা সাধারণ মানুষের কাছে যেতে সাহস পায় না। আজকে তারা কোন প্রকাশ্য সভা করতে সাহস পায় না।

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON THE GOVERNORS ADDRESS.

আজকে ঐ নৃপেনবাবুর মত নেতারাও হল মিটিং করতে বাধ্য হচ্ছেন প্রকাশ্য মিটিং করতে পারছেন না এই হচ্ছে আজকে তাদের অবস্থা।

স্যার, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন তারা। স্যার, আমরা যখন ক্ষমতায় আসি, তখন একটা পঙ্গু অর্থনৈতিক অবস্থা আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছি। ফলে আমরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক দিতে পারিনি এইটা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু প্রয়াস আমাদের আছে আমাদের যে আন্তরিক প্রয়াস সেই প্রয়াসের দৌলতে আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহনবাবু যে কয়বুক হাইস্কুলের শিক্ষকের অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন সন্তারাম রিয়াং পাড়া হাইস্কুলের শিক্ষকের ঘাটতির কথা বলেছেন। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন এই কয়বুক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে একজন এসিসটেন্ট হেডমাস্টার, বি, এ, টিচার ৬ জন, বি, কম ১ জন, বি, এস, সি, (বায়ো সায়েন্স) ১ জন, বি, এস, সি, (পিউর) ১ জন, বি, এস, সি অনার্স ১ জন, বি, এ, অনার্স ১ জন, পি, আই ১জন, মোট ১৪ জন শিক্ষক ছিলেন। আর এখন যে অবস্থা এসিসটেন্ট হেডমাস্টার হায়ার সেকেণ্ডারী ডেজিগনেটেড ১ জন, ইংলিশ অনার্স ১ জন সংস্কৃত অনার্স ১ জন, হিস্টরী অনার্স ১ জন, বি. এ, ৮ জন, বি, কম ১ জন, বি, এস, সি ১ জন, পি, আই ১ জন এই সংখ্যাটা স্যার, এখন বেড়ে গেছে। সম্প্রতি তারা উত্তর থেকে দক্ষিণ জেলা সফর করে এসেছেন বিভিন্ন হোস্টেলগুলি দেখার জন্য তারা সেখানে গিয়েছিলেন। এখন মাননীয় ব্রজগোপালবাবু যদি অস্বীকার না করেন তাহলে বলব যে উনার সঙ্গে কুমারঘাট ডাকবাংলোতে দেখা হয়। তখন উনাকে হোস্টেলগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ব্রজমোহন বাবু খুব সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং বললেন যে, বিগত দিনে যা দেখেছিলাম তার তুলনায় আজকে আপনারা অনেক বেশী বেশী উন্নতি করেছেন হোস্টেলের। আর এইখানে বাজিমাৎ করার জন্য এইভাবে কথা বলছেন।

কাজেই স্যার, এই সব জ্ঞানপাপী যারা তাদের কাছে আমার বিনীত আবেদন থাকবে যে, আপনাদের যেন বোধোদয় হয়, আসুন আপনারা মাননীয় রাজ্যপালের এই ভাষণকে সমর্থন করি, তাহলে মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপাল ভাষণের উপর মাননীয় বিধায়ক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ জানাব তারা যেন তাদের সংশোধনী প্রস্তাবগুলি তুলে নেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমরা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর নজর দেই তাহলে একটা প্রশ্ন জাগে যে, রাজ্যপাল এই ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রথম ভাষণ দিয়েছেন এবং রাজ্যপালের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবুর মহরম-মহরম ছিল। আমরা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের আমলে দেখেছি যে, উনি

সেখানে খেয়েছেন ঘুমিয়েছেন-দিবানিদ্রায় গিয়েছিলেন এবং তারপর ওখান থেকে চা খেয়ে বেরিয়ে এসেছেন। সে হিসেব আমরা নৃপেনবাবুর দলের কাছ থেকে আমরা আশা করেছিলাম যে, রাজ্যপাল যেখানে শুভ নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে এবং এই হাউসের সকল সদস্যের সুখ সমৃদ্ধি প্রথমেই কামনা করেছেন। এই অংশটুকুর বিরোধিতার মত অসভ্যতা উনারা করবেন বলে আমরা কামনা করি নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, সুখ সমৃদ্ধি যে রাজ্যপাল কামনা করেছেন তারই বিরোধিতা ত্রিপুরার বিরোধী দল করেছেন। এটাকে আমি অসভ্যতা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনা, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের দ্বিতীয় প্যারাতে যদি দেখি, আর দেখি জ্যোতি-বাবু-নাম্বুদ্রিপাদবাবুরা মিটিং-এ বলেন যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী সংঘাতের পথ ছেড়ে শান্তি ও সমঝোতার পথে এগিয়েছে। আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন আজ অধিকতরভাবে অনুভূত হচ্ছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান ব্যবস্থা সংঘাতে রূপান্তিত হচ্ছে। যা সহজে পরিহার করা যেত। এর ফলে আন্তর্জাতিকভাবে প্রভুত সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

আমি জানিনা ওরা কেন এটার বিরোধীতা করছে ! নাকি এরা যখন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ লাগল ওদের অসামরিক প্লেন এবং সামরিক প্লেন তেল নেওয়ার জন্য যে পারমিশান বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহকে জ্যোতিবাবু দিয়েছিলেন তারই জন্য এবং আমে-রিকাকে মদত দেওয়ার জন্য ওরা এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। এটা আমি বুঝতে পারছিনা। কারণ, সি পি এম. এর একটা দোষ যে আমেরিকা-বৃটিশের দালালী তারা ভারত স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে অবিভক্ত সি পি আই, করে এসেছে বৃটিশের অংশগুলি বিদেশ যেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করে এসেছে ! নেতাজীর বিরোধিতা করেছে। বৃটিশের স্পাই হয়ে তারা ভারতের বিভেদকে সমর্থন জানিয়েছে। কাজেই, আমরা দেখেছি মার্কসইজম, লেলিনইজম, মুখে উনারা বলেন। এদের পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে একটা আতাঁত। জ্যোতিবাবু বৎসরে দুই/তিনবার বিদেশে না গেলে উনার স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় না। ওখানে না গেলে উনার বিশ্রাম হয় না। বৃটিশের খাওয়ার না খেলে উনার শরীর ভাল থাকে না ! এবং সেই জন্যই কি উনারা এই প্রস্তাবটায় বিরোধিতা করছেন ? আমি জানি না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের ৬নং ধারায় বলা হয়েছে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত নিরাপত্তা, তফসিলী উপজাতির অগ্রগতি, এবং আমাদের নারী সমাজের সম্মান ও মর্যাদার, স্পর্শকাতর সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে আমাদের চিরাচরিত মূল্যবোধ শিখিয়েছে শুধু সমস্যায় নয়। মর্যাদাপূর্ণভাবে সাড়া দেওয়া। ওরা এটাও বিরোধীতা কি ক'র করলেন আমি এটা বুঝতে পারছি না। এটার অর্থ কি ? এই যে ওরা উপজাতি জনসমাজের উন্নতি চান না, তফসিলী যুক্ত জাতির উন্নতি চান না, নারী সমাজের উন্নতি চান না। ওরা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মদত দিচ্ছে। তাহলে এরমধ্যে

ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের কাছে আমাদের এই বক্তব্য যাবে। আমি বুঝতে পারছি না যেখানে উপজাতি ভাইদের, উপজাতি বোনদের, নারীদের, তফশিল ভুক্ত জাতিদের কথা বলা হয়েছে, সেখানে ওরা বিরোধিতা করছেন, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন রাজ্যপাল বলেছেন যে বিমান ভাড়া যেভাবে বাড়ছে তাতে আমাদের অধিকাংশ জনগণের ক্ষেত্রে বিমানে যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব তাই এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য রাজধানী আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ জরুরীভাবে প্রয়োজন। এইসব মৌলিক বিষয়ে সমস্যার দাবী তোলার জন্য এবং ত্রিপুরার মানুষের সার্বিগ্রক স্বার্থে এইগুলি সমর্থনের জন্য আমরা সরকারের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমি এই মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছে বিনম্র অনুরোধ রাখছি। এতে কোথাও ইজমের প্রশ্ন, কমুনিজম-এর প্রশ্ন, গান্ধীজমের প্রশ্ন। ত্রিপুরার কংগ্রেস কমুউনিস্ট লোকের জন্য ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের জন্য রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের হয়ে আওয়াজ তুলুন রেল ভাড়া বেড়ে গেছে। আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন ত্বরান্বিত হউক। সমস্যা উভয়দলের সদস্যরা আলাপ করুন। এখানে ওদের সঙ্গে আমাদের বিভেদ কোথায় কিন্তু আজকে দেখতে পাচ্ছি ওরা এর বিরোধিতা করছে। কিন্তু জনসাধারণের পকেট থেকে, আজকে আমরা বিধানসভায় আছি, বিধানসভায় আমরা বক্তৃতা দিচ্ছি। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজ ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য খরচ হচ্ছে। সেখানে এই আওয়াজটুকু ওদের কাছ থেকে এই সামান্যতাবোধটুকু ওদের নেই। ত্রিপুরার জনসাধারণের দুঃখকষ্টের জন্য ত্রিপুরার গরীব পেট না পাওয়া মানুষের জন্য আমরা সদস্য। যারা আজকে ত্রিপুরার প্রশাসনে আছে তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা এক সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ দেই যে, ত্রিপুরায় আমরা এই প্রান্তে রেল লাইন চাই। কিন্তু তারা এটার বিরোধিতা করছে। এটা ভাবতে অবাক লাগে তাদের কেন ত্রিপুরার জনসাধারণ এখানে পাঠিয়েছে। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার দিকে তাদের দলের নজর নেই। এখানে এসে শুধু বলে সুধীরবাবুর বিরুদ্ধে এই সমীরবাবুর বিরুদ্ধে এই। এই জন্য কি আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জনসাধারণের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে আপনারা ভাতা নিচ্ছেন। আপনারা বিদেশে দৌড়াচ্ছেন সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণের দিকে আপনারা তাকাচ্ছেন না। এটা অতো লজ্জাকর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে ২৪ নং প্যারায় বলেছেন যে, রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। আমার সরকার যৌথ বেসরকারী উদ্যোগে গ্যাস ভিত্তিক বৃহৎ এবং মাঝারী শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে একটা অন্তরায় হল সুলভ মূল্যে গ্যাস পাওয়ার ব্যাপারটি আগের কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেননি। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা খুবই আশাপ্রদ। অবাক লাগে তারা এরও বিরোধিতা করেছেন।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার গ্যাসের মূল্য কমাতে রাজী হয়েছেন। আগের কেন্দ্রীয় সরকারকে এই জ্যোতিবাবুকে দিয়ে নৃপেনবাবু দশরথবাবু, তারা এখানকার গ্যাস পাইপ লাইন করে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য দরবার করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তার বিরোধীতা

করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা গ্যাসটি নিয়ে আসি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তার বিরোধিতা করেছে। যার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরার গ্যাস যেতে পারেনি। আজকে যখন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী রাজী হলেন না তখন বলেন গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হউক। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠালাম যে ত্রিপুরা গরীব অঞ্চল, ত্রিপুরা গরীব জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে গ্যাসের রয়্যালিটি কমিয়ে দিন, রাজী হল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আজ থেকে ১৫ দিন, ২০দিন আগে আলোচনা হয়েছে। রাজী হয়েছেন গ্যাসের দাম কমানোর জন্য, রাজী হয়েছেন গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য। যেখানে ত্রিপুরার পাহাড়ী, বাঙ্গালী বেকার ছেলেরা চাকুরী পাবে।

ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠবে এরও তারা বিরোধিতা করছেন। তাহলে ওরা কি চায়? ওরা কি চায় না যে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি হউক। ওরা নিজেদের সর্বহারার নেতা বলে থাকে, ত্রিপুরার গরীব মানুষ, ত্রিপুরার গরীব বেকারদের এবং ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ বংশধর যারা হবে, তারা সর্বহারা হয়ে থাকুক আর এসব সর্বহারাদের নেতা সেজে ওরা মাংস পলাও খাক। মানুষ যদি সর্বহারা হয়ে থাকে, মানুষের যদি কাপড়চোপড় না থাকে, যদি তাদের ছেলেদের মুখে গ্রাসাচ্ছাদন তুলে না দিতে পারে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই দশরথ বাবুর মত নেতারা, নৃপেনবাবুর মত নেতারা এবং সমর বাবুর মত নেতারা যা বলবে, মানুষ তাই করবে, আর এই কারণেই এই রাজ্যের মানুষকে তারা সর্বহারা করে রাখতে চায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের ৩০ নং ধারায় বলেছেন যে, আমার সরকার মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছে আবেদন করছে যে তারা যেন একক ভাবে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে ত্রিপুরার যে সম্পদ আছে সেগুলির সর্বোচ্চ সদব্যবহার করে যাতে ত্রিপুরাকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তারা এটারও বিরোধিতা করছেন তার কারণও ঐ একটা যে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সর্বহারা করে রাখতে চান। ত্রিপুরার মানুষের চাউল থাকবে না, তাদের কাপড় চোপড় থাকবে না, আর তাহলেই বলা যাবে সর্বহারার নেতা নৃপেনবাবু যুগ যুগ জিও। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণের ৩৮ নং ধারায় উল্লেখ করেছেন যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্রদের জন্য ত্রিপুরাতে একটি ফিসারী কলেজ স্থাপন করা হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার অনুমোদন দিয়েছেন। এখানে যদি একটা ফিসারী কলেজ স্থাপিত হয়, তাহলে এই রাজ্যে অ-উন্নত সম্প্রদায়ের বিশেষ করে তফসিলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেরা সেই কলেজে পড়াশুনা করে চাকুরী পাবে এটারও বিরোধিতা তারা করছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য মিলে এই ত্রিপুরাতে এই কলেজটা স্থাপন করব কেন্দ্রীয় সরকার তাতে সায় দিয়েছেন, তবুও তারা এটার বিরোধিতা করছেন তাদের উদ্দেশ্যটা কি? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানা হয়ে গেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ওদের কথা ছিল রাজ্যপালের ভাষণে এটার উল্লেখ নেই, ওটার উল্লেখ নেই। মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার, উনি একজন মাস্টার মশাই, উনি বলছেন যে ব্যাপক ভাবে রিগিং-এর কথা রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ নেই। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে

চাই, এই রাজ্যে রিগিং-এর স্রষ্টা কারা ? ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের আগে এই রাজ্যের মানুষ জানত না—রিগিং শব্দটা কি জিনিস। সেই নির্বাচনের রিগিং করে তারাই প্রথমে এই রাজ্যে কংগ্রেসকে মুছে দিয়েছিল এবং ৬০ টির মধ্যে ৫৬টি সীটই তারা নিজেরা দখল করে নিল কংগ্রেসের সঙ্গে বিভাজনের জন্য টি, ইউ, জে, এসকে তারা রিগিং করে ৪টি সীট পাইয়ে দিল। কাজেই ঐ ১৯৭৮ সালে যদি প্রকৃত নির্বাচন হত, তাহলে টি, ইউ, জে, এস অনেক বেশী সীট পেত এবং কংগ্রেসও অনেক বেশী সীট পেত। কাজেই আজকে এটা বলা যায় যে, এই রাজ্যে রিগিং নামক জারজ সন্তানের জন্মদাতা তারা নিজেরাই। তবু এই রিগিং-এর সৃষ্টি কর্তা যারা, তারাই আজকে বড় গলা করে রিগিং এর কথা বলছেন। স্যার, ১৯৮৮ সালে যে নির্বাচন হয়ে গেল, তাদের যদি রিগিং করা হত, তাহলে কংগ্রেস ২৬টা সীট পেত না এবং টি, ইউ, জে, এস মাত্র ৬টা সীট পেত না। আমরা যদি তাদের মত করতাম, তাহলে ১৯৮৮ সালের নির্বাচনেও আমরা তাদের মত ৫৬টি সীট পেতাম। ওরা রিগিং রিগিং চিৎকার করে মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টে অনেকগুলি মামলা দায়ের করলেন এবং গৌহাটি হাইকোর্ট রায় দিলেন যে, ত্রিপুরায় নির্বাচনের কোন রিগিং হয়নি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়েছে। কাজেই হাইকোর্টে হেরে গিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টে গেলেন এবং সুপ্রিম কোর্টও গৌহাটি হাইকোর্টের রায় বহাল রাখলেন এবং বললেন যে, ত্রিপুরায় কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, কোন রকম রিগিং করেনি আমার কেন্দ্র বিশালগড়ে কোন রিগিং হয় নি, সুধু দেববর্মার কেন্দ্রে কোন রিগিং হয়নি। ওরা এবারকার পার্লামেন্টারী নির্বাচনেও রিগিং হয়েছে বলে চীৎকার শুরু করে দিলেন এবং সন্তোষবাবুর বিরুদ্ধে মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে দিলেন এখানেও সেই রিগিং নামীয় নির্বাচনী মামলায় তারা পরাজিত হলেন। এবার আবার এ, ডি, সির নির্বাচনের পরেও সেই রিগিং-এর চিৎকার শুরু করলেন। আমি বলব যদি সত্যি কোন রিগিং হত, তাহলে এ, ডি, সির নির্বাচনে টি, ইউ, জে, এস ১০টি সীট পায় না, এবং কংগ্রেসও ৬টি সীট পায় না। রিগিং হলে আমরা ২৮টি সীটের মধ্যে ২৮টি সীটই আমরা নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় আমাদের বিশ্বাস আছে, এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে তারজন্য একটা এনকোয়েরী কমিশন বসিয়েছি এবং জ্যোতিবাবুর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাননীয় বিচারক ডি, এন, সেনকে সেই এনকোয়েরী কমিশনের ভার দিয়েছি।

বলেছি আপনি বলুন রিগিং হয়েছে কি না। আমাদের কর্মীরা ভুল করে থাকতে পারেন, আমরা সেটা তদন্ত করছি। পশ্চিমবঙ্গের জাসটিস ডি, এন, সেনের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়েছি। বলেছি আপনি দেখুন কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, এ, ডি, সির নির্বাচনে রিগিং করেছে কি না। সুধীরবাবু, আমাদের নেতা তিনি যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তারা আওয়াজ তুলেছিলেন যে, ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে আপনারা রিগিং করেছিলেন সেটা তদন্ত করার জন্য কিন্তু নগেন্দ্রবাবু ও সুধীরবাবুদের কণ্ঠ সেই দিন আপনারা রোধ করেছিলেন। তাদের মাইক্রোফোন আপনারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যাতে তাদের কথা সাংবাদিকরা শুনতে না পারেন, ত্রিপুরার জনসাধারণ যাতে না জানতে পারেন কিন্তু আমরা এনকোয়ারী

কমিশন বসিয়েছি। একোয়ারী কমিশনের রিপোর্ট যখন বাহির হবে তখন আপনাদের আর চিৎকার করার কোন অধিকার থাকবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় তাদের কোন কোন সদস্য মণ্ডল কমিশনের কথা বলেছেন। এই রাজ্যে মণ্ডল কমিশনের রিকমেণ্ডেশন প্রযোজ্য হচ্ছে না। আমরা পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের জন্য তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, তাদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, রাজ্যের বাইরে গিয়ে যাতে উচ্চশিক্ষা নিতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা করছি। তাদের স্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদের বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করেছি। ত্রিপুরা গরীব রাজ্য। গরীব জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা চাকমার বিরুদ্ধে রিয়াংকে, রিয়াং এর বিরুদ্ধে দেববর্মাকে এবং দেববর্মার বিরুদ্ধে বাংগালীকে লেলিয়ে দিচ্ছিনা। তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করব। মণ্ডল কমিশন ত্রিপুরাবাসী চায়না। আপনাদের ভি, পি, সিংহের আমলে মণ্ডল কমিশন নিয়ে যা ঘটেছে তা এখানে ঘটতে দেওয়া হবে না। ভি, পি, সিং যে সমস্ত যুব শক্তির প্রাণ নিয়েছে তা ঘটতে দেব না। আমরা পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা বলছেন যে আমাদের নিয়ম নীতি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তাদের আমলে কি নিয়মনীতি ছিল। ঘুরেফিরে নীচে যেমটা নাচে। তাদের আমলের নীতি ছিল কেডার পোষা। নীতি ছিল ক্যাডার তুমি মার্ডার কর। তা হলেই তোমার চাকুরী। আমরা ক্যাডার নীতিতে বিশ্বাসী নই। আমাদের জনপোষণ আছে। সেই জনপোষণ হলো যারা জাতীয়তা-বাদে বিশ্বাসী আমরা তাদের জন্য করব।

তাদের আমরা চাকুরী দেব। বিদেশী আদর্শে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আমরা চাকুরী দেব না। পরিস্কার কথা। কারণ, আমাদের কাছে নীতি একটা—দেশ আগে, দল পরে। কমিউনিজমের নীতি হল—দল আগে দেশ পরে। দেশ গোল্লায় যাক, রসাতলে যাক এতে তাদের কোন কিছু যায় আসে না। আমরা কংগ্রেস বুঝি না, বি. জে. পি. বুঝি না। আমরা বুঝি যারা জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাস তাদের আমরা চাকুরী দেব। সে ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়মনীতি আছে যা আমরা ৮৮ সালে জুন মাসে গ্রহণ করেছি। ৫০ ভাগ চাকুরী আমরা দেব মেরিটের বেসিসে, আর ৫০ ভাগ দেব নীতি বেসিসে। এই হাউসে যারা আছেন তাঁরা জেনে রাখুন, সমরবাবুর মেয়েকে আমরা চাকুরী দিয়েছি।

(ভয়েসেস ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ : মোহনপুরে)

ঐ সর্বহারার নেতা তো বলেন নি, আমার চাকুরীর দরকার নেই এর বদলে একটি গরীবের মেয়ের চাকুরীর দিন। কই বলেন নি তো, আমার মেয়ের পরিবর্তে একটি উপজাতি ছেলেকে চাকুরী দিন। তা না করে অফারটি টুপ করে নিয়ে মুখ বন্ধিয়ে জয়েন করিয়ে দিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি আর কতক্ষণ বলবেন ?

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON GOVERNOR'S ADDRESS

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাকে দু'মিনিট সময় দিন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরো অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সব বলতে পারছি না। সে যা হউক, লোক আদালত সম্পর্কে মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয় এখানে উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। স্যার এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, এ ব্যাপারে পরিষ্কার উল্লেখ থাকা সত্বেও উনার নজর এড়িয়ে গেল। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের ৬০ ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে, মামলা মোকদ্দমায় জড়িত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ও প্রকৃত আইনগত সহায়তা সম্প্রসারিত করতে আইন সহায়তা প্রকল্পের বিস্তার ঘটানো হয়েছে, যাতে বৃহত্তর অংশের দরিদ্র জনগণ উপকৃত হয়। সরকারী ব্যয়ে এই সমস্ত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের মামলা পরিচালনা করতে বর্তমান বৎসরে ১৭ জন আইনজীবিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই বছরে প্রায় ৩০০০টি পরিবার এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে স্যার ১৯৮৩ সালে সালে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রীম কোর্ট থেকে জানানো হয় ত্রিপুরার তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুকে, ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে লীগ্যাল আইন কাউন্সিল নিয়োগ করার জন্য। এই সরকার ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৭ বছর ছিলেন। কিন্তু একজনও লীগ্যাল অ্যাইড কাউন্সিল নিযুক্ত করেননি। আমরা এ পর্য্যন্ত ১৭ জন লীগ্যাল অ্যাইড কাউন্সিলস নিয়োগ করেছি। যদিও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। স্যার, যে-সব গরীব লোক পয়সার অভাবে মামলা করার সুযোগ পাচ্ছিল না আমরা তাদের বিনা পয়সায় মামলা করার সে সুযোগ করে দিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী : পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, ফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন প্রতি সাব-ডিভিশানে গরীবের জন্য নির্দিষ্ট লীগ্যাল কাউন্সিল নিযুক্ত ছিল। বর্তমানেই তা বন্ধ আছে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, লীগ্যাল কাউন্সিলের কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি, লীগ্যাল অ্যাইড কাউন্সিলস। মাননীয় সদস্য সমর বাবুকে আমি বলেছি, লীগ্যাল এইড কাউন্সিলস। মাননীয় সদস্য সমর বাবুকে আমি বলব, চেম্বারস্ অব অকস-ফোর্ড থেকে মিনিংটা দেখে নিতে। উনার জ্ঞানের পরিধি এতটা সীমিত তা আমার জানা ছিল না। মাননীয় সদস্যের যে এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না, তাও কি ওনার জানা নেই?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার শুধু তাই নয়, আমরা পশ্চিম জেলা এবং দক্ষিণ জেলায় লোক আদালত করেছি। এই লোক আদালতে কোন কোন মামলা যাবে সেটা নির্বাচন করেন মাননীয় হাইকোর্টের জজ মহোদয়গণ। মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের জাজ মহোদয়গণ যখন এখানে আসেন তখন তাঁদের এই মামলাগুলি দেখানো হয় সুপ্রীম কোর্টের জজ মহোদয়গণ এগ্রি করলে সেই মামলাগুলি লোক আদালতে যাবে। এই ব্যাপারে প্রশাসনের কোন হাত নেই। ৬৫২টি মামলা লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করেছি মোটর এ্যাকসিডেন্ট কেইস—যে সমস্ত গরীব পরিবার পিতাকে হারিয়েছে, ছেলেকে হারিয়েছি ভাইকে হারিয়েছে এই সমস্ত গরীব পরিবারের ৪১,৬৮,০০৯ টাকা লোক আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— দৈনিক সংবাদ আপনাদের দুর্নীতি সব ফাঁস করে দিয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন(মন্ত্রী) মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার,মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয় এখানে বলেছেন যে, "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকা আমাদের কারাপশান ফাঁস করে দিয়েছে। আমি উত্তর দিচ্ছি—আমাদের মুখপাত্র যে পত্রিকা সে পত্রিকাকে সুযোগ দিয়েছি—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করাপ্ট নাকি সমীরবাবু করাপ্ট সেটা আদালতে গিয়ে প্রমাণ করুন। আপনাদের কারো যদি ক্ষমতা থাকে তো আদালতে গিয়ে প্রমাণ করুন। বল মাঠে ছেড়ে দিয়েছি। স্যার, পূর্ত বিভাগ সম্পর্কে ওঁরা অনেক কথা বলেছেন। বর্তমানে আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে সারা ত্রিপুরায় আমরা কার্পেটিং করেছি ৪৫০ কি মি, রাস্তা ১৭৫ কি মিঃ রাস্তা মেটেলিং করেছি এবং গভীর জঙ্গলে নূতন রাস্তা তৈরী করেছি ২০৭ কি মি। কৈলাশহরের লক্ষীছড়ার আমরা আর, সি, সি ব্রীজ কমপ্লিট করেছি। বীরচন্দ্র মনুতে আগরতলা-সাব্রুম রাস্তার উপর আর, সি, সি ব্রীজ তৈরী করেছি। তাছাড়া মনু নদীর উপর কটিকরাথে পারমানেন্ট ব্রীজ করেছি। এটার কাজও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। খোয়াই নদীর উপর পারমানেন্ট ব্রিজ তৈরীর কাজে আমরা হাতে নিয়েছি। মালছরাতেও একটা পারমানেন্ট ব্রিজ তৈরীর কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। এছাড়া পুলিশ যারা আপনাদের পাহাড়াদার, তাদের জন্য তো আপনারা সরকারে থাকাকালীন সময়ে তাদের বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত করেননি। তাদের বাসস্থানের জন্য পুলিশ হাউসিং কমপেক্সের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রেনিং সেন্টার, অরুন্ধুতিনগরে আমরা করেছি, ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতাল করেছি পশ্চিম জেলায় হাঁপানীয়াতে। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের কাজও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এক কোটি টাকা ব্যয় করে হাইকোর্টের জন্য বিল্ডিং করেছি আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে। এছাড়া আগরতলা, সোনামূড়া, ধর্মনগর ও সাব্রুমে বিভিন্ন আদালতে আমরা নূতন নূতন বিল্ডিং করছি কাজেই এই সরকার কাজ করছেন না এটা ঠিক নয়। আপনারা দেখতে পাবেন না কারণ আপনাদের চোখ থেকেও নেই। যে বিশ্বাসঘাতকতা আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে করেছেন, তাই আপনারা কিছুই দেখতে পাবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং নগেন্দ্রবাবু রাজ্যপালের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখবেন তাই আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করছি না। এতসব বলা সত্বে আমি মাননীয় বিরোধী দলপাদের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন আমরা 'ভয় মুক্ত' ত্রিপুরা রাজ্য গড়ে তুলব। ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণ' জাতি-উপজাতি এবং দরিদ্র শ্রমিক কৃষকদের কাজের জন্য আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করব। এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়) :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সংশোধনী প্রস্তাবগুলি এনেছেন সেই সমস্ত সংশোধনীগুলিকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজ্যপাল উনার ভাষণ শুরু করেছেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে। বিশ্বে

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

শান্তি এবং সম্প্রীতি যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমঝোতা দরকার। এজন্য মাননীয় রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে প্রথমেই সমঝোতার বাতাবরণের সৃষ্টির কথা বলেছেন, এই হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয়তঃ উনি বলেছেন, যে সমস্ত সংকট সৃষ্টি হয়েছে তারজন্য শান্তির উদ্যোগ প্রয়োজন। কিন্তু আমার আশ্চর্য্য লাগছে মাননীয় বিরোধী দলের কোন সদস্যের মুখে এই সম্পর্কে কোন মতামত শুনতে পেলাম না। যে আপনারা কি বিশ্ব যুদ্ধ চান না শান্তি চান? শান্তি সম্প্রীতি, নিরাপত্তা এবং সেই সঙ্গে অস্ত্র প্রতিরোধের বিরোধীতা মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যপাল এইখানে খুব সংগত কারণেই উল্লেখ করেছেন। এই নতুন সরকারের প্রথম যে পদক্ষেপ সেটা হচ্ছে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা। টি, এন, ভির সংগে শান্তি চুক্তি করে তাদেরকে মেইন ট্রীমে নিয়ে এসে রাজ্যে যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যপাল উনার ভাষণে তা উল্লেখ করেছেন, এরজন্য ধন্যবাদ দিতে হয়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে। সেই সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে আলোচনা করা দরকার। এই রাজ্যে যে খাদ্য সংকট, যে ক্ষুধা, যে অশিক্ষা রয়েছে, জলসেচের যে সমস্যা রয়েছে আরও যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে তা কি করে সমাধান করা যায় তার জন্য বিরোধী দলের কাছ থেকে এই রাজ্য সরকার আশা করেছিল যে কিছু গঠনমূলক বক্তব্য রাখবেন। রাজ্য সরকারের যে দোষ ত্রুটি সেই দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করার আপনাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে। আপনারা যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে কি রাজ্য সরকারের, কি জনগণের কারোর কোনরকম উপকৃত হওয়ার সুযোগ নেই। শুধু বিরোধিতা করার জন্যই যদি বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন এতে জনগণের কোন লাভ হয়না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রাজ্যপাল এইটা উল্লেখ করেছেন যে, আমার সরকার পূর্ণভাবে সচেতন যে, আর্থ-সামাজিক অসাম্য ও বঞ্চনার জনাই সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের একজন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তফসিলী জাতির যে কোন একজন লোক বা ভূমিহীনবাসীরও একটা ভোটের মূল্য সবারই সমান। তেমনি আর্থিক দিক দিয়াও সমান মূল্য দেওয়া হোক, সামাজিক দিক দিয়ে সমান মর্যাদা দেওয়া হোক। যারজন্য ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। যারা নির্যাতিত, যারা পিছিয়ে পড়া, যারা অনগ্রসর, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই কারণে প্রয়োজন হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই বৈষম্য দূর করা। সেই দিক দিয়ে আমাদের এই রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। যারা তফসিলী জাতি, উপজাতি তাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা যাতে দূর করা যায় তাদের সামাজিক বৈষম্য যাতে দূর করা যায় তার জন্য প্রথমেই দরকার শান্তির বাতাবরণ, সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান। এইগুলি ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব না। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। জাতি উপজাতি এলাকায় সামগ্রিকভাবে যাতে আমরা অভাব অনটন দূর করতে পারি, তার প্রচেষ্টা নিতে

শুরু করেছি। যার ফলে উপজাতি এলাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা করে পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এইগুলি রাজ্যপালের ভাষণে উল্লেখ আছে। এইক্ষেত্রে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, রাজ্যের সম্পদের একটা সীমা আছে। আজকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায় আমাদের রাজ্যের খাদ্যের স্বয়ংভরতা অর্জন করার সুযোগ আছে এবং সেটাকে অর্জন করতে গেলে কত গুলি সব দেখতে হবে। নাম্বার ওয়ান সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকতে হবে, শান্তির বাতাবরণ থাকতে হবে এবং আর্থিক সঙ্গতি থাকতে হবে, তারপর জনসংখ্যার একটা লিমিট থাকতে হবে। এই দিক দিয়ে আমি বলছি যে, রাজ্যের জন সম্পদের ব্যালেন্স ছাড়িয়ে না যায়। রাজ্যে জনসংখ্যার যে সমস্যা সেটাতে আমরা এই দিক থেকেই বিচার করি আমরা দেখেছি যে, রাজ্যের যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে এইটা খুব উদ্বেগজনক। যেমন এখানে যে জনস্রোত বাংলাদেশ থেকে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, উপজাতিরা তাদের জমি হারাচ্ছে। যদি এটা না হয় তাহলে উপজাতিদের প্রতিবাদের বা বিরোধিতার কোন কারণ নেই। আর জনসংখ্যার সামগ্রিক যে হিসাব এতে সংকট আরও বেশী উদ্বেগজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে একজন ট্রাইবেল জমি হস্তান্তর হওয়ার পর ল্যাণ্ডলেস হল, পরে যখন তাঁকে জমি ফেরত দিতে চাই তখন সেই বাঙ্গালীও ল্যাণ্ডলেস হয়ে যায়। এখন তার সমাধান কি হবে, কোথায় এসে এই রাজ্যের অর্থনীতিকে দাঁড় করানো হয়েছে। এখন দেখা যায় যে একটা পরিবারের ৫ জনের মধ্যে দুইজনকে চাকুরী দিলে, বাকী তিনজনকে কি দেব, না জমি না চাকরী, না অন্য কোন সংস্থান, তার কোন সুযোগ নেই, এই অবস্থা এসে দাঁড় করানো হয়েছে। আজকে শুধু এখানে উপজাতিদের জন্যই বলা হচ্ছে না, এইটা উপজাতিদের কথা না আজকে এখানে যারা বাঙ্গালী ভূমিহীন আছে, আরও যদি লোক আসে তাহলে বেকার আরও বাড়বে, এখনও প্রচুর বাঙ্গালী আছে তাদের ঘরেও বেকার আছে, আরও যদি লোক আসে তাহলে বেকার আরও বাড়বে, এখনও প্রচুর বাঙ্গালী ভূমিহীন আছে, এটাও দিন দিন বাড়বে লোক আসতে থাকলে। কাজেই এই দিক দিয়ে আজকে এই সমস্যাটাকে দেখতে হবে। আমরা বলি যে কোন অসহায় লোক আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে হবে। কিন্তু তাকে চাকুরী শেয়ার, জমির শেয়ার, সিটিজেনসিপের শেয়ার দেওয়া যাবে না, এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন এবং এই সমস্যার সমাধান কি করে হবে, উপজাতিদের জমি তাদের হাতে দিয়ে, বাকি বাঙ্গালী যারা আছে তাদেরকে বেকার রেখে তাদেরকে চাকুরী দিয়ে, কিভাবে এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। কাজেই এই দৃষ্টিতেই আপনাদেরকে আজকে আলোচনা করার কথা, আর এ টাকে বলা হচ্ছে যে ট্রাইবেল বাঙ্গালী, এইভাবে ট্রাইবেল বাঙ্গালী করতে করতে ট্রাইবেল বাঙ্গালী কিছুই আর থাকবে না। স্যার, আমি এর মধ্যেই আসামে গিয়েছিলাম ওখানে জিজ্ঞাসা করলাম এখন কি রকম এগিয়েছে। ওরা বলল কিছুই এগোয়নি, কারণটা কি ? এ জি পি তাদের সঙ্গেতো ওনাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল, তাদের রাজত্ব ছিল, তারা তো খুব বিদেশী বিতাড়ণ বলছেন ভাল কথা। কিন্তু তারা যখন ক্ষমতায় আসল তখন তারা কি করলে উন্নয়নের কোন কাজ করেন নি। কেবল ভাষা নিয়ে বিদেশী নিয়ে, নাগরিকত্ব নিয়ে হৈ চৈ করতে করতে অনাহারে মরছেন। কাজেই এখানে এই পরিবেশ তৈরী করবেন না। ট্রাইবেল বাঙ্গালী

করতে করতে এখানে উৎপাদন বাড়বে কি না, শিক্ষার হার বাড়বে কিনা, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে কিনা, এমপ্লয়মেন্টের সুযোগ বাড়বে কিনা, শিল্প বাড়বে কি না এইগুলি না করে শুধু জাতি উপজাতি বিরোধ লাগাও টেনশন সৃষ্টি কর এতে রাজ্যের কোন রকম কল্যাণ হবে না। আজকে আসামকে দেখে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, তাদের এই এ জি পি কিছুই করতে পারেনি। আসামকে অনেক বেশী পেছনে ঠেলে দিয়েছে। শুধু মাত্র ভাষা, আর সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনা করে কোন রাজ্যের উন্নতি হয় না। সমস্যার কথা সারা ভারতবর্ষকে বলতে হবে, কেন্দ্রিয় সরকারকে বলতে হবে যেন এইগুলির সমাধান করা হয়। আজকে দেখতে হবে উপজাতিরা যেন জমিহারা না হন, উপজাতিরা যেন চাকুরী থেকে বঞ্চিত না হন, অউপজাতি যেন জমি হারা না হন, অউপজাতি যেন চাকুরী থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে কোন ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন না হন। এইটা দেখতে হবে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাঁরা এখানে উপজাতিদের সম্পর্কে বলেছেন, ও, বি, সি সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন, তপশিলী জাতিদের সম্পর্কে অনেক বলেছেন। এই মণ্ডল কমিশন নিয়ে বলেছেন। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই - অ[illegible] এইখানে সরকারে ছিলেন। আপনাদের সময়েও তো এই মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ছিল, এই উপজাতি সমস্যা ছিল, তখন আপনারা কি বলেছিলেন "ওটা সাম্প্রদায়িকতা" আর উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে তো এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা বলেন যে, "চাকমা, রিয়াং, দেববর্মা, জমাতিয়া এদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধাতে হবে। এইটা নাকি সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাস্তা। তিনি বলেছেন জমাতিয়াদের সমস্যার সমাধান হয়েছে, ত্রিপুরীদের সমস্যার সমাধান হয়েছে, দেববর্মাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে, কাজেই এখন চাকমা, মগ রিয়াংদের সঙ্গে এদের একটা সংঘর্ষ লাগাতে হবে কারণ এরা এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছেন।

শ্রীনকুল দাস : পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, এইটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা, এইটা এক্সপাঞ্জ করা হোক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—এইটা হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এইটা হচ্ছে আপনাদের এসেসমেন্ট।

স্যার, এখানে রাজ্য সরকারে করাপশনের কথা বলেছেন, আপনারা ধর্ষণের কথা বলেছেন— মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী তদানিন্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। যে সময়ে ৭০ বৎসর বয়সের একজন বৃদ্ধ উনার স্বাস্থ্যদপ্তরের লেবরেটরীতে গেছেন ব্লাড টেস্ট করানোর জন্য তার ব্লাড টেস্টের রিপোর্টে [illegible] প্রেগনেন্ট'। কাজেই এই হচ্ছে আপনাদের ধর্ষণের রিপোর্ট। আপনাদের রিপোর্টে পুরুষ ধর্ষিতা হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী : পয়েন্ট অব্‌ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীকে সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য দিতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী): স্যার, এখন উনারা এই জোট সরকারের বিরুদ্ধে করাপশনের অভিযোগ আনছেন। কিন্তু এই করাপশন সম্পর্কে আমি বলতে চাই, উনাদের যেই পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্টের করাপশন এই ত্রিপুরার বামফ্রন্টের করাপসনের চেয়ে বেশী কি না? পশ্চিমবাংলার বেঙ্গল ল্যাম্পের কেলেংকারী বেশী না এই ত্রিপুরা রাজ্যের লটারী কেলেংকারী বেশী?

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আমরা দেখছি যে রাজ্যে যখন গ্রামাঞ্চলে আমরা উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করছি তখন দেখা যাচ্ছে—

এই এ, টি, টি, এফ এবং টি, এন, এল, এফ দিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, এরা কারা? আজকে আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে মাননীয় সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়ার বাড়িতে বন্দুক আছে। এখনও বন্দুক আছে। ঐ যে তপন দেবনাথ ও জগদীশ দেবনাথ খুন হয়েছে, এইখানে সেই ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল। বাদলবাবু জানতেন। আপনারা বলুনতো দেখি। বলুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা ডিস্টার্ব করবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—গত ২.৮.৯০ ইং তারিখে মুড়াসিং পাড়ায় ওখানে সঞ্জীব মাঝাকের বাড়ীতে একটি মিটিং হয়। সেটাও আবার রাত্রিবেলাতে। মাননীয় সদস্য ব্রজমোহন জমাতিয়া এবং বাদলবাবু ছিলেন সেই মিটিং-এ। জগদীশ দাসকে মারার ব্লু-প্রিন্ট সেখানেই তৈরী হয়েছিল। এরপর তাকে খুন করা হল। আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না। পারবেন? কি, এই বন্দুকটা আপনার বাড়ীতে নেই?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই চাওমনুতে আজকে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। আমাদের শুচিন্দ্র শর্মাকে খুন করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, বাদলবাবু ও আমি তিন দিন আগেই একটা টিম নিয়ে সাব্রুমের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি সেই রেকর্ড পুলিশের কাছে আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, যার বাড়ীতে বন্দুক পাওয়া গিয়েছে সে টি ইউ জে এস এর লোক, নগেন্দ্র বাবুর লোক। আপনাদের লোক?

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, ঈশ্বর জমাতিয়া আমাদের ব্রজমোহন বাবুর ছেলে। বন্দুক সহ ধরা পড়েছে।

(গণ্ডগোল)

স্যার, আমি বুঝতে পারছি না, সেই রাজ্যপালের ভাষণ তারা বয়কট করলেন। কি বক্তব্য কি বয়কট করলেন যে, এটা রাজ্য সরকারের বক্তব্য। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। রাজ্যপালের ভাষণ, সেইগুলি কার কিভাবে রচিত হয়েছে, কিভাবে এখানে বলা হয়েছে। এটাই গণতান্ত্রিক এটাই হয়. উনার বেলায় এটা ভালো। আমরা যখন বলব তখন এটা খারাপ, এটা বয়কট করবে। আসল কথা গণতন্ত্রের বিন্দুমাত্র তাদের শ্রদ্ধা নেই। যদি তার

প্রতি শ্রদ্ধা থাকত তাহলে বার বার ক্ষমতা হারিয়ে, একটা কথা বলা উচিৎ ছিল। জনগণের এই যে রায় যা আমরা মাথা পেতে নিলাম। আমরাও নিয়েছি, আপনারা রিগিং করেছেন।

আপনাদের সম্বন্ধে আপনারা রিগিং করেছেন, অন্যদিকে আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতি পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচন করেছি। আমরা এও বলেছি যে, জনগণের রায়, সেটা যে ভাবেই হউক, আমরা সেটা মেনে নেই। গত ১৯৮৯ সনে লোকসভার যে নির্বাচন হয়ে গেল, সেই নির্বাচনের ফলাফল বের হবার পর আমাদের এত বড় একটা রাজনৈতিক দল কি বলেছে, সেটা একবার শুনুন। ওরা বলেছেন যেহেতু ভারতবর্ষের মানুষ আমাদের দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়ে দেয়নি। সেহেতু আমরা কোন সরকার গড়বো না। যদি আপনারা কেউ সরকার গঠন করেন, তাহলে আমরা বাইরে থেকে আপনাদের সমর্থন জানাব। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে, আপনারাও তার থেকে শিক্ষা নিন। সে বলেছে সমর্থন করবো এই সর্তে যে আপনারা দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন জ্বলছে, যেমন আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মীর এবং তামিলনাড়ুতে আগুন জ্বলছে, সেটাকে বন্ধ করুন। কৈ আপনারা তো সেটার কিছু করলেন না, বার বার ছুটে গেছেন রাষ্ট্রপতির কাছে যে, ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। তার অর্থ কি? অর্থটা আর কিছু নয়, আমরাও ক্ষমতা চাই, যাতে এই রাজ্যে আবার একটা খুনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কৈ আপনারা তো মুখ দিয়ে একবারেও বললেন না যে আপনারা সরকারকে গঠনমূলক সহযোগিতা করবেন। তা না করে, আপনারা কি করেছেন? —না, এই রাজ্যে আবার একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার প্রয়াস নিয়ে ছিলেন, টি ইউ জে এসকে আপনাদের নিজেদের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর, ভি পি সিং যখন এলেন, তখন তো নানা অজুহাত দেখিয়ে এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। আমরা তো এ ডি সিকে টাকা দিয়েছি সেই টাকা গ্রামগঞ্জের লোকদের হাতে দেওয়ার কথা। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে আপনারা কি করেছেন? আপনারা অস্ত্র কিনেছেন, রাইফেল কিনেছেন এমন কি বাংলাদেশ থেকেও অস্ত্র এনেছেন (বিরোধী বেঞ্চ থেকে এসব অসত্য) একটি কথাও সত্য নয়, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বহু সি পি (এম) কর্মী সেই অস্ত্র নিয়ে আমাদের কাছে আত্ম সমর্পন করেছেন এবং তারা বলেন যে, আমরা আর এই পথে চলতে চাই না। এই তো সেদিন ২৮ জন আত্মসমর্পন করেছেন, সেই অনুষ্ঠানে আমি যেমন ছিলাম, রাজ্য প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামাবাবুও ছিলেন। স্যার, তাই বলছিলাম যে, এ ডি সির টাকা তারা যেভাবে ব্যয় করেছেন, তাতে করে একটি টাকাও আমাদের ট্রাইবেল ভাইদের কাছে পৌছায়নি। সবই তারা নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন। তাই, আপনাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে আপনারা এই রাস্তা ছেড়ে দিন। এবং ছেড়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করুন—সেটা জনগণের কাছে অসত্য নিয়ে নয়, রাইফেল নিয়ে নয় বা বুলেট নিয়ে নয়। স্যার, গতকালও একজনকে খুন করা হয়েছে—তার নাম সুচিত্র সেন চাকমা। তার অপরাধ কি? সে টি ইউ জে এস করে মানিকপুর থেকে আসছিল। কৈলাসহর হাসপাতালে ৩০ জন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। এখানে এসে বলছে আইন শৃঙ্খলা নেই। ওরা যশোবন্ত সিংহের

কাছে একটা লিস্ট দিয়েছিল। আমি এবং কৃষিমন্ত্রী দেখেছি। আমরা প্রত্যেকটা কেসের ইনকোয়ারী করেছি। এটা সত্যের সঙ্গে কোন মিল নেই। বহু মহিলা আমাদেরকে বলেছেন যে, এসব কোন ঘটনা ঘটেনি। দুই একটা হয়তো কেস আছে। ওরা বলছে যে পুলিশ কোন কেস নেয় না। আইনশৃঙ্খলা ভাল হলে এত কেস কেন? ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সেটা কারা করেছে। মাননীয় রাজ্যপাল সুন্দরভাবে একটা কথা বলেছেন সেটা হলো—"peace in the State and embarked upon plans and programmes to rogenrate the economy by ensuring a congenial atmosphare for harmonious development of people. It was at this stage when the maximum energy of the Government was concentraton revamping the moribund economy which my Government had inhorited as a legacy from the past" ওদের আমলে মানুষের কোন মূল্য ছিলনা। মানুষকে শেখানো হতো খুন কর তারপর আয়। এখনও তারা সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। আমরা পুলিশকে বলিনা তুমি তাকে এরেস্ট কর, তাকে ছেড়ে দাও। এ ডি সির ঘটনা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ঘটনাই অল ইণ্ডিয়া পেপারে দিয়েছি। কলকাতাতে বলেছি। যশোবন্তের কাছে যে সমস্ত কেস ওরা দিয়েছে আমি বলছি তার বেশীর ভাগই কাল্পনিক।

আপনারা তৈরী করে দিয়েছেন। কিছু কিছু ঘটনার সত্যতাও আছে। তবে আসামী এরেস্ট হচ্ছে না তা সত্য নয়। যে সব আসামী এরেস্ট হচ্ছে, তারা সি পি আই (এম)-এর ক্যাডার তা অস্বীকার করতে পারবেন? তাদের এরেস্ট করা হয়েছে। উনারা বলছেন, পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় না। আবার বলছি, আইন পুলিশের হাতে, কাজেই পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নেবে এবং আমি মনে করি, এটাই একমাত্র রাস্তা। সেই ক্ষমতা আমরা পুলিশকে দিয়েছি আর সে জন্যই গভীর রাত্রি পর্যন্ত মানুষ চলতে পারছে। যদিও কিছু কিছু ঘটনা হচ্ছে। এই সব ঘটনা কারা ঘটাচ্ছে? আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, খুনের রাস্তা ছেড়ে দিন। স্যার, এটা আমার বানানো নয়। এটা পুলিশ রিপোর্ট। Sir, it is Police

Report.

Superintendent of Police,

S. B. Tripura,

Agartala.

Subject :— Reference your memo No, 3855690/F. 1 (2-4) 69. dt, 22. 11.90, visiting date of Shri Badal Chowdhury. M, L. A. at. Jurisdiction of Baikhora S, B, Camp from 1.8. 90. to 13-11-90

I have the honour to report that self made an inquiry on your kind memo No dated 22.11.90 regarding visit of Shri Badal Chaudhury, M, L. A at my jurisdiction for at least three and half months from 1. 8. 90 to 13. 11. 90 is as follows :—

On 2. 8. 90 Shri Badal Choudhury, visited at Garo Colony, Murasing Para. He held an indoor meeting on that night in the House of Shri Sanjib Marak of this said village. Shri Kalindra Marak, Bhagyamani Murasing, Sanjib Marak — all C. P. I (M) workers of the same village attended the meeting. It was decided to kill Jagadish Das, son of Shri Joy Kumar Das, of West Patichari P. S. Baikhora. he was attacked by the above miscreants while he was returning to his home from Garo Colony Market on 11. 9.90. Shri Badal Chowdury, M. L. A, visited North Chakmaghara. This is after that Jagadish Das was murdered.

On 24/10/90 Shri Chowdhury visited the house of Mangal Mani Murasing at Garo Colony and held an indoor meeting there. After the meeting he discussed with Khelendra Marak, Garo Colony, Mangal Mani Murasing, Sanjeeb Marak, Nikhil Marak of same village. It was learnt from secret Source that in that meeting Shri Chnwdhury directed the aboved mentioned persons to do away with Tapan Debnath. After that meeting Tapan Debnath was murdered.

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে পুলিশ রিপোর্ট দিলেন, আসলে গারো কলোনী হচ্ছে শান্তিরবাজার থানার আণ্ডারে। তিনি বাইখোরা থানার পুলিশ অফিসারদের দিয়ে এই রিপোর্ট তৈরী করিয়েছেন এবং মিথ্যা রিপোর্ট হলে যা পরিণতি হয় এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই তারিখগুলিতে আমি কোন সময়েই সেখানে ছিলাম না। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শান্তির বাজারে ডি আই জি শ্রীনরেশ দত্তকে নিয়ে মিটিং করেছেন। পুলিশের একটা কনস্পেরেন্সী করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন প্রধান নায়ক। তিনি আমাকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন। স্যার, আমি সদস্য হিসাবে আপনার প্রটেকশান চাইছি। মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী আমাকে হত্যা করার জন্য সাত বার উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি সুনির্দিষ্ট মামলা করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন তার মূল নায়ক। গত ১৬ই নভেম্বর তিনি শান্তিরবাজার ডাকবাংলাতে মিটিং করেছেন এবং পুলিশ অফিসারদের নিয়ে এই সমস্ত কনস্পেরেন্সী করেছেন। আমার কাছে সমস্ত কাগজপত্র আছে। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি। আমি আপনার প্রটেকশান চাইছি।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ সাইলেন্ট। আপনারা এখানে সবাই প্রটেকটেড। আপনারা বসুন।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীবাদল চৌধুরী :—আমি আপনার প্রটেকশান চাই স্যার।

(ইন্টারাপশান)

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা উঁহাদের আসন ছেড়ে মাননীয় স্পীকারের আয়াসের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন)।

মিঃ স্পিকার :— প্লিজ, টেক নট ওয়ে। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, আমাকে হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

(ভয়েসেস ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ — বিধানসভাকে বিধানসভা রাখবেন না, যা খুসি তাই করবেন। ওরা সবাই জঙ্গলের জীব)।

(গণ্ডগোল)

(মাননীয় বিরোধী সদস্যরা ৩টা ৪০ মিঃ সময়ে হাউস থেকে ওয়াক আউট করলেন)।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই অবস্থার ভিতর দিয়ে রাজ্যগুলি চলছে।

স্যার, আমি আর একটা তথ্য দিচ্ছি এ, টি, টি, এফের সঙ্গে (যারা খুন করে) তাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, একটা চিঠি আছে, চিঠিটা পুলিশ উদ্ধার করেছে। একজন এ, টি, টি, এফের লিডার যার নাম হচ্ছে উদয়শংকর দেববর্মা অফ বরমাথা, লিডার অফ দি এ, টি, টি, এফ দ্যাট ইজ সি, পি, এম। একটা চিঠি লিখেছেন বিরাজয় দেববর্মাকে।

বিরাজয়বাবু,

. পত্রে শতকোটি প্রণাম। আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা। আশা করি আপনি সবাইকে নিয়ে (বুঝা যায়না) ভাল আছেন। যাই হোক আমি জায়গায় জায়গায় মিটিং করে যাচ্ছি, আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আমি আমার মিটিং ঠিকমত করিয়া বৈদ্যনাথ মজুমদারের সাক্ষাতে আমার সবকিছু আলাপ আলোচনা করি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— এই বৈদ্যনাথ মজুমদার কে?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এই বৈদ্যনাথ মজুমদার হলেন রাজ্যের যিনি প্রাক্তন পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিস্টার এবং বর্তমান বিধায়ক বিরোধী দলের এই বৈদ্যনাথ মজুমদার। তার সঙ্গে এ, টি, টি, এফের লিংক আছে অর্থাৎ সি, পি, এমের লিংক আছে এই হচ্ছে প্রমাণ স্যার। আজকে ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের প্রতি ট্রাইবেলদের আস্থা চলে গেছে। কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এসের কাজের ফলে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আজকে এ, টি, টি, এফ করে তারা কমপক্ষে ১০-১২ জন ট্রাইবেলকে হত্যা করেছে। এইটার অর্থ হল তোমরা যদি টি, ইউ, জে, এস কর, তোমরা যদি সি, পি, এম ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের এই পরিণতি হবে। এইভাবে তারা এ, ডি, সির এইসমস্ত টাকা পয়সা দিয়ে ওদের ট্রেনিং দিয়েছে। স্যার, কিভাবে ট্রেনিং দিয়েছে সেদিন মাননীয় কৃষিমন্ত্রীও ছিলেন তারা কিভাবে ট্রেনিং দিয়ে আরমস হ্যাণ্ড ওভার করেছে। এই হচ্ছে ওদের কাজ এইসমস্ত কাজ করে এই সমস্ত রিপোর্ট দিয়েছে

যে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার সেটা দমন করতে পারছেনা। সুতরাং এই সরকারকে ভেঙ্গে দাও। ভি, পি, সিং এর সরকার যখন কেন্দ্রে ছিল তখন তারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়ে দাবী করেছিল এই সরকারকে ভেঙ্গে দাও। তাদের এই দাবীর সংগে সেদিন ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল কেউ ছিল না। তার প্রমাণ হচ্ছে তারা এই রাজ্যে জনসভা করতে পারেনি। পশ্চিমবাংলায় গিয়ে বলেছে ত্রিপুরায় আইন শৃংখলা নেই। আমি পশ্চিমবাংলায় গিয়েছি, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী গিয়েছিলেন। নৈহাটিতে দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম, আপনারা আসুন ত্রিপুরা রাজ্যে যে কথা আপনাদের মধ্যে অপপ্রচার করা হচ্ছে সেটা সত্যি কিনা। মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন আমরা ৩ বৎসরে ৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়েছি যেটা ১০ মেগাওয়াট ছিল। এই সময়ে আমরা এই ডেভেলাপমেন্ট করেছি। সেদিন পশ্চিমবাংলার মানুষ বলেছিল, সেখানে যারা ছিলেন, কত বড় মিথ্যা অপপ্রচার এরা এই রাজ্যে করেছে তার প্রমাণ সেদিন তারা পেয়েছে। স্যার, তবুও এই সরকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে আমরা এই রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে বুভুক্ষ তাদের মধ্যে আমরা দিতে চাই। সে জন্য আমরা প্রচেষ্টা নিয়েছি। কৃষি দপ্তর থেকে সেই সমস্ত কর্মসূচী নিয়েছি। একটা আধুনিক ত্রিপুরা আমরা গড়ে তুলতে চাই। যেখানে প্রতিটা ইঞ্চি জমি সে টিলাই হোক আর সমতলই হোক প্রতি সময়েই আমরা সেটাকে ভরে রাখতে চাই।

আমরা বিশ্বাস করি শুধু সরকারী চাকুরী দিয়ে এই বিরাট বেকারত্ব দূর করা যাবে না। বেকারত্ব দূর করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই উৎপাদন হবে ক্ষেতে খামারে। বিভিন্ন জায়গায় রাবার বাগান হবে, চা বাগান হবে, ফলের বাগান হবে। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা একটা বিপ্লব এনেছি আলুর বীজ তৈরী করাও ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত কাঁচামাল রয়েছে, গ্যাস ভিত্তিক শিল্প রয়েছে, ফুড প্রসেসিং ইণ্ডাষ্ট্রি করে ম্যারিকালচারের উন্নতি করেছি। তার জন্য প্ল্যানিং কমিশনার বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছে এবং আমাদের প্রশংসাও করেছে। আলুর বীজ উৎপাদনের জন্য আমরা প্রশংসা পেয়েছি, তারপর হ্যাণ্ডলোম ও হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট যেটা ত্রিপুরার একটা ট্রেডিশান আপনারা নিশ্চয়ই জানেন দিল্লীতে আমাদের যে ট্রেডফেয়ার হয়েছে সেখানে পাহাড়ের আমাদের যারা মা বোনেরা তারা যে তাদের কোমর তাঁত দিয়ে যে পাছড়া তৈরী করে সেই পাছড়া দিয়ে যে গারমেন্স তৈরী হয়েছে সেই গারমেন্সে বিভিন্ন দেশের লোকেরা ওখানে যারা উপস্থিত ছিলেন যে কয়টা নিয়েছি সেই ইটকেইকের মত সবটাই বিক্রি হয়ে গেছে। স্যার, সেইভাবে আমাদের এখানকার যেটা হ্যাণ্ডলোম সেটাও বিক্রি হয়ে গেছে। স্যার, সেইভাবে আমরা এই রাজ্যের উন্নয়ন করতে চাই কৃষি শিল্প, পশু পালন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা আধুনিকতার মধ্য দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা উন্নত করতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান করতে চাই, মাননীয় রাজ্যপাল আমাদের অর্থনৈতিক যে অসুবিধাটা আছে সেটা উল্লেখ করেছেন এবং কিভাবে নবম অর্থ কমিশন আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন সেটাকে দূর করার জন্য আমরা তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী ভি, পি, সিংহকে মেমোরেনডাম দিয়েছিলাম। বলেছিলাম প্রতি বৎসর প্রায় একশত কোটি টাকার মত ডেফিসিট হয়ে আমরা কম পাচ্ছি।

সেই কারণে সেগুলি পূরণ করার জন্য সমস্ত স্পেশাল কেটাগরি মিলে আমরা মেমোরেণ্ডাম দিয়েছিলাম। তার আংশিক আমরা পেয়েছি এবং তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বর্তমান সরকার আমাদের কথা দিয়েছেন যে অর্থনৈতিক সংকট থাকা সত্ত্বেও চেষ্টা করবেন যাতে আমরা অসুবিধায় না পরি। স্যার, বর্তমানে যে যুদ্ধ উপ সাগরীয় যুদ্ধ এইটা আমরা কামনা করিনা, এইটা আমাদের ইচ্ছা, ভারতবর্ষের ইচ্ছা, এই যুদ্ধ সমাপ্ত হোক। শুধু একটা সুখের বিষয় এই যুদ্ধ যেসব দেশের লোক করছে সেই সব দেশের লোক তাদের বিরোধিতা করছে। বিশ্বের মানুষ এই যুদ্ধ চায় না, তবু যুদ্ধ হচ্ছে, যে যুদ্ধ এড়ানো যেত মাননীয় রাজ্যপাল ওনার ভাষণে বলেছেন এবং এইটা আমাদের নেতা রাজীব গান্ধী বলেছেন ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলেছেন অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

আজকে কুয়েত মুক্ত করার জন্য যে মার্কিন বাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছে সেটাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। আজকে কংগ্রেসের সভাপতি রাজীব গান্ধী ঐ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তার মত পোষণ করছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করি এবং আমরা চাই কুয়েত থেকে ইরাক তার সেনা সরিয়ে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যালেস্টাইনের সমস্যার সঠিক সমাধান করতে হবে। স্যার, এইটা হচ্ছে প্রকৃত সমাধান। সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ এই সমাধানকে সমর্থন করবেন। এইটা আমরা আশা করি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, আমরা আশা করেছিলাম যে, তাদের কাছ থেকে আমরা সেটা শুনব—তারা সেটা বলেননি। আজকে তারা দিশাহারা। আজকে কোথায় সোভিয়েত রাশিয়া, কোথায় কমিউনিস্ট দুনিয়া। আজকে সমস্ত ইউরোপ থেকে কমিউনিজম উঠে যাচ্ছে। মানুষকে তার গলায় চেইন লাগিয়ে তাদের বথামত রাখতে চায় এরা। যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে তবে তাকে খুন করা হয়। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সেটাকে চায় না। কাজেই আমি তাদের বলব এই ইউরোপের দিকে একবার তাকাতে।

স্যার আজকে তারা মার্কসের কথা বলেন কিন্তু তাদের দাদা না ঠাকুরদাদা জ্যোতি বসু তাঁর কথা কি—পশ্চিমবাংলার গরীব মানুষের জন্য কোন কথা নেই। তাঁর চিন্তা হচ্ছে কি করে তাঁর পুত্র চন্দন বসুকে টাটা, বিড়লা, গোয়েংকাদের সমকক্ষ করা যায়। বেঙ্গল ল্যাম্পস-এর তিনি একজন কেরাণী ছিলেন, বেতনভোগী কেরাণী। কিন্তু বর্তমানে তার ডিক্লেয়ার্ড প্রপারটি হচ্ছে ৫৬ কোটি টাকা। এই হচ্ছে কমিউনিজম, এই হচ্ছে মার্কসবাদ। --জ্যোতিবাবুর মার্কসবাদ। আজকে পশ্চিমবাংলায় আমার সঙ্গে ওদের দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন সেই যতীনবাবু এবং আরো অনেক সি, পি, এম বিক্ষুব্ধ নেতা দেখা করেছেন। আমাকে তারা বললেন—আপনি রাজীবজীকে বলুন না, আমাদের এই পশ্চিমবাংলা থেকে দুর্নীতিবাজ জ্যোতি বসুকে হঠাতে।

আজকে ত্রিপুরার রাজ্য সরকার থেকে তারা চলে গেছেন, এ ডি সি থেকেও তারা চলে গেছেন। এমনকি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মন থেকেও তারা মুছে গেছেন। তবে আমি তাদের বলব ; আবেদন রাখব, সেই রাস্তা যেন তারা ছেড়ে দেন। অনেক দেরীতে হলেও তারা আজকে রবীন্দ্রনাথের কথা বলছেন যাকে তারা একদিন বুর্জোয়া কবি বলতেন, আজকে তারা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা বলছেন, বলছেন মহাত্মা

DISCUSSION ON THE MOTION OF THANKS ON THE GOVERNOR'S ADDRESS.

গান্ধীর কথা। আমি বলব দেরী হলেও তারা সঠিক পথে চলুন এটা আমরা চাই, গণতন্ত্রের পথ নিন। গণতন্ত্রের পথে ক্ষমতা একবার যায় আবার আসে। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে কোন মূল্যবোধ নিয়ে আমরা লড়াই করব। কোন মূল্যবোধকে আমরা প্রতিষ্ঠা করব। মানুষের মনুষ্যত্ব ছাড়া, মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত, মনুষ্যত্বের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা থেকে তা বঞ্চিত তাদের একটা দল—তাই তারা আজকে মনুষ্যত্বকে লাঞ্চিত করছেন—মনুষ্যত্বকে নিপীড়িত করছেন, শোষণ করছেন।

মানুষের মনুষ্যত্বকে যারা শোষণ করতে চান, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সুযোগ নিয়ে যারা চলেছেন তাদের বিরুদ্ধে আজকে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ে আমরা বিশ্বাস করি মানুষ জয়লাভ করবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল চিফ মিনিস্টার ট্রাই টু মেইক সর্ট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমি আবেদন রাখব, উনারা যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন সেগুলি তুলে নিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় রাজ্যপালের বক্তব্যের উপর যে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমরা সকলে একমত হয়ে গ্রহণ করব। ঐ আবেদন জানিয়ে এবং সকলকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— নাউ দি ডিসকাশন ইজ ওভার। এখন আমি সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ভোটে দিচ্ছি। এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির প্রথমটি এনেছেন শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়। মতিলাল মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী সুবোধ দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী জীতেন্দ্র সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী কেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি, শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি ও শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

যারা এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির পক্ষে আছেন, তাঁরা "হাঁ" বলবেন। (মাননীয় বিরোধী সদস্যবৃন্দ অনুপস্থিত)।

যারা এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে আছেন, তাঁরা 'না" বলবেন। ("না" বলেছেন সরকার পক্ষ)।

আমি মনে করি যারা "না" বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব, সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হলো।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত এবং মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায় মহোদয় এবং শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় কর্তৃক সমর্থিত মূল প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : 'নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সভা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হউক যে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯১ইং সোমবার মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং রাজ্যপাল মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।'

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হ্যাঁ বলবেন। ('হ্যাঁ' বলার পর), যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন।
(বিরোধী সদস্যবৃন্দ অনুপস্থিত)

আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

GOVERNMENT BILLS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Forest (Regulation as to Removal of Timber) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 1 of 1991)." এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Drao Kumar Reang (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that The Tripura Forest (Regulation as to Removal of Timber) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 1 of 1991") be taken into consideration and Also the Bill be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন বিলটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে।

মিঃ জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আলোচনার দরকার আছে কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আইনটি নিয়ে একটু ক্লারিফিকেশান করলে ভাল হয়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যে, স্বাধীনতার আগে বা স্বাধীনতার পরেও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বন ঘন ছিল এবং বিভিন্ন মূল্যবান কাঠ সেখানে ছিল। যেমন কড়ই, শাল ইত্যাদি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও বাড়তে শুরু করল এবং আমরা যদি দেখি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ২৫ লক্ষ মানুষ কোন না কোন উপায়ে রান্নার কাজে, চেয়ার টেবিল নির্মাণের কাজে, বসে খাওয়ার টেবিল নির্মাণের কাজে, ড্রয়িং টেবিল তৈরীর কাজে এই সমস্ত আমরা নির্ভর করছি। এমনকি ব্রীজ তৈরী কাজেও এটা আমাদের দরকার হয়ে পড়েছে কি হয়েছে, বেশীর ভাগ জঙ্গলটা নষ্ট হচ্ছে এবং টিম্বার বিজনেসটা চাঙ্গিয়ে উঠেছে এবং দিনের পর

দিন বন ধ্বংস হতে চলছে। তাতে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এইভাবে যদি ধ্বংস হতে থাকে তাহলে জীবজন্তুও ধ্বংস হয়ে যাবে এবং প্রকৃতিতে একটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। ইকলজিক্যাল ইমব্যালেন্স সৃষ্টি হবে। যার ফলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সেই জন্য এটা রক্ষার আমরা কি করছি। বন থেকে গাছ কাটা যাতে বন্ধ করতে পারি এবং কাঠগুলি বাইরে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তার জন্যই এই বিলটা আনা হয়েছে। এই বিলের উদ্দেশ্য হবে যারা বাইরে টিম্বার নিয়ে যাবে তাদেরকে এপ্লিকেশান করতে হবে। তারপর এপ্রোপোরিয়েটেড ডিউটি দিতে হবে। তারপর অথরিটির কাছ থেকে অনুমোদিত নিয়ে রেসট্রিকটেড ওয়েতে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। এই হচ্ছে বিলের উদ্দেশ্য। এই বিলের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে মানুষের প্রয়োজনে বনকে সংরক্ষণ করে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য বা ভারতবর্ষের পরিবেশকে সুস্থ সবল রাখা, যেটা মানুষের অত্যন্ত দরকার। সেই জন্যই আইনটা করা হয়েছে। আমি আশা করি এই হাউস এই আইনকে সমর্থন করবেন। কারণ এই আইনের মধ্যে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এবং তাছাড়া বন যদি থাকে তাহলে মানুষের অনেক এমপ্লয়মেন্ট হতে পারে।

জীবিকা অর্জনের পক্ষে ফরেস্ট বিরাট ভূমিকা নিতে পারবে এবং ভবিষ্যতে আমরা যদি বনকে রক্ষা করতে পারি তাহলে ফরেস্ট বেইজ ছোটখাট ইনডাস্ট্রি করার একটা সুযোগ সুবিধা রয়ে গেছে। কাজেই আমি হাউসের কাছে এই বিল সমর্থন করার জন্য এবং পাশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে, ত্রিপুরা রাজ্য যে প্রকৃতিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সম্প্রীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে বিলটি এখানে এনেছেন সেই বিলটিকে আমি সমর্থন করছি এবং উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং হাউসের সমস্ত সদস্যগণকে এই বিলটি সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Forest (Regulation to removal of Timber) Bill, 1991 Tripura Bill No.1 of 1991.

বিবেচনা করা হউক।"

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন, আমি মনে করি যারা হ্যাঁ বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :—এখন আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি।

বিলের অন্তর্গত ১নং হতে ২৫ নং পর্যন্ত ধারগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক : (The Motion was put to voice vote and possed.)

এখন, সভার সামনে প্রশ্ন হল, "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপ গণ্য করা হউক : (The Motion was put to voice vote and passed.)

সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল :—"The Tripura Forest (Regulation as to Removal of Timber) of Bill, 1991 (Tripura Bill No. 1 of 1991.)

পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি, বন দপ্তেরর ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁর প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Drao Kr. Reang (Minister) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Forest (Regulation as to Removal of Timber) Bill 1991 (Tripura Bill No. 1 of 1991 be passed.

মিঃ স্পীকার : — এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Forest (Regulation as to Removal of Timber) (Bill, 1991 (Tripura Bill No. 1 of 1991) পাশ করা হউক :—(The Motion was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী "The Tripura Forest (Prevention of Spceific corrupt Practices) Bill. 1991 (Tripura) Bill No. 2 of 1991) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি ভারপ্রাপ্ত বন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীকে তাঁর প্রস্তাবটি সভার বিবেচনার জন্য উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

Shri Drao Kumar Reang (Minister) :—Sir, I beg to move that "The Tripura Forest (Prevention of Specific Corrupt Practices) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 2 of 1991) be consideration."

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য বিশেষ করে এই রাজ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ যাতে দূষিত না হয়, তার জন্যই এই বিলটা এনেছি। এই বিলের মূল উদ্দেশ্য হল আমাদের বন দপ্তরের যে—সব করেস্টার, ফরেস্ট গার্ড অথবা অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসার আছেন, তাদের বন্দের মধ্যে কাজ করতে বিভিন্ন রকমের অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। যদিও তারা যথাযথ ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছেন। ইলিসিট ট্রি ফেলিং বন্ধ করার জন্য বা বনকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অফিসারেরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন। এটা সত্য যে কিছু কর্মচারী বিভিন্নভাবে ইলিসিট ট্রি ফেলিং অথবা গাছ কাটার সঙ্গে

ইচ্ছায় হউক তার অনিচ্ছায় হউক জড়িত থাকতে পারে। এই ধরণের ঘটনা যাতে সময়মত উর্দ্ধতন কর্মচারী-দের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছায়, তার সম্পর্কেও এই বিলে ব্যবস্থা আছে, যাতে খবর পৌঁছা মাত্র তারা যথা সম্ভব শীঘ্র এসব অবৈধ কাজ বন্ধ করতে পারে। আর যারা এই ধরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ দিতে গড়িমসি করবে, তাদের শাস্তি অথবা জরিমানা করার ব্যবস্থা এই বিলে আছে। কাজেই আমি আশা করছি, এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে বনকে রক্ষার জন্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই বিলের মধ্যে যে যাবতীয় ব্যবস্থা রেখেছেন, সেটাকে সমর্থন করবেন।

আগে যেখানে ৫০ টাকা জরিমানা ছিল সেখানে আমরা পাঁচ হাজার টাকা করেছি। যাতে লোকে অপায়, জংগল নষ্ট করা বন্ধ করে। বন সংরক্ষনের জন্য এই সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারের যে সদিচ্ছা সেখানে সেটা এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে। কাজেই আমি আশা করছি মাননীয় সদস্যগণ এই রকম একটা কল্যাণমূলক বিলকে স্বাগত জানাবেন এবং এই বিলকে পাশ করে জনজীবনকে রক্ষা করবেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবেন এই বলে আমি আমার ছোট বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিলটি এখানে উত্থাপন করেছেন সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি এবং আশা করছি হাউসের মাননীয় সদস্যগণ এই বিলকে পাশ করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল —"The Tripura Forest (Prevention of specific corrupt practices) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 2 of 1991). বিবেচনা করা হউক।

(Then the Motion was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :—আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ১৯ নং পর্যন্ত ধারা-গুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(Then the Motion was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(Then the Motion was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—The Tripura Forest (Prevention of specific corrupt practices) Bill 1991 (Tripura Bill No. 2 of 1991.) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Sri Drao Kumar Reang (Minister) :— Mr. Speaker Sir I beg to move that the Tripura

Forest. (Prevention of, spceific corrupt practices) Bill, 1991 (Tripura Bill No.2 of 1991) be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত, প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Forest (Prevention of specific corrupt practices) Bill, 1991 (Tripura Bill No. 2 of 1991). পাশ করা হউক।

(Then the Motion was put to voice vote and passed.)

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামীকল্য ১লা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

ANNEXURE— "A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 55

Name of Member :— Shri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। খয়েরপুর বাজারের সংলগ্ন স্থানে নূতন বাজার স্থাপনের জন্য সরকার (কৃষি দপ্তর) কোন জমি ক্রয় করেছিলেন কি,

ক) যদি করে থাকেন তা কোন কোন সনে,

খ) মোট কত টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করা হয়েছিল,

গ) ঐ জমিকে Develop করে কোন মার্কেট করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

ঘ) যদি থাকে তবে তার কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে,

ঙ) যদি না থাকে, তার কারণ ?

AWNSER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

উত্তর

১। হ্যাঁ।

ক) ১৯৮৭-৮৮ সালে।

QUESTION AND ANSWER

খ) মং ৫, ৮২, ৯০'০৫ টাকা ব্যয়ে মোট ১'৮৪ একর জমি ক্রয় করা হয়েছিল।

গ) হ্যাঁ।

ঘ) চলতি আর্থিক বৎসরেই (১৯৯০-৯১) মাটি ভরাটের কাজের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 56.

NAME OF THE M. L. A. Shri. Ratanlal Ghosh.

Will the Minister-In-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state—

QUESTION :

১। বর্ত্তমানে Veterinary Sub Centre গুলিতে Subsidy তে গো-খাদ্য দেওয়া হয় কি, যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ?

ANSWER : MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA

১। বর্ত্তমানে Veterinary Sub-Centne (ভেটেনারী সাব সেন্টারগুলিতে Subsidy (সাবসিডি) তে গো-খাদ্য দেওয়া হয় না। তবে রাজ্যের ৪৬টি A. I. (এ আই সেন্টার) এবং Stockman Sub Centre (স্টকম্যান সাব সেন্টার) থেকে শংকর জাতীয় বক্‌না বাছুরের জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 65

Name of the Member :—**Shri Samar Chowdhury, M. L. A.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০ অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যের কোন্ কোন্ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের বিরুদ্ধে পুলিশ লক-আপে আটক বন্দীদের উপর বর্বর অত্যাচারের অভিযোগ সরকার জেনেছেন।

২। এই সকল অফিসারদের এবং পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—**Shri Sudhir Ranjan Majumder**, Chief Minister Tripura,

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :

১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯০-এর অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বিরাশীমা থানার খোয়াই থানার এবং বাইখোরা থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ মাননীয় হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। হাইকোর্টের রায় পাওয়ার পর রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 70

Name of Member :—Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য গত আর্থিক বছর রাজ্যে একমাত্র প্রধান ফল সংরক্ষণের Public Undertaking Unit. মেরামাক বন্ধ ছিল।

২। সত্য হলে মেরামাককে চালু রাখার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

উত্তর :

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 74

Name of Member :— Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার বীরচন্দ্রমনুতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে কি না

২। থাকিলে ইহা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে,

৩। উক্ত কেন্দ্রের জন্য এ পর্যন্ত মোট কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। হ্যাঁ, আছে,

২। বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে,

৩। ৬৯ লক্ষ ১ হাজার টাকা

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questinos and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 75

Name of Member :—Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের সমস্ত কৃষি খামারগুলির আওতায় যে জায়গা আছে তা সম্পূর্ণভাবে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না,

২। যদি সব জমি কাজে ব্যবহৃত না হয় তা হলে পতিত জায়গাগুলিকে কাজে লাগানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARCE OF ACRICULTURE DEPARTMENT (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। সরকারী কৃষি খামারের চাষযোগ্য প্রায় সমস্ত জমিই ব্যবহৃত হইতেছে।

২। চাষযোগ্য পতিত জমি পর্যায়ক্রমে চাষের আওতায় আনার সরকারী পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 81.

Name of member :—**Shri Gopal Chandra Das.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বছরে সরকার এখন পর্যন্ত কি কি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন।

In what plans have so far been executed during 1990-91 by the Government for the sake of development of cultivators of State.

২। আগামী ১৯৯১-৯২ ইং সালে কৃষকদের স্বার্থে কি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে ?

What plans are in consideration of the Government for the benefit of the farmers in the next year of 1991-92.

ANSWER

Minister-in-Charge of AGRICULTURE (**Sri Nagendra Jamatia,**)

উত্তর

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থে সরকার কৃষি বিভাগের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে যে যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করেছেন তাহার বিবরণ এইরূপ :—

ক) কৃষি শাখা :—

i) কৃষি পরিকাঠামোর উন্নয়ন।
ii) অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন।
iii) উন্নত কৃষি বীজ বিতরণ।
iv) উন্নত কৃষি বীজ উৎপাদন।
v) অধিক সার প্রয়োগ ও মৃত্তিকা পরীক্ষা।
vi) প্রজনন বীজ উৎপাদন।
vii) রোগ পোকা থেকে ফসল রক্ষা।
viii) অধিক তৈলবীজ উৎপাদন।
ix) কৃষি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ এবং কৃষি তথ্য প্রচার।
x) শস্য বীমা ব্যবস্থা।
xi) কৃষি পরিসংখ্যান।
xii) জৈব সার প্রয়োগ।
viii) উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ।
xiv) বৃষ্টি নির্ভর কৃষির উন্নতি।
vv) কৃষিপণ্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা।
xvi) কৃষি গবেষণা, কৃষি-শিক্ষা এবং গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ।
xvii) কৃষিপণ্য বিপণনের ব্যবস্থা।

খ) উদ্যান বিদ্যা (ফল ও সব্জী চাষ) শাখা :—

i) নিবিড় ফলচাষ।
ii) নিবিড় শাক-সব্জীর চাষ।
iii) বাগিচা ফসলের নিবিড় চাষ।
iv) নিবিড় মশলা চাষ।
v) ফলচাষ ও উৎপাদন গবেষণা।
vi) নারিকেলের চাষ।
vii) কাজুবাদামের চাষ।

গ) ভূমি ও জল সংরক্ষণ শাখা :

i) ভূমি ও জল সংরক্ষণ।

ii) কৃষি জমিতে ভূমি ও জল সংরক্ষণ।

iii) পতিত জমি উদ্ধার ও উন্নয়ন।

ঘ) জলসেচ শাখা :

i) গভীর নলকূপ।

ii) পাম্পের সাহায্যে জলসেচ।

iii) অগভীর কূপ।

২। কৃষকদের উন্নয়নের স্বার্থে ১নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত পরিকল্পনাগুলিই আগামী ১৯৯১-৯২ ইং সালেও রূপায়নের জন্য বিবেচনাধীন আছে। তদুপরি ডাইভারসন জলসেচ প্রকল্পও বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 98

Name of Member :— Shri Chitta Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। সরকার কি অবগত আছেন মাতাবাড়ী ব্লকের অন্তর্গত আমতলী বাজারটিতে স্বল্প পরিসরে স্থান সংকুলানের অভাবে বর্তমান পরিস্থিতে জনসাধারণের প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়,

২। অবগত থাকলে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য জমি অধিগ্রহণ করে বাজারটি Extension করার কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে রয়েছে কি,

৩। থাকলে তা বাস্তবায়িত করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিবেন কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। হ্যাঁ।

২। আপাততঃ নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 105

Name of Member :— Shri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে মোহনপুর বাজারে মার্কেট স্টল নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২। উক্ত বাজারের সরকারী কোন কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে কি না,

৩। উক্ত বাজারের জনগণের স্বার্থে (ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থে) পুরাতন শেডগুলো মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৪। যদি থাকে কবে নাগাদ আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

উত্তর :

১। আপাততঃ নাই।

২। না।

৩। হ্যাঁ।

৪। পুরাতন শেডগুলির পর্যায়ক্রমে মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ২টি শেড ইতিমধ্যেই মেরামত করা হইয়াছে। তৃতীয় একটি শেড মেরামতি কাজের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 107

Name Mamber :— Sri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্ভুক্ত তুলাবাগান গাঁওসভায় মার্কেটিং স্টল করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

Is there any proposal of the State Government for construction of Market Stall at Tulabagan Gaon Sabha under Mohanpur Block falling within A. D. C. area.

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়, আর যদি না থাকে তাহার কারণ কি ?

If so when it is expected to be completed and if not, reason thereof.

ANSWER

MINISTER-IN-CHARRE OF AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। নাই।

No.

২। প্রশ্ন উঠে না।

Does not arise.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 118

Name of Member :— Sri Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। বর্তমান ৯০-৯১ইং সালে কোন্ কোন্ বাজারে নূতন মার্কেটিং শেড্ করার পরিকল্পনা আছে।

২। ৯০-৯১ই সালের মধ্যে কলকলিয়া গাঁওসভার অন্তর্গত গোপালনগর বাজারটিতে মার্কেটিং শেডের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

৩। যদি থেকে থাকে কবে পর্যন্ত আশা করা যায়,

৪। আর যদি না থাকে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE-OF THE AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১। ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক বছরে কোন নূতন মার্কেটিং শেড্ নির্মাণ সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

২। কলকলিয়া গাঁওসভায় গোপালনগর নামে কোন বাজার নথিভুক্ত নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না :

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 139

Name of Member :— Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Minster-In-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— ১। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিনামূল্যে নাইলন সূতা বিলি করার কোনরূপ সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা।

২। যদি থাকে এ বিষয়ে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন,

৩। যদি না নিয়ে থাকেন তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। না,

২। প্রশ্ন উঠে না,

৩। সুতার পরিবর্তে তৈয়ারী জাল দেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 141

Name of the Member :—Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :

১। রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে মৎস্য সমবায় সমিতিগুলি ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে কত টাকার মাছ বিক্রয় করিয়াছেন ?

২। ডুম্বুর জলাশয় ও রুদ্রসাগর সমিতিতে উপরোক্ত সময়ে মোট কত টাকার মাছ বিক্রি করা হয়েছে ?

উত্তর :

১। রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে মৎস্য সমবায় সমিতিগুলি ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১০,০৯,৪৭০,২৫ টাকার মাছ বিক্রয় করিয়াছে।

২। উপরোক্ত সময়ে ডুম্বুর জলাশয় হইতে ১২,৬৯,৯২৮,৪০ টা. ও রুদ্রসাগর সমিতি হইতে ৩,৩১ ২৫৮,১০ টাকার মাছ বিক্রি করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.142

Name the Member :—Sri Anju Mog.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং খাসভূমিতে যে সমস্ত জলাশয় আছে তাহা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে ১৯৯০ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রকম কতগুলি জলাশয় মৎস্যজীবী ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে।

২। মোট ৭১টি।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers)

ADMITTED STARRED QUESTION NO 166

Name of the M L A :—Shri Budha Deb Barma,

Will the Minister—In-charge of Animal Husbandry Department to pleased to state :—

QUESTION

১। বিশালগড় অন্তর্গত কলকলিয়ার গোপীনগর গাঁও সভা একমাত্র পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটির গৃহ সংস্কারের ব্যাপারে সরকারের কোন রূপ পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ গৃহ সংস্কারের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা প্রকাশ করা যায় ?

Answer : Minister of State Shri BILLAL MIA.

১। বিশালগড় অন্তর্গত কলকলিয়ার (গোপীনগর গাঁওসভা) একমাত্র পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটি ভাড়া করা গৃহে অবস্থিত। ভাড়া করা গৃহ সংস্কার সরকারের এক্তিয়ারে নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 167

Name of the M L A :—Shri Budha Deb Barma

QUESTION

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত বড়জলা গাঁও পঞ্চায়েতের পশু হাসপাতালের গৃহ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, এবং

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ ইহার কাজ আরম্ভ করা হবে আশা করা যায় ?

Answer :—Minister of State Shri BILLAL MIA.

১। বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত বড়জলা গাঁওসভা পঞ্চায়েতের অধীনে অত্র পশুপালন বিভাগের কোন পশু হাসপাতাল নাই। সুতরাং গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE— "B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 6

Name of Member :— Shri Samar Choudhury,

Will the Houble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি চাষের সংখ্যা ১৯৮৭ ডিসেম্বরে কত ছিল এবং ১৯৯০ সেপ্টেম্বর তাদের সংখ্যা কত। (কৃষি ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এই সকল কৃষকদের কোন অংশের কতজনকে ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ বৎসরে কত পরিমাণ সার, বীজ এবং ঔষধ সরকারী ব্যবস্থায় সরবরাহ করা হয়েছে। (কৃষি ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। কোন বৎসর কত পরিমাণ জমির খাদ্য শস্যের ফসল কীটপতঙ্গের আক্রমণ এবং ধ্বংস রোগ জাতীয় বিভিন্ন রোগে বিনষ্ট হয়েছে। (কৃষি ব্লকভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

১৯৮৫-৮৬ সনের পর কৃষি আদম সুমারী হয় নাই। কাজেই ১৯৮৭ সনের ডিসেম্বরে এবং ১৯৯০ সনের সেপ্টেম্বরে শ্রেণীভিত্তিক কৃষকের সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তবে ১৯৮৫-৮৬ সনে অনুষ্ঠিত কৃষি আদম সুমারী অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :—

কৃষি আদম সুমারী রাজস্ব এলাকা ভিত্তিক করা হয়। কৃষি ব্লকভিত্তিক করা হয় না।

কৃষকের শ্রেণী	মোট সংখ্যা
১। প্রান্তিক চাষী (১ একর জমির নীচে)	২,১১,৩০২ জন।
২। ক্ষুদ্র ও মাঝারী ক্ষুদ্র চাষী (১ হইতে ৪ একর পর্যন্ত)	৯৭,৮৩৮ জন।
৩। মাঝারী চাষী (৪ হইতে ১০ একর পর্যন্ত)	২,৮০৩ জন।

২। বীজ সার ও পোকামাকড়ের ঔষধ ইত্যাদি বিতরণের হিসাব কৃষকের শ্রেণীভিত্তিক অনুযায়ী রাখা হয় না।

কৃষকদের মধ্যে যে পরিমাণ সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ ১৯৮৮-৮৯ সনে এবং ১৯৮৯-৯০ সনে ভর্তুকীতে ও বিনামূল্যে বিলি করা হইয়াছে। কৃষি ব্লকভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

কৃষি ব্লক	কৃষি সামগ্রীর নাম	বিতরণের পরিমাণ (মেঃ টন হিঃ)	
		১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০
১। জিরানিয়া	সার	১১২৮.৯১	৮০৫.৯৮
	বীজ	৯২.৯৩	১৩৫.৭৫
	ঔষধ	৮.৮৪	৯.৫৮
২। মোহনপুর	সার	৩২৫.০০	৩৫০.০০
	বীজ	২৫.৭০	৩০.৪০
	ঔষধ	৩.০০	৪.৬০
৩। বিশালগড়	সার	৯৭৫.০০	৮৫০.০০
	বীজ	১১৫.৫০	১৩০.৫০
	ঔষধ	৬.০০	৫.৫০
৪। মেলাঘর	সার	২৯৪৬.৮১	৩৫৩৩.০০
	বীজ	১.০০	১.৬৮
	ঔষধ	৮.২০	১.২৮
৫। তেলিয়ামুড়া	সার	১১৯.১১	৩২৬.৩৬
	বীজ	২১৭.২০	২০৬.০০
	ঔষধ	৯.৪২	৯.১০
৬। খোয়াই	সার	৩৩৬.০০	৩৩১.০০
	বীজ	১৫২০.৮৮	১২৯১.৯০
	ঔষধ	৮.৫৫	৪.২৭
৭। মাতাবাড়ী	সার	৮০.০০	১০৩.০১
	বীজ	১৯০.০০	২৫.০০
	ঔষধ	৪.০০	৪-৫০
৮। অমরপুর	সার	৪৩৮.৯৩	৬৬০-৮৯
	বীজ	১৭২.৬০	৩৫৭-০৩
	ঔষধ	৯৬১	৯.৯৪

১	২	৩	৪
৯। গন্ডাছড়া	সার	১২১.৯৮	৭৭-৪২
	বীজ	৪৩.৮৮	৬৩-৫৫
	ঔষধ	২.৭৮	৩-৪৩
১০। বগাফা	সার	১৯৫.০০	২১৭-০০
	বীজ	৫.৪৪	১০-৫৬
	ঔষধ	১৪.৯০	১২-৬০
১১। রাজনগর	সার	১৬৮৩.২১	২০৩১-৯৯
	বীজ	১৭১.৭২	১৬৫-১৯
	ঔষধ	১৫.৮০	১৩-৫৫
১২। সাতচান্দ	সার	৭৪.০০	৪৯২-৫২
	বীজ	৮৭.৫০	১২৪-৫০
	ঔষধ	১০.৮০	৯.০০
১৩। পাবিসাগর	সার	২৭২.০৮	২২৯-১২
	বীজ	৬১-৬৯	১২১-৬৮
	ঔষধ	১৮.৩৮	২১-৮০
১৪। কাঞ্চনপুর	সার	৪৩৮.০০	৪৩৩.০০
	বীজ	২২২.০০	২২১.০০
	ঔষধ	৪.৯১	৪.৯৭
১৫। ছামনু	সার	৪২৪.৬২	৪৫১.৭৩
	বীজ	৯৮.৯৩	১৩৫.৬০
	ঔষধ	৪.৭২	৪.৫৪
১৬। কুমারঘাট	সার	১৪২.২২	২৩২.৩৪
	বীজ	২০২.৩৯	১৩৩.২৩
	ঔষধ	৩.০০	৮.১৮
১৭। সালেমা	সার	১৭.০৪	১৬.৭৫
	বীজ	১৯.৪৮	১৮.৯৫
	ঔষধ	১৩.৪১	১১.৫৪

2. No records are maintained farmers categorywise for distribution of seed, Fertilizers and Pesticides, Therefore it is not possible to indicate category-wise number of farmers.

However, quantity of fertilizers, seed and P. P. C. distributed to the cultivators at subsidy and free of cost during the year 1988-89 and 1989-90 is given belows Block-wise.

Name of Block Agri. Sub-Division.	Name of Agri. Imput	Quantity distributed in MT	
		1988-89	1989-90
1	2	3	4
1. Jirania	Fertilizer	1128.91	805.98
	Seed	92.93	135.75
	P. P. C	8.84	9.68
2. Mohanpur	Fertilizer	325.00	350.00
	Seed	25.70	30.40
	P. P. C.	3.00	4.30
3. Bishalgarh	Fertilizer	975.00	850.00
	Seed	115.50	130.50
	P. P. C.	6.00	5.50
4. Melaghar	Fertilizer	2946.81	3533.00
	Seed	1.00	1.68
	P. P. C.	8.20	1.28
5. Teliamura	Fertilizer	119.11	326.36
	Seed	217.20	206.00
	P. P. C.	9.42	9.10
6. Khowai	Fertilizer	336.00	331.00
	Seed	1520.88	1291.90
	P. P. C.	8.55	4.27

৩) ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ সনে যে পরিমাণ জমির খাদ্য শস্য বিভিন্ন প্রকার কীট পতঙ্গের ও রোগের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

কৃষি ব্লক	যে পরিমাণ জমির খাদ্য শস্য নষ্ট হয়েছে (একর হিসাব)	
	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০
১। জিরানিয়া	৯৯১৬	৫৬৮০
২। মোহনপুর	২০৫	১২২
৩। বিশালগড়	—	—
৪। মেলাঘর	—	—
৫। তেলিয়ামুড়া	১৩৪	১৫৫
৬। খোয়াই	১৮৯৫.৮	৮৩৩২.৫
৭। যাত্রাবাড়ী	—	—
৮। অমরপুর	২৪০০	২২৫০
৯। গণ্ডাছড়া	৮	৬
১০। বগাফা	—	—
১১। রাজনগর	১৫'৫৬	১৩২২০-৫
১২। সাতচান্দ	২৩'৭৯	২০৩-৪
১৩। পানিসাগর	—	১৮০
১৪। কাঞ্চনপুর	—	—
১৫। ছামনু	১৭০০	১১১৫
১৬। কুমারঘাট	১৫০৮	৩৫২০
১৭। সালেমা	২৮৫	৩০০

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers.)

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 13
NAME OF MEMBER :— SHRI RATAN LAL GHOSH

WILL THE HONBLE MINISTER-IN-CHARGE OF THE INFORMATION CULTURAL AFFAIRS & TOURISM DEPARTMENT BE PLEASED TO STATE :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমানে রাজ্যে কতটি তথ্যকেন্দ্র আছে,	৩৯ টি।
২। রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি উপ তথ্যকেন্দ্র আছে, এবং	৪২১ টি।
৩। ১৯৯০-৯১ ইং সনে মোট কয়টি নতুন তথ্যকেন্দ্র ও উপতথ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)	একটিও না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 19
Name of the Member :— Shri **Badal Choudhury**.

Will the Honble Minister-in-charge of the Printing and Stationery be pleased to state :—

ANSWER

Name of the Minister :— **Shri Jawhar Shaha.**

Printing and Stationery Deptt.

প্রশ্ন :

১। ১৯৮৮ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ইং ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত রাজ্য সরকার কতটি ক্ষেত্রে রাজ্যের বাহিরে কোন কোন বেসরকারী প্রেসের মাধ্যমে কি কি ছাপানোর কাজ করিয়াছেন।

উত্তর :

১৯৮৮ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ইং ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত রাজ্য সরকারের ৬টি দপ্তরের ক্ষেত্রে রাজ্যের বাইরে নিম্নলিখিত বেসরকারী প্রেসের মাধ্যমে, নিম্নে উল্লিখিত ছাপানোর কাজ করা হয়েছে।

বেসরকারী প্রেসের নাম,	ছাপানোর কাজ
১। মেসার্স কম্পোকলার, কলিকাতা।	১। পত্রিকা :—
২। ,, ক্যালকাটা কোসোটাইপ, কলিকাতা।	ক) ২০ দফা কর্মসূচী।
৩। ,, এ. বি, এন্টারপ্রাইজ, কলিকাতা।	খ) সরকারের ৬ মাস পূর্তি।
৪। ,, লরেন্স এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা।	গ) উপজাতিদের উন্নতিতে ত্রিপুরা (ইংরেজী ও বাংলা)
৫। ,, ভাইবাসিক প্রিন্টারস, কলিকাতা।	ঘ) নেহেরু
৬। ,, হুগলী প্রিন্টিং, কলিকাতা।	ঙ) জীবজন্তু।
৭। মেসার্স রেডিয়েন্ট প্রোসেস, কলিকাতা।	চ) ক্যালচারেল প্রোফাইল।
৮। ,, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা।	ছ) সরকারের ১ বৎসর পূর্তি (৩টি ভাষা) (ককবরক সহকারে)
৯। ,, দি রেডিয়েন্ট প্রোসেস, কলিকাতা।	২। পাঠ্যপুস্তক।
১০। ,, রেডিয়েন্ট প্রোসেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।	৩। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়নে নূতন আশা এবং সাহায্য
১১। মেসার্স ক্রমোটাইপ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।	৪। "মাতঙ্ক" (রঙীন অলিবন)।
	৫। ত্রিপুরা ডটার অফ দি ইস্টান হিলস্।
	৬। ক্যালেণ্ডার।
	৭। প্রশ্নপত্র (জয়েন্ট এন্ট্রাসস)।

প্রশ্ন :

২। এই কাজে উক্ত সময়ের মধ্যে সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে?

উত্তর :

এই কাজে উক্ত সময়ের মধ্যে সরকারের মোট ১৪,৯১,৫৪৭ টাকা ব্যয় হয়েছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 20

Name of the Member :— SHRI SAMAR CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন পদে Rotirement এর পর ৬ মাসের বেশী Extension এবং পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে কোন্ কোন্ পুলিশ অফিসার বর্তমানে নিযুক্ত আছেন। (তাদের নাম ও পদের পরিচয়)

২। এই সকল পুলিশ অফিসারদের নিযুক্ত রাখার কারণ?

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question and Answers)

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDER,
Chief Minister of Tripura.

১। বর্তমানে নিম্নলিখিত ৪ জন পুলিশ অফিসার বিভিন্ন পদে Retirement এর পর ৬ মাসের বেশী Extension এবং পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত আছেন :—

১। শ্রী এন কে বালা মজুমদার, টি-পি-এস গ্রেড—১।

২। শ্রী নরেশ দত্ত, টি-পি-এস গ্রেড—২

৩। শ্রী হরিবন্ধু দাস, ইন্সপেক্টর (আর্মড)

৪। শ্রী আর রক্ষিত, আই-পি-এস।

২। জনস্বার্থেই তাহাদিগকে চাকুরীতে ৬ মাসের বেশী Extension দেওয়া হয়েছে এবং পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে।

ADMITTED UN-STARED QUESTION NO. 26.
NAME OF THE MEMBER :—SHRI GOPAL CHANDRA DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯০ এর ১লা জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যে কয়টি খুন, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, নারী-ধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী অপহরণ, আক্রমণ, ছিনতাই, চুরি ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে,

২। এরমধ্যে রাজনৈতিক কারণে কয়টি খুন, অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, আক্রমণ আহত, লুটপাট, অফিস জবর দখল ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে,

৩। তার মধ্যে কোন কোন রাজনৈতিক দল কয়টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ?

ANSWER

Name of the Minister : Shri Sudhir ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura,

১। ১৯৯০ এর ১লা জানুয়ারী থেকে ১৫-১২-৯০ ইং পর্যন্ত রাজ্যে সংঘটিত খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারীধর্ষণ, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী অপহরণ, আক্রমণ, ছিনতাই, চুরি ইত্যাদি ঘটনার হিসাব নিম্নে দেয়া গেল :—

ঘটনার বিবরণ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	১৫০ টি
অগ্নিসংযোগ	২৯৯ টি
রাহাজানি/লুটতরাজ	১৭০ টি
নারীধর্ষণ	৬৮ টি
ডাকাতি	৮২ টি
নারী অপহরণ	৭৩ টি
আক্রমণ	৫৫৫ টি
চুরি	১০৪৫ টি
বলপূর্বক অফিসঘর দখল	৩ টি

২নং প্রশ্নের উত্তর :- এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত ঘটনার হিসাব নিম্নে দেয়া গেল :

ঘটনার বিবরণ	ঘটনার সংখ্যা
খুন	১৯ টি
অগ্নিসংযোগ	১৭ টি
রাহাজানি/লুটতরাজ	১২ টি
নারীধর্ষণ	
ডাকাতি	১ টি
নারী অপহরণ	২ টি
আক্রমণ	১৪৩ টি
চুরি	১ টি
বলপূর্বক অফিস ঘর জবর দখল	৩ টি।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :— এই সমস্ত ঘটনাসমূহের মধ্যে কোন কোন রাজনৈতিক দল কয়টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাহার হিসাব নিম্নে দেয়া গেল :—

ঘটনার বিবরণ	সি পি আই (এম)	কংগ্রেস (আই)	টি ইউ জে এস	অন্যান্য
খুন	১২ টি	৪ টি	২ টি	১ টি
অগ্নিসংযোগ	৬ টি	৯ টি	—	২ টি
রাহাজানি/লুটতরাজ	৬ টি	৪ টি	১ টি	১ টি
নারীধর্ষণ	—	—	—	—
ডাকাতি	১ টি	—	—	—
নারী অপহরণ	২ টি	—	—	—
আক্রমণ	৭৯ টি	৫১ টি	৭ টি	৬ টি
চুরি	১ টি	—	—	—
বলপূর্বক অফিস ঘর জবর দখল	—	৩ টি	—	—

PAPERS LAID ON THE TABLE.

(Questions and Answers.)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 28.

NAME OF THE MEMBER : Shri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১/৪/৯০ইং হইতে ৮/৮/৯০ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরার কোন থানায় (Police Station) কতটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

২। তার মধ্যে কোন থানায় কতটি অগ্নিকাণ্ড, কতটি বাড়ীঘর আক্রমণ ও কতটি বলাৎকারের ঘটনা ঘটেছে এবং।

৩। ঐ সব মামলায় মোট কতজন লোক অভিযুক্ত (আসামী) হয়েছেন ?

A N S W E R

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister Tripura.

১নং ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর :— গত ১/৪/৯০ ইং থেকে ৮/৮/৯০ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের থানাসমূহে নথিভুক্ত মামলার সংখ্যা এবং তার মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সংখ্যা, বাড়ীঘর আক্রমণের ঘটনার সংখ্যা ও বলাৎকারের ঘটনার সংখ্যা এবং ঐ সমস্ত মামলায় অভিযুক্ত মোট আসামীর সংখ্যার থানাভিত্তিক হিসাব সজীয় তালিকায় দেওয়া গেল :—

থানার নাম	থানায় নথিভুক্ত মোট মামলার সংখ্যা	অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সংখ্যা	বাড়ীঘর আক্রমণের ঘটনার সংখ্যা	বলাৎকারের ঘটনার সংখ্যা	মামলায় অভিযুক্ত মোট আসামীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
পূর্ব আগরতলা	১০৭	৩	১১	১	৩৫
কলমছড়া	৩৪	১	—	—	৭
এয়ারপোর্ট	২৭	—	৫	—	৩৩
সিধাই	৪২	8	৬	—	৭
যাত্রাপুর	২৪	—	—	—	—
আমতলী	৪৫	৩	৪	—	১৫
বিশালগড়	১০৮	৮	—	—	—
সোনামুড়া	৯১	৫	—	২	৭
খোয়াই	৮২	২	—	—	—
টাকারজলা	৪৯	২	8	—	৫
তেলিয়ামুড়া	৮৪	৬	৮	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬
ধিয়ামীরা	১১২	১০	৩	৩	২৭
কল্যাণপুর	৩৫	১	—	—	—
পশ্চিম আগরতলা	১৫৫	৩	২	—	৯
মেলাঘর	২৭	৩	—	—	৬
কৈলাশহর	১০৭	৪	২	৪	৬
ফটিকরায়	৭২	৫	—	—	—
মনু	৩৫	৩	—	—	—
ছামনু	১০	—	১	—	১৭
ধর্মনগর	১৬৮	২	৩	২	১৯
চোরাইবাড়ী	৫৯	—	৩	—	৫
পানিসাগর	৬০	·	৪	২	৫৪
দামছড়া	২৬	১	৭	২	১০
কাঞ্চনপুর	৪৫	৩	১	৭	—
পেচারথল	৩০	২	—	—	—
ভাঙমুন	৪	১	—	—	—
কমলপুর	৬০	১	—	১	১
আমবাসা	৪৩	—	২	১	২
সালেমা	৩৩	৫	১	২	১১
আর, কে, পুর	১৮২	১১	২	২	২১
কিল্লা	৭	—	—	১	১
বিলোনীয়া	১০১	৩	৪	১	১৯
পি, আর, বাড়ী	২১	১	১	১	১৫
শান্তির বাজার	৪৫	৬	৭	১	৭৮
বাইখোরা	৩৭	৮	—	২	২৮
সাব্রুম	৩৬	৬	১	১	২২
মনুবাজার	৩৪	১	২	—	৩
অমরপুর	৫৫	৩	—	—	১৫
নতুন বাজার	৩১	৬	—	—	৩
রইস্যাবাড়ী	৯	৯	—	—	১৮
তুইদু	১৩	—	—	—	—
গঙ্গানগর	—	—	—	—	—
গণ্ডাছড়া	১৩	—	—	১	৪
অম্পি	১২	২	—	—	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.35

NAME OF MEMBER :— Sri Dhirendra Ch. Debnath

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Information-cultural Affairs & Tourism Deparment be Pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতকগুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে এবং তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব,	৪২১টি. ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :— ১। মোহনপুর—২৭ ২। জিরানীয়া—২৩ ৩। বিশালগড়—৪৯ ৪। জম্পুইজলা—৬ ৫। খোয়াই—২৩ ৬। তেলিয়ামুড়া—২১ ৭। মেলাঘর—২৫ ৮ মাতারবাড়ী—৪০ ৯। বগাফা—১৪ ১০। রাজনগর—১৮ ১১। সাতচাঁদ—২৫ ১২। অমরপুর—১০ ১৩। গণ্ডাছড়া—৮ ১৪। পানিসাগর—৩১ ১৫। কাঞ্চনপুর—১৫ ১৬। কুমারঘাট—৩৬ ১৭। ছামনু—২২ ১৮। সালেমা—২৯ ৪২১
২। মোহনপুর ব্লক অধীনে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?	না।
৩। যদি থেকে থাকে কবে নাগাদ আশা করা যায় ?	প্রশ্ন উঠে না
৪। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?	বর্তমানে ২৭টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ঐ ব্লক এলাকায় আছে, তাই আপাতত কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 36

NAME OF MEMBER :—Dhirendra Deb Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-Chargo of the Agrioulture Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি পি. এল. ডব্লিউ অফিস আছে তাহার (ব্লক ভিত্তিক) হিসাব,

২। ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে গাঁওসভা ভিত্তিক পি. এল. ডব্লিউ. সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ আশা করা যায়,

৪। আর যদি না থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

২। রাজ্যের প্রতিটি গাঁও সভাতে পি. এল. ডব্লিউ. অফিস পর্য্যায়ক্রমে খোলার সিদ্ধান্ত আছে।

৩। পর্য্যায়ক্রমে খোলার পরিকল্পনা আছে।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ৬৫১টি পি. এল. ডব্লিউ অফিস আছে। ব্লক ভিত্তিক তাহার হিসাব নিম্নরূপ :—

মহকুমা	ব্লক	পি. এল. ডব্লিউ অফিসের সংখ্যা
১। সদর	১। বিশালগড়	৫৫
	২। মোহনপুর	২৬
	৩। জিরানীয়া	৪১
২। খোয়াই	৪। খোয়াই	৩২
	৫। তেলিয়ামুড়া	৪৬
৩। সোনামুড়া	৬। মেলাঘর	৩২
৪। উদয়পুর	৭। মাতাবাড়ী	৩৪
৫। অমরপুর	৮। অমরপুর	৫২
৬। গণ্ডাছড়া	৯। গণ্ডাছড়া	১২
৭। বিলোনীয়া	১০। রাজনগর	২৭
	১১। বগাফা	২৬
৮। সাব্রুম	১২। সাতচাঁদ	৫০
৯। ধর্মনগর	১৩। পানিসাগর	৪৪
	১৪। কাঞ্চনপুর	৩২
১০। কৈলাসহর	১৫। কুমারঘাট	৭২
	১৬। ছামনু	২৫
১১। কমলপুর	১৭। সালেমা	৩৭
		মোট :— ৬৫১টি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers.)

ANSWER

১। রাজ্যের প্রতিটি গাঁওসভাতে ভি এল ডব্লিউ অফিস পর্যায়ক্রমে খোলার সিদ্ধান্ত আছে।

২। পর্যায়ক্রমে খোলার পরিকল্পনা আছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 40

Name of the M.L.A. :— SHRI DHIRENRA CH. DEBNATH.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to State :-

QUESTION :

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি পশু হাসপাতাল আছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব),

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লকে কতটি পশু হাসপাতাল স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। নোয়াগাঁও গাঁও সভায় ও মোহনপুর গাঁওসভায় পশু হাসপাতাল দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা এবং

৪। যদি থাকে কবে নাগাদ কার্যাকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER OF STATE :— SHRI BILLAL MIA.

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৯ (নয়) টি পশু হাসপাতাল আছে। তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব দিয়ে দেওয়া হইল—

১। মেলাঘর	ব্লকের	অন্তর্গত	—	১টি	(সোনামুড়া)
২। খোয়াই	”	”	—	১টি	(খোয়াই)
৩। মাতাবাড়ী	”	”	—	১টি	(উদয়পুর)
৪। অম্বুনগর	”	”	—	১টি	(অমরপুর)
৫। বগাফা	”	”	—	১টি	(বিলোনীয়া)
৬। সালেমা	”	”	—	১টি	(কমলপুর)
৭। কুমারঘাট	”	”	—	১টি	(কৈলাশহর)
৮। পানিসাগর	”	”	—	১টি	(ধর্মনগর)

এছাড়া সদর আগরতলায় একটি পশু হাসপাতাল আছে।

২। ১৯৯০-৯১ আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লকে কোন পশু হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা আপাতত: নেই।

৩। আপাতত: নেই। তবে ভবিষ্যতে বিবেচনাধীন।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 43

Name of the Member :— Shri Gouri Sankar Reang,

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Fisheries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে সরকার মোট টাকা অনুদান হিসাবে দিয়েছেন।

২। ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরে কোন কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে সরকার আর্থিক অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উত্তর

১। ৯টি সমিতিকে মোট ৭৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে তাহাদের বিবরণ নিম্নরূপ :—

	শেয়ার কেপিটাল	ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি
ক) মেলাঘর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, সোনামুড়া।	—	৫,০০০/-
খ) কালাছড়ি এস, এস, এস পি, কমলপুর।	১০,০০০/-	—
গ) গঙ্গাদেবী এস, এস, এস, পি, কমলপুর।	—	৫,০০০/—
ঘ) জুরিভেলী আদিবাসী এস, এস, এস, পি, ধর্মনগর।	—	৫,০০০/-
ঙ) চেবরী এস, এস এস পিঃ খোয়াই।	১০,০০০/-	—
চ) রূপিনী কলোনী এস, এস, এস, পিঃ খোয়াই।	১০,০০০/-	—
ছ) তেলিয়ামুড়া এস, এস, এস, পিঃ	১০,০০০/-	—
জ) হীরাপুর এস, এস, এস, পিঃ, আগরতলা।	১০,০০০/-	—
ঝ) যোগেন্দ্রনগর এস, এস, এস, পিঃ, আগরতলা।	১০,০০০/-	—

উত্তর

২। ১৯৯০-৯১ ইং সনে ১০টি সমিতিকে শেয়ার ক্যাপিটেল-এর মাধ্যমে মোট ২,১০,০০০/- টাকা ও ৭টি সমিতিকে ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি বাবৎ মোট ৪৯,০০০/- টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। সমিতিগুলি এখনও চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয় নি।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers.)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 46

Name of the Member :—Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Ministe:-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০ ৯১ বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে কোন থানায় কয়টি ডাকাতি, খুন, গরুচুরি এবং বাংলাদেশের লোকের সাথে যুক্ত অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে ;

২। এই সকল ঘটনার আর্থিক মূল্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং জীবনহানীর সংখ্যা ;

৩। এই সকল ক্ষয়ক্ষতি এবং জীবনহানীর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার কি কি করেছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ra jan Majumder, Chief Minister, Tripura,

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :— রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গত ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ বৎসরের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত ডাকাতি, খুন, গরুচুরি এবং বাংলাদেশের লোকের সাথে যুক্ত অন্যান্য অপরাধমূলক ঘটনা এবং এই সমস্ত ঘটনায় আর্থিক মূল্যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও জীবনহানীর সংখ্যায় থানাভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেখা হল :—

১৯৮৮-৮৯ সন :—

থানার নাম	ডাকাতির ঘটনার সংখ্যা	খুনের ঘটনার সংখ্যা	গরুচুরি ঘটনার সংখ্যা	বাংলাদেশ লোকের সাথে সাথে যুক্ত অন্যান্য ঘটনার সংখ্যা	এই সকল ঘটনার আর্থিক মূল্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ	জীবনহানীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কৈলাশহর	—	—	৫	—	৩৫,০০০	—
ধর্মনগর	১	১	—	—	৩৫,০০০	১
চোরাইবাড়ী	—	—	১	—	১,১৫০	—
কমলপুর	—	১	৭	—	৪৫,০০	১
বিলোনীয়া	—	—	—	১	—	—
পি আর বাড়ী	১	—	—	—	৩,০০০	—
পশ্চিম আগরতলা	—	—	২	৫	৬৫,০০০	—
খোয়াই	—	—	১৭	—	৫৪,৫০০	—
কলমছড়া	১	—	৭	৩	৫২,২০০	—
সোনামুড়া	৩	—	১৬	১২	১,০৮,০০০	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিশালগড়	—	—	১	—	১০,০০০	—
বাত্রাপদুর	২	—	১২	১১	১,১৮,৪০০	—
১৯৮৯-৯০ সন						
কৈলাশহর	—	—	৬	—	৩০,০০০	—
ধর্মনগর	১	—	—	—	১৫,০০০	—
চোয়াইবাড়ী	—	২	১	—	১২,০০	৩
কমলপুর	—	—	৭	—	৪০,০০০	—
বিলোনীয়া	২	—	—	২	১২,০০০	—
পি আর বাড়ী	৫	—	—	—	৬৬,২৬৫	—
পশ্চিম আগরতলা	—	—	৫১	৮	৪১,০০০	—
খোয়াই	—	—	১৭	—	৪৮,৫০০০	—
কলমছড়া	৪	—	৪	৩	৯৪,০০০	১
সোনামুড়া	৬	—	১৫	১১	১,১৭,০০০	১
বিশালগড়	—	—	৩	—	৫,৭০০	—
বাত্রাপদুর	—	—	—	—	—	—
১৯৯০-৯১ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত						
কৈলাশহর	—	—	৩	—	১৫,০০০	—
ধর্মনগর	১	—	১	—	২৭,০০০	—
চোয়াইবাড়ী	—	৩	১	—	১,৫০০	৫
কমলপুর	৩	—	৪	—	৪১,০০০	—
বিলোনীয়া	১	—	—	—	৪,০০০	—
পি-আর বাড়ী	১	১	—	—	৩,০০০	১
পশ্চিম আগরতলা	—	—	—	১৩	৯৩,০০০	১
খোয়াই	—	—	৬	২	২২,০০০	—
কলমছড়া	১	—	৪	—	১১,০০০	—
সোনামুড়া	১	—	৬	৭	৭১,০০০	—
বিশালগড়	২	—	২	—	৬৬,৮০০	২
বাত্রাপদুর	১	—	১	১০	৬৬,০০০	—

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সরকারের নিকট সাহায্যের আবেদন করলে সরকার যোগ্যতা অনুসারে সাহায্যের বিবেচনা করে থাকে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions and Answers.)

ADMITTED UN STRARRED QUESTION NO. 48
Name of the Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিগণকে থানা লকআপে আটক রেখে দৈহিকভাবে নিপীড়ন, অত্যাচার ও আহত করা সম্পর্কে গত ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়টি ঘটনা সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন।

২। উক্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসার এবং কনেষ্টবলদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

ANSWER
Name of the Minister: —Shri Subhir Ranjan Majumder, Chief Minister, Tripura

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর

মোট ১৮ টি এই ধরণের অভিযোগ সরকারের গোচরে আসে। তবে ১৮টি অভিযোগের মধ্যে ১টি অভিযোগের ঘটনায় ১জন পুলিশ অফিসারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলছে। ৮টি অভিযোগ বর্তমানে তদন্ত সাপেক্ষে আদালতের বিচারাধীন আছে। ৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় আদালত থেকে বাতিল হয়ে যায় এবং বাকী ৫টি অভিযোগের কোন সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 50

Name of Member :— Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Agriculture Departmenr be pleased to State :—

১। ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ রাজ্য সরকার ত্রিপুরার আনারস চাষীদের লাভজনক দাম দিতে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন,

২। ইহা কি সত্য যে ফল সংরক্ষণের শিল্প কেন্দ্র নেরামাক রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়ায় বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে ,

৩। ইহা কি সত্য যে আনারস উৎপাদক চাষীরা ঘাটতি মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষতির ফলে হতাশ হয়ে বাগানগুলি নষ্ট করে ফেলছে.

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI NAGENDRA JAMATIA)

উত্তর

১। বিগত ৩ বছরে আনারস চাষীদের লাভজনক দাম দিতে যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাহা এইরূপ :-

ক) রাজ্য সরকার কর্তৃক আনারসের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে NBRAMAC কর্তৃক সহায়ক মূল্যে ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বিগত তিন বছরের ঘোষিত সহায়ক মূল্য এইরূপ :—

বৎসর	সহায়ক মূল্য
১৯৮৮-৮৯	বাজারে লাভজনক দাম থাকায় ১৯৮৮-৮৯ সালের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করার প্রয়োজন হয় নাই।
১৯৮৯-৯০	কুইন (ক্রাউন ব্যতীত) টাকা ·৯০ পয়সা প্রতি কেজি সোনামুড়াতে ক্রয়ের জন্য। কুইন (ক্রাউন সহ) টাকা ১·২০ পয়সা, নালকাটা ফ্যাক্টরীতে ক্রয়ের জন্য। কিউ (ক্রাউন ব্যাতিত) ১.০০ পয়সা, নালকাটা ফ্যাক্টরীতে ক্রয়ের জন্য।
১৯৯০-৯১	কুইন (ক্রাউন সহ) টাকা ০·৭০ পয়সা প্রতি কেজি (প্রতিটির ওজন ৭০০ গ্রামের কম নহে) নির্বাচিত বাজার স্থানে ক্রয়ের জন্য। কিউ (ক্রাউন সহ) টাকা ০·৭০ পয়সা প্রতি কেজি (প্রতিটির ওজন ১ কেজির কম নহে) নির্বাচিত বাজার স্থানে ক্রয়ের জন্য।

(খ) ১৯৯০-৯১ — সনে কৃষকদের কাছ থেকে আনারস ক্রয় করে নালকাটার NERAMAC এর আনারস ফ্যাক্টরিটি চালু রাখার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের Food processing মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে NEC এর মাধ্যমে ২৫ লক্ষ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

(গ) রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৯৯০-৯১ সালে ত্রিপুরা Apex Marketing Society এবং NAFED এর Agent হিসাবে সহায়ক মূল্যে মোট ১৫২.১৫৭২ কুইন্টাল আনারস ক্রয় করেন এবং NAFED এর মাধ্যমে গৌহাটিতে মোট ১২২.১৫৭২ কুইন্টাল কুইন আনারস বিক্রি করে এবং অবশিষ্ট ৩০.০০ কুইন্টাল কিউ আনারস আগরতলা বাজারে খুচরা দরে বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তর :

২। সত্য নহে। রাজ্য সরকার নেরামাক এর প্রয়োজনে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করছেন।

৩। রাজ্য সরকারের এমন কোন তথ্য জানা নাই।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions and Answers.)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 58

NAME OF THE M. L. A :— Shri Angju Mog

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state—

QUESTION :

১। বর্তমান ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে নূতন কতগুলি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে (কেন্দ্রগুলির নাম) এবং

২। ১৯৯১-৯২ ইং সনের মধ্যে সারা রাজ্যে আর কতটি নূতন প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে ? (স্থানের নাম)

ANSWER : MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA.

বর্তমান ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১২টি (বারটি) প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। কেন্দ্রগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

পশ্চিম ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা	উত্তর ত্রিপুরা
১। শচিন্দ্রনগর।	১। পালাটানা।	১। কনকপুর।
২। দিঘালীয়া।	২। নগরাইবাজার।	২। খাখরাছড়া।
৩। পুটিয়া।	৩। দক্ষিণ মনু বংকুল।	
৪। চাকমাপাড়া।		
৬। শোভাপুর।		
৭। এ, ডি, নগর।		

২। ১৯৯১-৯২ ইং সনের মধ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আরও ১০টি নূতন প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে। (স্থান নির্ণয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই বিধায় নাম জ্ঞাপন সম্ভব নহে)।